উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮০,৯৫১.৯৯ (-৬৪৪.৬৪)

নিফটি : ২৪,৬০৯.৭০ (-২০৩.৭৫)

হত দুই জঙ্গি

জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তওয়ার জেলার সিংপোরা ছত্রু এলাকায় নতুন করে অভিযান শুরু করেছে ভারতের যৌথ বাহিনী। এদিন সেনা-জঙ্গি গুলি বিনিময়ের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে দুই জঙ্গির। » ৯

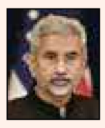

ট্রাম্পের দাবি নাকচ

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতিতে মার্কিন হস্তক্ষেপের দাবি খারিজ করে দিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩২°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৩°	২৫°	২৫°	২৪°

দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিলেন কাজল

৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 23 May 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 5

উদ্বেগের সীমান্ত

সীমান্তে নজর রাখার কথা বিএসএফের। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ নির্দেশ, সীমান্তে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে পুলিশকেও। আইনশৃঙ্খলা সামলে কীভাবে নজর থাকবে সীমান্তে, তা ভেবেই এখন ঘুম উড়ে গিয়েছে পুলিশের বড় কর্তাদের।

উত্তরের বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় ছবিটা ঠিক কেমন, থানার পরিকাঠামোগুলিই বা কী তুলে ধরল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ব্র্যান্ডেড কানের মেশিন শিলিগুড়িতে (কোটমোর)
SHROBONEE শ্রবনী
Your Hearing-Aid Specialist
DWARIKA RUKMANI PLAZA, Baghajatin Road, Near Siliguri Municipal Corporation
:9674366662 | www.shrobonee.com

কোচবিহার
- মোট সীমান্ত ৫০০ কিমি
- অসুরক্ষিত সীমান্ত ৫০ কিমি
- সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী
  - সিতাই ২৫
  - কুচলিবাড়ি ৩১
  - মেখলিগঞ্জ ২০
  - সাহেবগঞ্জ ৩০
  - দিনহাটা ৩৮
  - হলদিবাড়ি ২২
  - মাথাভাঙ্গা ১৬+ (কনস্টেবল কত, জানায়নি থানা)
  - তুফানগঞ্জ ৩১
  - চর বালাভূত ফাঁড়ি ৪
  - নয়ারহাট ফাঁড়ি ১৪
  - শীতলকুচি ২১

(সব জায়গাতেই টহলদারি ভ্যান আছে)

জলপাইগুড়ি
- মোট সীমান্ত ৯৪ কিমি
- অসুরক্ষিত সীমান্ত ১৯ কিমি
- সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী
  - রাজগঞ্জ থানা ৩২
  - মানিকগঞ্জ ১৩
  - নিউ জলপাইগুড়ি ৫৮

দার্জিলিং
- মোট সীমান্ত ২১ কিমি
- অসুরক্ষিত সীমান্ত ৪.৫-৫ কিমি
- সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী
  - ফাঁসিদেওয়া থানা ৩৫

উত্তর দিনাজপুর
- মোট সীমান্ত প্রায় ২২৭ কিমি
- অসুরক্ষিত সীমান্ত প্রায় ২৫ কিমি
- সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী
  - কালিয়াগঞ্জ ৬৪
  - হেমতাবাদ তথ্য মেলেনি
  - ভাটোল ফাঁড়ি ১৫
  - করণদিঘি ১৯
  - রসাখোয়া ফাঁড়ি ৪
  - গোয়ালপোখর থানা ৩০
  - চোপড়া থানার তথ্য মেলেনি
  - ইসলামপুর থানা ৪৫
  - রামগঞ্জ ফাঁড়ি ৩৫
  - পাটাগড়া ফাঁড়ি ৩২ জন

(সব জায়গাতেই টহলদারি ভ্যান আছে)

দক্ষিণ দিনাজপুর
- মোট সীমান্ত ২৫২ কিমি
- অসুরক্ষিত সীমান্ত ৩০ কিমি
- সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী
  - বালুরঘাট ৫৯
  - হিলি ২২
  - পতিরাম ২৩
  - কুমারগঞ্জ ২৬
  - তপন ২৯
  - গঙ্গারামপুর ৪৬
  - কুশমণ্ডি থানা ৩৩

(সব জায়গাতেই টহলদারি ভ্যান আছে)

মালদা
- মোট সীমান্ত ১৭২ কিমি
- অসুরক্ষিত সীমান্ত ৩২ কিমি
- সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী
  - বৈষ্ণবনগর থানা ২০
  - বামনগোলা ৮
  - হবিবপুর ১৩
  - ইংরেজবাজার ২৭
  - মালদা ১৯

(সব জায়গাতেই টহলদারি ভ্যান আছে)

উত্তরবঙ্গের খোলা বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ লেগেই রয়েছে

বাংলাদেশে পালাবদলের পর সীমান্তে সক্রিয় হয়ে উঠেছে দুষ্কৃতীরা

বিএসএফের নজর এড়িয়ে সীমান্তে অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য কেউ বা কারা জড়ো হতে পারে বলে আশঙ্কা

সিঁদুরই বারুদ

শাহবাজ আলোচনা চাইলেও মোদির রণহুংকার

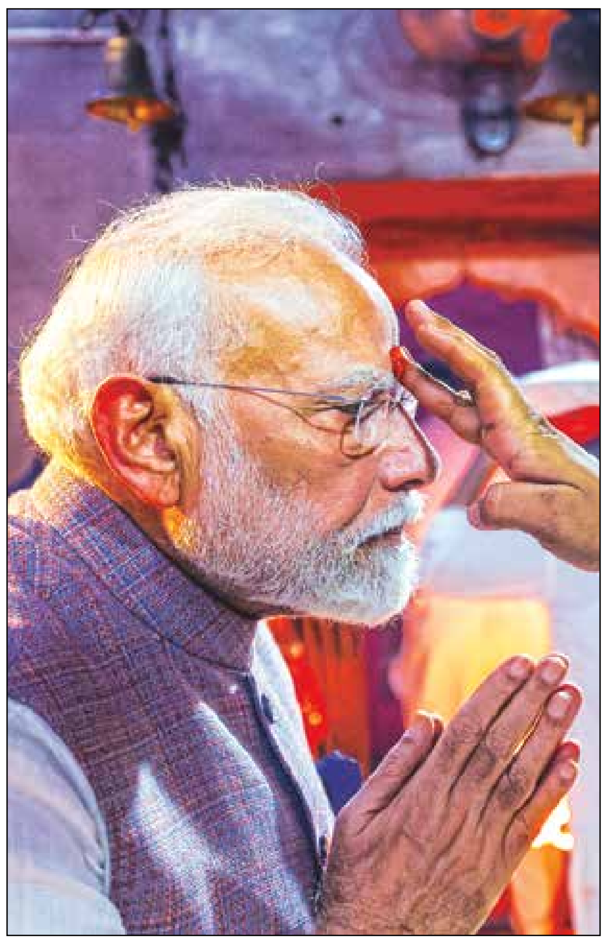

বিকানের জেলার কর্ণিমাতা মন্দিরে আশীর্বাদপ্রার্থী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

> আমার শিরায় রক্ত নয়, গরম সিঁদুর বইছে। সিঁদুর যখন বারুদে পরিণত হয়, তখন তার ফল কী হয়, সেটা গোটা বিশ্ব এবং শত্রুরা ইতিমধ্যে দেখেছে।
> - নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী

জয়পুর, ২২ মে : বামপন্থীরা গাইতেন, রক্ত লাল, ঝান্ডা লাল কিংবা 'ও আমার রক্তে ধোয়া দিন...।' নরেন্দ্র মোদির মুখে শোনা গেল আরেক লালের কথা। লাল সিঁদুর। রক্তের সঙ্গে যার তুলনা টানলেন প্রধানমন্ত্রী। বামেদের গানে রক্তে চেতনায় আঘাত করার কথা আছে। মোদির ভাষায়, চেতনায় ঝড় তুলছে সিঁদুর।

রাজস্থানের মাটিতে দাঁড়িয়ে বৃহস্পতিবার সেই ঝড়ের উচ্চারণ করলেন প্রধানমন্ত্রী, 'আমার শিরায় রক্ত নয়, গরম সিঁদুর বইছে। সিঁদুর যখন বারুদে পরিণত হয়, তখন তার ফল কী হয়, সেটা গোটা বিশ্ব এবং শত্রুরা ইতিমধ্যে দেখেছে। ২২ তারিখের হামলার জবাব আমরা মাত্র ২২ মিনিটে দিয়েছি। ৯টি বড় জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছি।'

পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার পর ঠিক এক মাস কেটে গিয়েছে বৃহস্পতিবার। ওই হামলার প্রথম মাসপূর্তিতে নাম না করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গা-গরম করা হুংকার শোনা গেল দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখে। রাজস্থানের বিকানেরের পালানায় এক জনসমাবেশে তিনি বলেন, 'যারা সিঁদুর মুছতে এসেছিল, তাদের মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছি। যারা চেয়েছিল ভারতের রক্ত ঝরাতে, তারাই এখন হিসেব মেটাচ্ছে।'

মোদি বোঝালেন, 'এটা ভারতের নতুন স্বরূপ। প্রথমে ঘরে ঢুকে মারা হয়েছিল। এবার সোজা বুকে আঘাত করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের মাথা পিষে দিতে এটাই নতুন ভারতের নীতি ও রীতি।' মোদির কঠোর বার্তা সত্ত্বেও পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বুধবার বলেন, 'ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর, জল, বাণিজ্য ও সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা হতে পারে।'

সেই বৈঠক কোথায় হতে পারে, তারও আভাস দিয়েছেন শরিফ। বৈঠক চিনে হতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, 'ভারত তাতে রাজি হবে না। বরং সৌদি আরবে আলোচনা হতে পারে।' যদিও পাকিস্তানের শর্তে ভারত যে আলোচনায় বসবে না, সেটা বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মোদি। তাঁর কথায়, 'ওদের সঙ্গে শুধু পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা হবে।'

যুদ্ধের নামগন্ধ এখন নেই বটে। কিন্তু ভাষণের ছত্রে ছত্রে ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রণহুংকার।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

মোহনবাগান নির্বাচনেও পিসি-ভাইপো নামগানের ছায়াযুদ্ধ

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বিঘার পর বিঘা জমি হয়তো ছিল আপনার, আপনাদের। গম বা সর্ষে চাষ হলে মনে হত আদিগন্ত সোনার আকাশে বসে রয়েছি।

এবার কিছুই না করে, বাপঠাকুরদার সম্পত্তি বিক্রি চালিয়ে খেয়ে চললে যা হয়, ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তারক্তি, লাঠালাঠি চলল। একটা সময় দেখা গেল, ওই বিশাল জমির এক-দেড় কাঠা দুই ছেলের হাতে পড়ে। সেখানে পটল চাষ হচ্ছে শুধু।

আবেগের জল ধুয়ে খেয়ে লাভ নেই। আজকের মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের দখলের ক্লাব ওই দেড় কাঠা পটলের খেতের মতো। তা নিয়েই এঁদের যাবতীয় হম্বিতম্বি, প্রচার পাওয়ার ছক। মাঝে মাঝে অযথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে বোঝানোর চেষ্টা, দেখো গো, আমরা কত কী করি! পাড়ার সুভাষ সংঘ বা রবীন্দ্র সংঘে যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই সম্বল।

রাজনৈতিক যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে দাদাগিরি ফলানোর চেষ্টাই আছে। মাঠে নিজেদের ফুটবল ম্যাচ হয় না, প্র্যাকটিস হয় না, সমর্থকরা সকাল বিকেল প্রাণের টানে আড্ডা দিতে আসেন না। কর্তারা নেই রাজ্যের বাসিন্দা হয়েও ঘনঘন গোষ্ঠী পালটাতে ওস্তাদ। পাজামার বুক পকেটের মতো ব্যাপার।

তরুণ প্রজন্মের অনেকে এখনও মোহন-ইস্ট ম্যাচ এলে মাঠে আসেন। আবেগে ভাসেন। মোহন-ইস্ট নাম এখনও তারুণ্য ও নস্টালজিয়ায় দোলা দেয়। তাঁদের সম্মান জানিয়ে বলা যাক, ফুটবল টিমের সাফল্য গোয়েঙ্কাবাবু বা আগরওয়ালবাবুদের। দেবাশিস দত্ত বা দেবব্রত সরকারের বিন্দুমাত্র ভূমিকা নেই আর। ইস্টবেঙ্গলের ব্যর্থতায় দেবব্রত কোম্পানির ভূমিকাই বেশি। তাঁরা পুরো ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ। প্লেয়ার রিক্রুট আজও চলে ইচ্ছেমতো। টাকার লেনদেন স্বচ্ছ নয়। এসব ক্লাবে নির্বাচন ব্যবস্থাই হাস্যকর।

এই যে মোহনবাগান আইএসএল জিতল, পরদিন মাঠে ক্লাব পতাকা তুলতে বর্তমান ফুটবলার একজনও এলেন না।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের বঞ্চনা নিয়ে সরব শুভেন্দু

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ মে : বন্ধ চা বাগান থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট এবং বরাদ্দ, নানা অসামঞ্জস্যের অভিযোগকে সামনে রেখে উত্তরের বঞ্চনা নতুন করে উসকে দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও পৃথক রাজ্য উত্তরবঙ্গের দাবিকে অপ্রাসঙ্গিক বলেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফর শেষের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিলিগুড়িতে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কেন্দ্রের বরাদ্দে মুখ্যমন্ত্রীর শিলান্যাস নিয়েও কটাক্ষ করেছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু।

জেলা কার্যালয়ের পাশের একটি হোটেলে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে যে সমস্ত কাজের শিলান্যাস করেছেন, সেগুলি সবই কেন্দ্রের টাকার কাজ। এই সরকারের সময়কালে সবচাইতে বেশি বঞ্চিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী যখনই উত্তরবঙ্গে আসেন, তখনই একটি করে চা বাগান বন্ধ হয়ে যায়।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট

এরপর দশের পাতায়

অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পর সেনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিরঙ্গা যাত্রা কাশ্মীরেও। শ্রীনগরের ডাল লেকে।

তড়িঘড়ি খালি ডিএম অফিস, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

কোচবিহার, ২২ মে : বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ হঠাৎ কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তর খালি করে কর্মীরা বেরিয়ে যান। কী কারণে, কার নির্দেশে কর্মীরা অফিস ফাঁকা করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তা নিয়ে রাত পর্যন্ত প্রশাসন ও পুলিশের কর্তাদের কেউ মুখ খোলেননি। এমনকি জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনাকে বিকেল ৩টে ৫০ মিনিট থেকে রাত ৮টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত পাঁচবার ফোন করা এবং হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠানো হলেও তিনি ফোন ধরেননি বা মেসেজের জবাব দেননি। একইভাবে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে তিনবার ফোন করা ও মেসেজ পাঠানো হলেও উত্তর দেননি।

কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা শুধু জানান, তাঁদের কাছে কোনও তথ্য নেই। কিছু পেলে জানাবেন।

জেলা শাসকের অফিসের এক কর্মী জানিয়েছেন, দুপুর দুটো নাগাদ আইসি-কে জেলা শাসকের অফিসে আসতে দেখি। সেখানে এসে তিনি কাউকে আসার জন্য ফোন করছিলেন। এরপরই দেখি বম্ব স্কোয়াডের দুজন লোক মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে আসেন।

এরপর দশের পাতায়

তিনদিন নির্জলা পাঁচটি ওয়ার্ড

উদাসীন কোচবিহার পুরসভা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২২ মে : তিনদিন ধরে পানীয় জল মিলছে না কোচবিহার শহরের একাধিক ওয়ার্ডে। ভালভ খারাপ হয়ে পড়ায় পানীয় জল সরবরাহে সমস্যা দেখা দিয়েছে। শহরে পুরসভার জল সরবরাহের দুটি লাইন রয়েছে। একটি তোর্ষা নদী থেকে জল তুলে তা সরবরাহ করা হয়। আরেকটি, মাটির গভীর থেকে পাম্পের সাহায্যে জল তুলে বাড়ি বাড়ি সরববরাহ করা হয়। কিন্তু তারপরেও শহরে পানীয় জলের সমস্যা কোনওভাবেই মিটছে না। অভিযোগ, মাঝেমধ্যেই পানীয় জল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গত তিনদিন ধরে শহরের ১, ২, ৩, ৭ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জল আসছে না। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩ নম্বর ওয়ার্ডে একটি ভালভ খারাপ হওয়ায় পাম্প থেকে জল তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এতে শহরের কয়েক হাজার মানুষ ভয়াবহ সমস্যায় পড়েছেন। পানীয় জলের জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে। অনেকে জল কিনে খেতে বাধ্য হচ্ছেন। কেউ কেউ শ্যালো টিউবওয়েলের জল ব্যবহার করছেন। জলের সমস্যা নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তনুশ্রী শর্মা বলেন, 'গত মঙ্গলবার থেকে জল আসছে না। অথচ পুরসভা জানার পরেও কিছুই করছে না।'

সমস্যা যেখানে
- ভালভ খারাপ হয়ে পড়ায় পানীয় জল সরবরাহে সমস্যা দেখা দিয়েছে
- শহরে পুরসভার জল সরবরাহের দুটি লাইন রয়েছে
- পুর এলাকার ১, ২, ৩, ৭ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জল আসছে না
- শহরের কয়েক হাজার মানুষ ভয়াবহ সমস্যায় পড়েছেন

যদিও সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন, 'একটি ভালভ খারাপ হয়ে গিয়েছে। এখানে ঠিক করার লোক নেই। আমরা কলকাতায় যোগাযোগ করেছি। আশা করছি আগামী দুই-একদিনের মধ্যে সমস্যা মিটে যাবে। এই সময় আমরা যতটা সম্ভব ওয়ার্ডগুলিতে জলের ট্যাংক দেওয়া চেষ্টা হচ্ছে।'

পুর এলাকায় প্রায় লক্ষাধিক লোক বাস করেন। পুর এলাকায় প্রায় ৩০ হাজারের মতো জলের সংযোগ রয়েছে। এর মধ্যে তোর্ষা পানীয় জলপ্রকল্পে প্রায় ১৮ হাজারের মতো সংযোগ রয়েছে। বাকি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পাম্পের সাহায্যে জল তুলে সরবরাহ করা হয়। তোর্ষা পানীয় জলপ্রকল্পে দেখা যাচ্ছে, কখনও ভালভ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও নদীতে জল বাড়লে পাইপের মুখে আবর্জনা জমে জল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কখনও আবার পাইপ ফেটে যাচ্ছে। পাম্পের সাহায্যে জল তুলে যে জল সরবরাহ করা হচ্ছে সেখানেও সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, পাম্পগুলি বহু পুরোনো হওয়ার কারণে মাঝেমধ্যেই সেগুলি খারাপ হয়ে পড়ছে।

এরপর দশের পাতায়

নিশীথ 'আঁধারে', ফুটছে ঘাসফুল

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২২ মে : সময়টা এক বছর। তার মধ্যেই আমূল বদলে গিয়েছে জায়গাটা। ২০২৪-এর এই সময় ভেটাগুড়িতে এলেই দেখা যেত রাস্তার উপর একের পর এক গেরুয়া তোরণ। দোকানে দোকানে উড়ছে পদ্ম-লাঞ্ছিত গেরুয়া পতাকা। ২০২৫-এর মে মাসে গেরুয়া রংয়ের ছিটেফোঁটা নেই। রাস্তার পাশে দোকানে দোকানে উড়ছে ঘাসফুলের ছবি আঁকা তিরঙ্গা পতাকা।

নিশীথের গড়। সবাই এই নামেই চিনত ভেটাগুড়িকে। গণেশপুজো থেকে শুরু করে এলাকার ক্রীড়া অনুষ্ঠান- সবেতেই মধ্যমণি ছিলেন নিশীথ প্রামাণিক। তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি থাকার সময় থেকেই এলাকা চলত তাঁর অঙ্গুলিহেলনে। কেন্দ্রে বিজেপির মন্ত্রী হওয়ার পর্যন্ত সেই দাপট দিন-দিন আরও বেড়েছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বৃহস্পতিবার তৃণমূল নেতারা হাসতে হাসতে বলছিলেন, পতাকা লাগানোর লোক থাকলে তো লাগাবে। আগামী বছর বিধানসভা ভোটের জন্য বিন্দুমাত্র টেনশনের ছাপ তাঁদের চোখেমুখে নেই।

লোকসভা ভোটে তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার কাছে প্রায় ৪০ হাজার ভোটে হারার পর নিশীথ প্রামাণিককে কার্যত আর চোখে দেখেননি এলাকার মানুষ। আর এই ক'দিনে ভেটাগুড়িতে বিজেপি একসময়ের দুর্গ বালির বাঁধে পরিণত হয়েছে। একের পর এক অঞ্চল দখল করে নিয়েছে তৃণমূল। নিশীথের পাশে থেকে এলাকায় সংগঠনটা গড়েছিলেন যাঁরা তাঁরাও আজ 'হিমঘরে'। এলাকার আমজনতা তো বটেই, বসে যাওয়া বিজেপির সেই কর্মীরাও ভেটাগুড়িতে বিজেপির ভবিষ্যৎ নিয়ে আর কিছু আশা করেন না। যদিও ভেটাগুড়িতে বিজেপির ক্ষমতা একই আছে বলে দাবি করছেন বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু। তাঁর কথায়, 'মন্ত্রী উদয়নের থেকে ভেটাগুড়িবাসী এবারও মুখ ফিরিয়ে নেবেন। কেননা তৃণমূলের ধর্মীয় তোষণ থেকে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতিকে সাধারণ মানুষ কখনোই মেনে নেবে না।'

সংগঠনের জোরেই ভোট হবে- ভোট ম্যানেজারদের এই গাইডলাইন সত্যি হলে বৃহস্পতিবার ভেটাগুড়িতে যে ছবি ধরা পড়ল তা গেরুয়া শিবিরের জন্য মোটেও স্বস্তিদায়ক নয়। কেবল নিশীথের বাড়ির রাস্তাতেই গুটিকয়েক গেরুয়া পতাকা জানান দিচ্ছে, একসময় এটাই ছিল ভেটাগুড়ির ভরকেন্দ্র। তবে বাড়ির সামনে নেই গাড়ির ভিড়, কর্মী-সমর্থকদেরও দেখা মেলে না সেভাবে।

তৃণমূলের পতাকায় মুড়েছে ভেটাগুড়ি বাজার চত্বর। -সংবাদচিত্র

এরপর দশের পাতায়

Mankind
Serving Life
GAS-O-FAST®
SACHETS
ইন্ডিয়ার
অ্যাসিডিটির
আসল ইন্ডিয়ান
সমাধান
Mankind
Ayurvedic
GAS-O-FAST®
গ্যাস-ও-ফাস্ট
Active
Jeera
QUICK RELIEF FROM
ACIDITY & GAS
আসল জিরার সাথে
অ্যাসিডিটি গ্যাস আর বদহজমের থেকে তৎক্ষণাৎ আরামের জন্য
Visit us at www.gasofast.com | Toll free No.: 18001034400 | Follow us on: YouTube

জীবনযুদ্ধ।। কোচবিহার রাসমেলা মাঠের সামনে অর্পণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

২০১৯ সাল থেকে ভাঙছে পাথরের বাঁধ

ব্যাপক আতঙ্কে পূর্ব ভোগডাবরি

তাপস মালাকার

পাথরের বাঁধ থেকে সরে যাচ্ছে পাথর।

নিশিগঞ্জ, ২২ মে : নদীভাঙন রোধে পাথরের বাঁধ দেওয়া হয়। কিন্তু মানসাই নদীতে এই পাথরেরর বাঁধই এখন গ্রামবাসীর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি বাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। যে কারণে আতঙ্কে দিন কাটছে শীতলকুচি ব্লকের পূর্ব ভোগডাবরি গ্রাম ও কোচবিহার-১ ব্লকের পূর্ব কুর্শামারি গ্রামের মানসাই নদীর ধারের কয়েক হাজার মানুষের।

দীর্ঘ পনেরো বছর আন্দোলনের পরে ২০১৫ সালে গ্রামে কাজ শুরু হয় পাথরের বাঁধের। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে ২৮০০ মিটার বাঁধ তৈরি হয়। অভিযোগ, নিম্নমানের কাজ হওয়ায় ২০১৯ সাল থেকে সেই বাঁধ ভাঙতে শুরু করেছে। এখন সেই ভাঙন বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে। বন্যায় যে কোনও সময় ভাঙতে পারে দুর্বল পাথরের বাঁধ। অভিযোগ, প্রশাসনকে বারবার বলেও কাজ হয়নি। সেচ দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, 'পাকা বাঁধের ভাঙন সমস্যাটি ওপরমহলে জানানো হয়েছে।'

পূর্ব ভোগডাবরি গ্রামের বাসিন্দা লক্ষ্মণ বিশ্বাসের অভিযোগ, 'পাঁচ থেকে আট কোটি টাকা ব্যয়ে ওই পাকা বাঁধ নির্মাণ শুরু হয় ২০১৫ সালে। ২০১৬ সালে বিধানসভা ভোটের আগে তড়িঘড়ি শেষ হয় বাঁধের কাজ। বাঁধের কাজ শেষ হওয়ার পরই ২০১৭ সালের বন্যার পর থেকে বাঁধের পাথর সরে যেতে থাকে।' গ্রামবাসীর অভিযোগ, ২৮০০ মিটার বাঁধের পুরোটাই নিম্নমানের কাজ হয়। পাথরের বাঁধ হলেও লোহার জাল লাগানো হয় না। পুরোনো মাটির বাঁধের ওপর কোনওরকম পাথর বিছিয়ে দায়সারাভাবে কাজ শেষ হয়।

> আমরা অনেকবার অভিযোগ জানালেও কোনও আধিকারিক গ্রামে এসে বাঁধের অবস্থা খতিয়ে দেখেননি। সেচ দপ্তরকে বারবার বলেও কাজ হয়নি।
>
> **-রাধেশ্যাম সরকার**
> *বাসিন্দা*

গ্রামের বাসিন্দা বিজয় বাড়ুই বলেন, 'বাঁধের ভাঙন শুরু হতেই কোচবিহারে সেচ দপ্তরে বারবার ছুটে যাই বাঁধ মেরামতের দাবিতে। সেচ দপ্তর থেকে বলা হয় ওই বাঁধ যেহেতু উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর করেছে আপনারা সেখানে জানান। গ্রামবাসী পয়সা জোগাড় করে উত্তরকন্যায় গিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে অভিযোগ জানালে বলা হয় এখন এই দপ্তর আর বাঁধের কাজ করে না। আপনারা সেচ দপ্তরেই ফের যোগাযোগ করুন।'

গ্রামবাসী জানান, গত ১৫ বছরে কয়েকশো বিঘা কৃষিজমি মানসাইয়ের গর্ভে চলে গিয়েছে। নদী প্রায় এক কিমি পশ্চিমে ছিল এখন পূর্ব ভোগডাবরি গ্রামের দিকে চলে এসেছে। গ্রামের বাসিন্দা রাধেশ্যাম সরকারের কথায়, 'আমরা অনেকবার অভিযোগ জানালেও কোনও আধিকারিক গ্রামে এসে বাঁধের অবস্থা খতিয়ে দেখেননি। সেচ দপ্তরকে বারবার বলেও কাজ হয়নি।'

বাসিন্দাদের আশঙ্কা, বাঁধ ভাঙলে শীতলকুচি ব্লকের দুটি গ্রাম, চান্দামারি ও পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দুজনে বিরোধী দলের হলেও মিল রয়েছে। কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের এলাকার রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। একই দশা জেলার বর্তমান সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার এলাকার রাস্তারও।

কাঁচা রাস্তায় ধানের চারা পুঁতে প্রতিবাদ

বর্তমান সাংসদের এলাকায় ক্ষোভ বাসিন্দাদের

অমৃতা দে

সিতাই, ২২ মে : সিতাই ব্লকের পূর্ব ভাড়ালি গ্রামের গুয়াতিটারি এলাকায় প্রায় ৪০০ মিটার কাঁচা রাস্তার হাল শোচনীয়। অল্প বৃষ্টি হলেই হাঁটুসমান কাদা জমে যায়। এই কারণে স্কুল পড়ুয়া এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শুধু পূর্ব ভাড়ালি নয়, মহেশেরপাট, শ্যাওড়াতলা, খানদুরটারি এবং কালিরহাটের বাসিন্দারাও রাস্তাটি দিয়ে সিতাই বাজারে যাতায়াত করেন। বৃষ্টি হলে রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে পড়ায় টোটো এবং বাইকের চাকা কাদায় বসে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় বাসিন্দারা অভিনব প্রতিবাদে শামিল হন। রাস্তায় ধানের চারা পুঁতে দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তা অবিলম্বে সংস্কারের দাবি জানানো হয়। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ চলে। স্থানীয় প্রশাসন গ্রামবাসীদের রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দেওয়ায় বিক্ষোভ ওঠে।

স্থানীয় বাসিন্দা কুতুবউদ্দিন মিয়াঁ বললেন, 'ভোট এলে রাজনৈতিক দলের নেতারা নানা প্রতিশ্রুতি দেন। ভোট মিটলেই সেসব ভুলে যান। এদিকে গত ১০ বছর ধরে রাস্তার হাল বেহাল। বহুবার পঞ্চায়েতকে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি।' স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, রাস্তা চলাচলের যোগ্য না হলে আগামী বিধানসভা ভোট বয়কটের পথে হাঁটা হবে। পূর্ব ভাড়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিষ্ণুকুমার বর্মন বললেন, 'সমস্যার বিষয়টি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আশা করি, শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

> ভোট এলে রাজনৈতিক দলের নেতারা নানা প্রতিশ্রুতি দেন। ভোট মিটলেই সেসব ভুলে যান। এদিকে গত ১০ বছর ধরে রাস্তার হাল বেহাল। বহুবার পঞ্চায়েতকে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি।
>
> **-কুতুবউদ্দিন মিয়াঁ**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

এই জলকাদা পেরিয়ে রোজ যাতায়াত করেন গুয়াতিটারির বাসিন্দারা।

রাস্তার পাশের ভাঙা অংশে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে।

প্রাক্তন সাংসদের এলাকায় বাড়ছে ভোগান্তি

প্রতিবার মেলে শুধুই আশ্বাস

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২২ মে : ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মাশানপাট সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে স্কুটি নিয়ে যাচ্ছিলেন তাপস রায় নামে এক ব্যক্তি। হঠাৎ রাস্তার মাঝে একটি গর্তে স্কুটির চাকা পড়তেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপরে পড়ে যান তিনি। প্রায়দিনই ওই রাস্তায় এমন দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে।

মাশানপাট থেকে ছোটধাম পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার লম্বা রাস্তাটি অনেকদিন হল বেহাল হয়ে রয়েছে। শেষ কবে রাস্তাটি সংস্কার হয়েছে বলতে পারলেন না এলাকার কেউই। তবে, একদশক ধরে রাস্তাটির সংস্কার হয়নি, সে বিষয়ে সহমত হলেন এলাকার অনেকেই।

অথচ রাস্তাটি দিয়ে ওই পঞ্চায়েত সহ হাঁড়িভাঙ্গা ও পাটছড়া পঞ্চায়েত এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দা প্রতিদিন চলাচল করেন। অনেকে ওই রাস্তা দিয়ে কৃষিপণ্য নিয়ে দেওয়ানহাট ও ভেটাগুড়ি হাটে বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন।

এছাড়া দেওয়ানহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অল্প সময়ে যাওয়ার জন্য আশপাশের গ্রাম পঞ্চায়েতের হাঁড়িভাঙ্গা, পাটছড়া, পুষনারডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দারাও এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। ফলে গুরুত্বপূর্ণ ওই রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা সমর সরকার, রেহেনা বিবিরা জানালেন, রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টির জেরে রাস্তার মাঝখানে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। এর ফলে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা হতে পারে। রাস্তায় থাকা কালভার্টের ওপরের মাটি বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে ধুয়ে বড় বড় গর্ত হয়ে যায়।

তবে ভেটাগুড়ি-২ পঞ্চায়েত প্রধান প্রিয়াংকা দে সরকারের কথায়, 'এত বড় রাস্তা সারাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পঞ্চায়েতের তহবিলে নেই। তবে এব্যাপারে দীর্ঘদিন থেকে সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহকে জানানো হয়েছে। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন।'

তবে ওই আশ্বাসে খুশি নন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা জানালেন, ভোট এলে সব রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রতিশ্রুতি দেন। ভোট পেরোলে সেসব কথা তাঁরা ভুলে যান। তখন ওই নেতা-মন্ত্রীদের টিকিটাও দেখা যায় না। ফলে রাস্তা যেরকম বেহাল ভোটের আগে ছিল, বছরের পর বছর সেরকমই থাকে।

এদিকে সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সুনীল রায় সরকার। তাঁর কথায়, 'দীর্ঘদিন থেকে রাস্তাটি বেহাল। তবে সাংসদ ও মন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। তাঁরা আমাদের রাস্তা তৈরি নিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন।'

ঘটছে দুর্ঘটনা

- মাশানপাট থেকে ছোটধাম পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কার হয় না প্রায় এক দশক ধরে
- ভেটাগুড়ি-২ পঞ্চায়েত সহ আশপাশের আরও পঞ্চায়েত মিলিয়ে কয়েক হাজার বাসিন্দা যাতায়াত করেন
- কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে রাস্তাটির অবস্থা আরও বেহাল হয়ে পড়েছে
- রাস্তায় থাকা কালভার্টের মাটি সরে গিয়ে তৈরি হয়েছে বড় গর্ত

ক্রেতা সেজে গয়নার দোকানে চুরি

ঘোকসাডাঙ্গা, ২২ মে : বৃহস্পতিবার দিনদুপুরে ক্রেতা সেজে দোকানে ঢুকে সোনার গয়না চুরি করে পালাল দুই দুষ্কৃতী। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা- ২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা পুরোনো বাজারে। ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

এদিন ঘোকসাডাঙ্গায় সাপ্তাহিক হাট বসে। ঘড়িতে তখন প্রায় বেলা ১টা। দুজন দুষ্কৃতী ক্রেতা সেজে ঘোকসাডাঙ্গা থানা রোডে একটি গয়নার দোকানে ঢুকে শিশুদের সোনার গয়না দেখতে চায়। কিছুক্ষণ গয়না দেখার পর পছন্দ হয়নি বলে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এরপর ওই গয়নার দোকানের মালিক বাবুল দাস টের পান, গয়নার একটি প্যাকেট উধাও। তিনি বাইরে এসে দেখেন, ক্রেতা সেজে আসা দুই দুষ্কৃতী ততক্ষণে মোটরবাইক নিয়ে চম্পট দিয়েছে। খবর পেয়ে আসেন ঘোকসাডাঙ্গা থানার ওসি কাজল দাস, মাথাভাঙ্গার সিআই অজয়কুমার মণ্ডল। দোকানে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ সহ সবদিক খতিয়ে দেখেন।

পুলিশ জানিয়েছে, দোকানের সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে ক্রেতা সেজে আসা দুই দুষ্কৃতীর ছবি। স্থানীয় একজন টোটোচালক জানান, ওই দুই দুষ্কৃতী মোটরবাইকে চেপে জাতীয় সড়ক ধরে ফালাকাটার দিকে গিয়েছে। এর আগেও এই দোকানটির তালা ভেঙে চুরির চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ঘটনার দ্রুত কিনারার দাবিতে ব্যবসায়ী হারাধন সাহা, টিঙ্কু ঘোষ, গণেশ দাসের মতো অনেকেই সরব হয়েছেন।

ধর্নায় তরুণী

মেখলিগঞ্জ, ২২ মে : তিন বছরের প্রেম। একসঙ্গে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা। কিন্তু হঠাৎই ছন্দপতন। গত কয়েকমাস ধরে প্রেমিক কুচলিবাড়ির তরুণীর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। একসময় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন এড়িয়ে চলছেন বলে অভিযোগ ওই তরুণীর। এই পরিস্থিতিতে বিয়ের দাবিতে বুধবার রাতে বাগডোকরা ফুলকাডাবরিতে প্রেমিকের বাড়িতে হাজির হন ওই তরুণী। 'যতদিন না সে আমাকে বিয়ে করছে, আমি এখানেই ধর্নায় বসে থাকব' বলে বৃহস্পতিবার বিকাল পর্যন্ত ওই তরুণী প্রেমিকের বাড়ির সামনেই বসে থাকেন। এদিকে, খবর পেয়ে প্রেমিক আগেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছেন।

তরুণীর দাবি, তাঁকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেন তরুণ। একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ধরেন না। বিয়ের প্রসঙ্গ তুললেই এড়িয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'আমি এসেছি নিজের অধিকার চাইতে।'

মাথাভাঙ্গায় ডিওয়াইএফআইয়ের জেলা সম্মেলন

বিরোধীদের তোপ মীনাক্ষীর

বিশ্বজিৎ সাহা

সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার।

মাথাভাঙ্গা, ২২ মে : ২০২১ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সংগঠনের কোথায় সাফল্য, কোথায় ত্রুটি, তা নিয়ে মুখোমুখি কথা বলতে মাথাভাঙ্গায় এসেছেন। বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা শহরের থানাপাড়ায় কংগ্রেসের মাঠে ডিওয়াইএফআইয়ের কোচবিহার জেলা ২০তম সম্মেলন উপলক্ষ্যে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

নিজে সংগঠনের ধারাবাহিক লড়াই ও আন্দোলনের খতিয়ান তুলে ধরলেন। তাঁর বক্তব্য, 'আপনারা যদি চান, কোচবিহার সহ এ রাজ্যের বেকার তরুণ-তরুণীরা আগামীদিনে মাথা উঁচু করে বাঁচুক, তাহলে আপনি চান বা না চান আপনার রাস্তা বামদিকে যাবে। আর যদি চান লুটের রাজত্ব এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে, তাহলে তৃণমূল বা বিজেপি যেদিকেই যান না কেন, আমাদের কিছু বলার নেই।'

বাম নেত্রীর ভাষণে উঠে এল জেলার তরমুজ, ভুট্টা, আলু চাষিদের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কথাও। বাদ গেল না রাজ্যজুড়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বেহাল অবস্থা, ধর্মীয় উন্মাদনা এবং সাম্প্রদায়িক অশান্তির বিষয়গুলি। উকিল বর্মনের ছেলেকে দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরিতে এজেন্সির অধীনে কাজ দেওয়া হয়েছে। মীনাক্ষীর প্রশ্ন, এতে কি উকিল বর্মনের যন্ত্রণা মিটে গিয়েছে? সমস্যা তো জমির। সেই সমস্যা মিটল কোথায়? উকিল বর্মন কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে চাষবাস বাদ দিয়ে জমির দাম চাইছেন। তাঁর এই দাবি বামপন্থীদের দাবি।

পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মীনাক্ষী বলেন, 'যেদিন পালাবদল হবে, সেদিন সব হিসেব হবে।' তৃণমূল-বিজেপির আঁতাতের কথাও উঠে এসেছে মীনাক্ষীর বক্তব্যে। মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পুলিশের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে মীনাক্ষী বলেন, 'জ্যোতিবাবু এবং বুদ্ধদেববাবুর আমলে কারও দম ছিল না রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করার।'

গুড়িয়ারপাড় অঙ্গনওয়াড়ির গেটে তালা

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২২ মে : নভেম্বর থেকে পূর্ব গুড়িয়ারপাড় ৮৮ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলছে। কেন্দ্র চলছে আরেকজনের বাড়ির বারান্দায়। সেখানে কোনওরকমে রান্নাটুকু করা গেলেও শিশু, অন্তঃসত্ত্বা এবং প্রসূতিদের বসার জায়গা নেই। শিশুদের পড়াশোনা তো দূরের কথা, কোনওরকমে চলছে খাবার বিতরণ। অনেকেই শিশুদের পাঠাতে চাইছেন না অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। অভিভাবক যূথিকা বর্মন বললেন, 'আমার মেয়েকে নিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসি। কিন্তু এখন কেন্দ্রটিতে পরিকাঠামো নেই বললেই চলে। বসে খাওয়ারও জায়গা নেই।'

ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব গুড়িয়ারপাড়ে অমূল্য বর্মনের জমিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি তৈরির সময় কথা হয়েছিল, জমির বিনিময়ে পরিবারের একজন চাকরি পাবেন। গতবছর নভেম্বরে ওই কেন্দ্রে নতুন হেল্পার যোগদান করেন, কিন্তু অমূল্যর পরিবারের কেউ চাকরি পাননি। ক্ষোভে কেন্দ্রের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন জমিদাতা। অমূল্যর কথায়, 'সরকারি চাকরির আশায় জমিটা দিয়েছিলাম। গতবছর নতুন সহায়িকা কাজে যোগ দেন। আমার পরিবারের কাউকে সেই জায়গায় নেওয়া হল না কেন?' তাঁর পরিবারের কাউকে চাকরি না দেওয়া পর্যন্ত তালা খোলা হবে না।

বর্তমানে পাশের লক্ষ্মীশ্বরী বর্মনের বাড়ির বারান্দায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চলছে। ঝড়-বৃষ্টির দিনে বারান্দায় জল ঢুকে যায়, রান্না করতে সমস্যা হয়। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির কর্মী রঞ্জনবালা সরকার বলেন, 'চার-পাঁচ মাস ধরে এই ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েও সুরাহা হয়নি। শিশুদের কথা, প্রসূতি, গর্ভবতীদের কথা ভেবে দ্রুত সমস্যা মেটানো হোক।'

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের সিডিপিও প্রবীর ঘোষ খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা মজিদুল মিয়া - কে 20.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99A 73114 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ আমাকে আর্থিক স্বাধীনতা এবং দৈনন্দিন জীবনের কঠোর সংগ্রাম থেকে স্বস্তি প্রদান করেছে। এই সুযোগটি সমস্ত সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত রাখার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, যাতে মানুষ তাদের ভাগ্য খুব স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে পরীক্ষা করতে পারেন।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জয়ী সেতুর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

রাজ্যের এই দীর্ঘতম সেতু জয়ীতে নিরাপত্তা বাড়ানো নিয়ে দাবি উঠছে।

মেখলিগঞ্জ, ২২ মে : মেখলিগঞ্জ শহর থেকে মিনিট দশেকের দূরত্বে অবস্থিত রাজ্যের দীর্ঘতম জয়ী সেতু। ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি এই সেতুর উদ্বোধনের পর মেখলিগঞ্জ-হলদিবাড়ি যোগাযোগ যেমন অন্য মাত্রা পেয়েছে, তেমনি দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ নিয়মিত ছুটে আসছেন এই সেতুতে কিছুটা সময় কাটাতে। কিন্তু বছর চার পূর্ণ হলেও ৩.৮ কিমি দীর্ঘ এই সেতুর নিরাপত্তা নিয়ে তেমন কোনও পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত সেতু দিয়ে যাতায়াতকারীরা। মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে।'

মেখলিগঞ্জ থানার তরফে সেতুর এপারে মাঝে মাঝে নাকা চেকিং হলেও তা যথেষ্ট নয় বলেই দাবি করেছেন সেতু ব্যবহারকারীরা। গোদের ওপর বিষফোড়া হল, সেতুতে আলোর ব্যবস্থা থাকলেও মেখলিগঞ্জের দিকের প্রায় ২০টির বেশি পোলে বাতি জ্বলে না। ফলে যাতায়াতকারীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তাই সেতুর দু'পাশে পুলিশের নাকা চেকিং পোস্ট বসানোর পাশাপাশি সেতুতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো ও সেতুর মেখলিগঞ্জের দিকের বাতি জ্বালানোর দাবি উঠেছে। বিগতদিনে জয়ী সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। কিছুদিন আগেই শহরের এক কিশোরী পারিবারিক কারণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। শেষে তাকে জয়ী সেতুর পাশে ফুটপাথে শুয়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করেন পরিবারের সদস্যরা। তাই বিভিন্ন মহল থেকে সেতুর নিরাপত্তা চাঙ্গা করার দাবি তোলা হচ্ছে।

> এত বড় সেতুতে কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, নেই পুলিশের নাকা পোস্টও। যে কোনও মুহূর্তে অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আমরা চাই, সেতুতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হোক এবং সেতুর দুই পাশে পুলিশের নাকা পোস্ট বসানো হোক।
>
> **-সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা*

মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এত বড় সেতুতে কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, নেই পুলিশের নাকা পোস্টও। যে কোনও মুহূর্তে অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আমরা চাই, সেতুতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হোক এবং সেতুর দুই পাশে পুলিশের নাকা পোস্ট বসানো হোক।' একই বক্তব্য মেখলিগঞ্জের আরেক বাসিন্দা স্বাধীন দাসেরও। তাঁর সংযোজন, কেউ কোনও দুষ্কর্ম করে জয়ী সেতু পার করলে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মেখলিগঞ্জ পিডব্লিউডির তিস্তা ব্রিজ কনস্ট্রাকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সামাদ আলি জানিয়েছেন, যত দ্রুত সম্ভব আলোর বিষয়টি দেখা হবে। সিসিটিভির বিষয়ে তাঁরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No-. 04(2025-26) Memo No-244, Dated-22.05.2025 of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 05.06.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **http://wbtenders.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/- E.O
Blg. P.S

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti ::: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No WB/008/BDOKNT/25-26 (Retender-NIT-6) Work Sl No 01, :: WB/009/BDOKNT/25-26 (Retender-5) Work Sl No 01 Dated:- 21-05-2025. Last date of submission of bid through online is 28-05-2025 upto 17:00 hrs. For details please visit **https://wbtenders.gov.in** from 21-05-2025 from 17:00 hrs respectively.

Sd/- EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

CORRIGENDUM
REQUIRED VICE PRINCIPAL FOR APS BENGDUBI
(CBSE AFFILIATED)

Ref Advertisement dated 20th May 2025 in Times of India & Uttar Banga Sambad and 18th May 2025 in Janpath Samachar.
Qualification & Experience : FOR As per CBSE Bye-Laws, however B.Ed is mandatory, IT Literate and SOP for selection of Vice Principal APSs.
Age : Below 50 yrs (Ex-servicemen below 58 yrs)
READ : Should have masters Degree with B.Ed. Should have been a PGT in a recognized school for 3 years in the last 10 years.Total teaching not less then 9 years. Should be Computer literate. Age : Maximum age 55 years.

আনন্দ বিহার টার্মিনাল ও যোগবাণীর মধ্যে রিজার্ভড স্পেশাল এক্সপ্রেস

গ্রীষ্ম ঋতু-২০২৫-এর সময় অতিরিক্ত যাত্রীর ভিড় সামলাতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত রিজার্ভড স্পেশাল এক্সপ্রেস (টিওডি) চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

ট্রেন নং- **04074** আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ২৩-০৫-২০২৫ থেকে ১১-০৭-২০২৫ পর্যন্ত = ৮টি ট্রিপ (প্রত্যেক শুক্রবার)

ট্রেন নং- **04073** যোগবাণী থেকে ২৫-০৫-২০২৫ থেকে ১৩-০৭-২০২৫ পর্যন্ত = ৮টি ট্রিপ (প্রত্যেক রবিবার)

পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে
—	২৩.৫৫	↓ আনন্দ বিহার টার্মিনাল	১৬.০০	—
০৭.০০	০৭.১০	কানপুর সেন্ট্রাল	০৮.০০	০৮.১০
১৫.০০	১৫.১০	বারাণসী জং.	০০.৪০	০০.৫০
২১.২৫	২১.৩০	হাজিপুর জং.	১৭.৫০	১৭.৫৫
০৪.১০	০৪.২০	কাটিহার জং.	১২.২০	১২.৩০
০৪.৫৩	০৪.৫৫	পূর্ণিয়া	১১.০৮	১১.১০
০৫.৩৮	০৫.৪০	আড়ারিয়া	১০.১৮	১০.২০
০৬.৩০	০৬.৩৫	ফোর্বেসগঞ্জ	০৯.৫০	০৯.৫৫
০৭.৩০	—	যোগবাণী ↑	—	০৯.৩০

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ গাজিয়াবাদ, উন্নাও জং., লখনউ, সুলতানপুর জং., জৌনপুর সিটি, আউনরিহার জং., গাজিপুর সিটি, বালিয়া, সুরাইমানপুর, ছাপরা জং., শাহপুর পাটোরি, বারাউনি জং., বেগুসরাই, খাগরিয়া জং. ও নওগাছিয়া।
গঠনঃ শয়ন শ্রেণি (আঠারো) এবং এসএলআর (দুই) = ২০টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বৃষ্টির স্বস্তি মুছেছে লুপারের হানা

চা পাতার ফলনে ধাক্কা

নাগরাকাটা ও ওদলাবাড়ি, ২২ মে : প্রাক বর্ষার বৃষ্টি এবার দু'হাত ভরিয়ে দিয়েছে উত্তরবঙ্গকে। কিন্তু তারপরেও ডুয়ার্সের চা বাগানে সেকেন্ড ফ্লাশের যাবতীয় উচ্ছ্বাস উধাও। নেপথ্যে লুপার পোকার হামলা।

আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় এবার ওই পোকার লাগামছাড়া বাড়বাড়ন্তের খবর মিলছে। বাদ নেই তরাই এলাকাও। চা বাগানের হেক্টরের পর হেক্টর জমিতে কচি পাতা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। লুপার দমনে টি বোর্ড অনুমোদিত প্ল্যান্ট প্রোটেকশন কোড অনুযায়ী দুটি মাত্র রাসায়নিক রয়েছে। চা বাগান কর্তৃপক্ষ বলছে, সেগুলি আর কোনও কাজে আসছে না। চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) তরাই শাখার অ্যাডাভাইজারি অফিসার ডঃ তৃণা মণ্ডল বলছেন, 'এদিকের বাগানগুলিতে দুটি রাসায়নিকের মধ্যে কোথাও একটি অল্প হলেও কাজ করছে। কোথাও আবার একটিও কাজ করছে না। তাই সমস্যা মিটছে না।' রাসায়নিকে যে কাজ হচ্ছে না, মেনে নিয়েছেন আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মাও। আর টিআরএ'র সম্পাদক জয়দীপ ফুকন বলেন,

চা গাছ থেকে হাত দিয়ে বাছাই করে তুলে আনা লুপার।

'যাতে লুপার দমনে জরুরিকালীন ভিত্তিতে সলোমন নামে একটি নতুন রাসায়নিক ব্যবহার করতে দেওয়া হয়, এমন অনুরোধ জানিয়ে টি বোর্ডের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে।'

পরিস্থিতি এমন যে কাঁচা পাতা তোলার পরিবর্তে এখন শ্রমিকরা পোকা বাছছেন। একেকটি সেকশন থেকে প্রতিদিন গড়ে ৬০ কিলোগ্রাম করে লুপার মিলছে, এমন বাগানও রয়েছে। চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়নকেন্দ্রের চিফ অ্যাডভাইজারি অফিসার ডঃ শ্যাম ভার্গিস বলেন, 'পরিস্থিতি ভালো নয়। লুপারের আক্রমণ এবার অত্যন্ত বেশি।'

নাগরাকাটার গাঠিয়া চা বাগানের ম্যানেজার নবীন মিশ্র বলেন, 'আমাদের ১৫০ হেক্টর আবাদি এলাকায় লুপারের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। এসময় দিনে যেখানে ২৫ হাজার কিলোগ্রাম কাঁচা পাতা মিলত, সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজারে।' কূর্তি চা বাগানের ম্যানেজার রাজেশ রুংটাও লুপার নিয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছেন। এরপর হেলোপেলটিস নামে আরেক ধরনের পোকার হামলা শুরু হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বানারহাটের কারবালা চা বাগানের ম্যানেজার হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, রাসায়নিক ছড়িয়ে কাজ হচ্ছে না, তাই হাতে করে লুপার তোলা হচ্ছে।

একইরকম সমস্যার খবর মিলছে মালবাজারের রানিচেরা, ওদলাবাড়ির লিস রিভার, ওয়াশাবাড়ি, মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের দলগাঁও, ডিমডিমা, হান্টাপাড়া, কালচিনির সুভাষিণী, সাতালি, বিচ, ভার্নোবাড়ি, কুমারগ্রামের রায়ডাক, কার্তিকা, ধওলাঝোরার মতো একাধিক বাগান থেকে।

চা বণিকসভা ডিবিআইটিএ'র চেয়ারম্যান রাজকুমার মণ্ডল বলেন, 'বৃষ্টিতে স্বস্তি পাওয়ার কথা ছিল। অথচ লুপার তা কেড়ে নিয়েছে।'

টাই-এর উত্তরবঙ্গ শাখার অতিরিক্ত ভাইস চেয়ারম্যান ও গোপালপুর চা বাগানের ম্যানেজার প্রণব মিশ্র বলেন, 'নাগরাকাটা, বানারহাট, বীরপাড়া ও হাসিমারা এলাকায় লুপারের সমস্যা এবার ভয়ংকর। কীভাবে বাগানগুলি চলবে সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

হারানো/ প্রাপ্তি

আমি প্রীতি দত্ত ও আমার পুত্র দেবজিৎ দত্ত, আমার স্বামী স্বর্গীয় দুলাল দত্ত ও ঠাকুরদা স্বর্গীয় ননী গোপাল দত্তর নামে একটি বাস্তুজমির দলিল যাহার নং ৬৫০৩ (সন 1980) হারিয়ে গিয়েছে। ঠিকানা : কলেজপাড়া, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পেয়ে থাকেন এই (M)-9474175202 নং-এ যোগাযোগ করিবেন। (C/116360)

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Online & Offline tenders are being invited from reputed agencies for (1) Supply of Laboratory Equipment and (2) Disposal of trees logs. For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.ubkv.ac.in
Sd/-
Registrar (Actg.)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি ঘোষপুকুরে শপিংমল-এর জন্য 2 জন গার্ড লাগবে, এবং সেবক রোডে হোটেলের জন্য হাউসকিপিং (সাফাই কর্মী লাগবে)। থাকা খাওয়া ফ্রি। বেতন - 9,000/-, M : 9933119446. (C/116542)

হারানো/প্রাপ্তি

I Swapan Sarkar, residing at Boulbari Maynaguri 735302, Jalpaiguri. WB lost deed being no-6860/1986. Registered at ADSR Jalpaiguri. If anyone find the deed kindly contact. 8637089027. (C/116538)

অ্যাফিডেভিট

গত 21-05-25 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি অ্যাফিডেভিট পাবলিক দ্বারা Rajeswar Ray এবং Rajeshwar Roy একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/116536)

•

গত 07-02-2025 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি পাবলিক অ্যাফিডেভিট দ্বারা Nabanita Sarkar Biswas এবং Nabanita Sarkar একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/116536)

ভাড়া

For rent 2 BHK flat, 2nd floor, Subhaspally near Hatimore & 3 BHK 3rd floor near Siliguri College. M : 7439841268. (C/116541)

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, এছাড়া আপনার সোনার গয়না কোথাও বন্ধক থাকলে আমরা সেটা ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোন করাই। (M) 79086-31473 (C/113357)

কেন্দ্রের তরফে ২১ লক্ষ টাকা ও শংসাপত্র

ভালো পরিষেবার স্বীকৃতি মাতৃমাকে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২২ মে : ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্সের খেতাব পেল এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগ। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কয়েকমাস আগে এক প্রতিনিধিদল এখানকার মাতৃমা বিভাগে সমীক্ষা করে যায়। পরিষেবার ভিত্তিতে দেশজুড়ে চলা এই সমীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় কেন্দ্রের তরফে ২১ লক্ষ টাকা ও শংসাপত্র পুরস্কার হিসেবে পেল এমজেএন কর্তৃপক্ষ। সেই টাকা মাতৃমা বিভাগে পরিষেবার কাজে লাগানো হবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

পুরস্কার জেতার পর এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেন, 'এটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের। প্রত্যেকে ভালোভাবে কাজ করেছেন। রোগী ও তাঁদের পরিজনদের কাছ থেকেও সহযোগিতা মিলেছে। সকলের মিলিত প্রচেষ্টাতেই সাফল্য পাওয়া গিয়েছে।'

২০১৯ সালে এমজেএন মেডিকেলের অধীনে মাতৃমা বিভাগ চালু করা হয়। ঝাঁ চকচকে চারতলা ভবন, পুরোটাই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। রয়েছে দুটি উন্নতমানের লিফট। ভবনে ঢোকার পর প্রথমেই জুতো খুলে রাখতে হয়। সেখানে থাকা পৃথক জুতো পরে ভিতরে ঢুকতে হয়। নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট, নিওনেটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

কেয়ার ইউনিট, এইচডিইউ, অপারেশন থিয়েটার সহ এই সম্পর্কিত সমস্ত ওয়ার্ড একই ছাদের নীচে রয়েছে। অতি সংকটজনকদের জন্য পৃথক অবজার্ভেশন ওয়ার্ড মিলিয়ে মোট ২৬৫টি বেড রয়েছে মাতৃমায়। প্রসূতিদের সেখানে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে প্রথমেই তাঁর পোশাক পরিবর্তন করে নেওয়া হয়। 'মাতৃমা'-র ভিতরে থাকা প্রতিটি বেডের চাদর প্রতিদিন পরিবর্তন করা হয় বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। এমনকি সেখানে চিকিৎসাধীনরা বাইরে থেকে নিয়ে যাওয়া কম্বল, বালিশও ব্যবহার করতে পারেন না। সেগুলিও মাতৃমা থেকেই সরবরাহ করা হয়। ভিতরে আয়া নিষিদ্ধ। সেখানে কমবেশি ১০০ রোগী চিকিৎসাধীন থাকেন। বৃহস্পতিবার ৮৪ জন ভর্তি ছিলেন। ১০ জন চিকিৎসক ও ৮৩ জন নার্স রয়েছেন এই বিভাগের জন্য। কর্তৃপক্ষের দাবি, কর্পোরেট ধাঁচে তৈরি করা এই মাতৃমা উত্তরবঙ্গের যে কোনও বড় নার্সিংহোমকেও টেক্কা দিতে পারে।

২০২৪ সালে মাতৃমায় ৯০০৯ জনের চিকিৎসা করা হয়। ৫৬০৬টি শিশুর জন্ম হয়েছে। চলতি বছরে ২৩১৭ জনের চিকিৎসা হয়েছে। ১৫৯৭টি শিশুর জন্ম হয়েছে। প্রসূতি ও নবজাতকদের চিকিৎসা পরিষেবার ওপর নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথমে রাজ্য স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার পর কেন্দ্রের তরফে প্রতিনিধিরা এসে মাতৃমা পরিদর্শন করে যান। সেই ফল ঘোষণার পর বুধবার শংসাপত্র এসে পৌঁছেছে কর্তৃপক্ষের কাছে।

দিঘার টিকিটে ২৫ শতাংশ ছাড়

কোচবিহার, ২২ মে : মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতোই কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ ও মালদা থেকে দিঘা পর্যন্ত ভলভো বাস পরিষেবা চালু করছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। যাত্রার প্রথমদিকে যাত্রীদের আকর্ষিত করতে আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত মূল বাসভাড়ার উপর ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। এছাড়া বাসে মিলবে কম্বল ও জলের বোতল। বৃহস্পতিবার সংস্থার পরিবহণ অফিসে এমডি দীপঙ্কর পিপলাইকে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে এইসব সুবিধার কথা জানালেন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, 'রেডবাসের মাধ্যমে বাসগুলির টিকিট অনলাইনে পাওয়া যাবে। পাশাপাশি সংস্থার উত্তরবঙ্গের ও দিঘার কাউন্টার এমনকি এসবিএসটিসির বাসস্ট্যান্ডগুলি থেকেও টিকিট বুকিং করা যাবে। বাসগুলিতে পুশব্যাক সিট, বেলুন সাস্পেনশন, জিপিএস সিস্টেম, প্যানিক বাটন, মোবাইল চার্জিংয়ের সুবিধা ছাড়াও স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকবে।'

আগামী ২৮ মে জলপাইগুড়ি ও দিঘা থেকে প্রথম এই পরিষেবা শুরু হবে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে বাকি পাঁচ জায়গা থেকেও বাস চলবে। প্রতি সপ্তাহে দুইদিন করে উত্তরবঙ্গের ছয় জায়গা থেকে বাসগুলি দিঘার উদ্দেশে রওনা হবে। একইভাবে দিঘা থেকেও সপ্তাহে দুইদিন করে বাসগুলি ছয় গন্তব্যের জন্য ছাড়বে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং.: ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৬৬, তারিখ: ২০.০৫.২০২৫, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি)/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **কাজের নাম:** (১) ''তিলডাঙ্গা-বোনিডাঙ্গা স্টেশনের মধ্যে বিন্দুবাসিনী হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থা'' সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (২) ''মির্জাচৌকি-পীরপৈঁতি শাখার মধ্যে আম্মাপালি হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থা'' সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৩) ''পীরপৈঁতি-শিবনারায়ণপুর স্টেশনের মধ্যে লক্ষ্মীপুর ভোরাং হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থা'' সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৪) ''নাথনগর-আকবরনগর স্টেশনের মধ্যে ছিট মাকন্দপুর হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থা'' সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৫) ''আকবরনগর-সুলতানগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে মাহেশী হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থা'' সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৫৫,১১,০৩১.০৪ টাকা, **বায়নামূল্য:** ১,১০,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়:** ২৭.০৫.২০২৫ থেকে ১০.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে ৩০মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিশ বোর্ড: www.ireps.gov.in** এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/ পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। MLD-68/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Auction ID No. 2025_WB_4689

e-Auction Notice may be seen under 'NOTICE' tab of Zilla Parishad website: **dakshindinajpurzp.org** Documents may be downloaded e-Auction portal of P&RD Deptt. website : **https://eauction.gov.in**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৯০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
Bhool Chuk Maaf
(H)
*ing : Raj Kumar Rao, Wamika Gabbi, Sanjay Mishra
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
A/C Dolby Digital

Now showing at
BISWADEEP
Bhool Chuk Maaf
*ing : Raj Kumar Rao, Wamika
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

আজ টিভিতে

শোলক সারি (১০০তম পর্ব) সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সেজবউ, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.০০ প্রতিকার, সন্ধে ৭.০০ বন্ধু, রাত ১০.০০ রণক্ষেত্র, ১.০০ গো ফর গোলস
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সংঘর্ষ, বিকেল ৪.৪৫ অন্ধবিচার, সন্ধে ৭.৩০ হিরোগিরি, রাত ১০.৫০ আনন্দ আশ্রম
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ অভিমান, দুপুর ১.৫০ পুত্রবধূ, বিকেল ৪.৩০ চিতা, রাত ১.১০ শেষ থেকে শুরু
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রেম
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সোনার সংসার, রাত ৯.০০ গুপ্তধনের সন্ধানে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রশ্ন
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.১৪ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৩.৫১ সূরয়া : দ্য সোলজার, সন্ধে ৭.৫৫ হিম্মতওর, রাত ১০.৫০ সর্দার গব্বর সিং
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ লমহা, ২.১৫ ফিল্লৌরি, বিকেল ৪.৩০ তুম মিলে, সন্ধে ৭.০০ নীরজা, রাত ৯.০০ জলি এলএলবি, ১১.১৫ লভ সেক্স অওর ধোকা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০৬ ক্রু, ২.০২ ভিকি ডোনার, বিকেল ৪.১৩ ডক্টরজি, সন্ধে ৬.১১ হ্যাপি ভাগ জায়েগি, রাত ৯.০০ ফোন ভূত, ১১.১৬ ডন-টু

হলিডে বিরিয়ানি এবং চিজি পমফ্রেট তন্দুরি তৈরি শেখাবেন মৌসুমি চক্রবর্তী। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

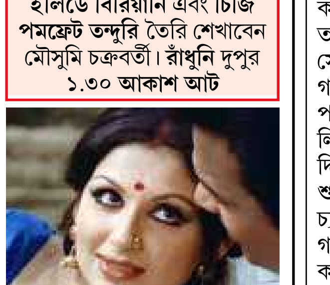

আনন্দ আশ্রম রাত ১০.৫০ **জলসা মুভিজ**

অনুরাগের ছোঁয়া ১ ঘণ্টার বিশেষ পর্ব রাত ৯.৩০ স্টার জলসা

সাদরি গানে শ্রমিকের জীবনযুদ্ধ

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২২ মে : 'পায়সা দেহি দে।' সাদরি ভাষার এই লাইনটি যেন চা শ্রমিকদের রোজকার জীবনের কথাই তুলে ধরে। প্রাপ্য মজুরি হোক বা পিএফ, পরিশ্রম করে রোজগার করা পাওনা টাকা চাইতে চাইতেই তাঁদের দিন কাটে। এবার শ্রমিকদের সেই দুর্দশার কথা প্রকাশিত হবে গানের কথায়। সৌজন্যে দেবাশিস পাল। সাদরি ভাষায় সেই গান লিখেছেন তিনি। গানের সুরও দিয়েছেন ফালাকাটার ওই ব্যক্তি। শুক্রবার তাঁর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে গানটি প্রকাশ হতে চলেছে। গানের ভিডিওটিতে অভিনয় করেছে কাদম্বিনী চা বাগানের কিশোর-কিশোরীরা। দেবাশিস তাদের মাস্টারমশাই। কয়েক বছর আগে দেবাশিসের একটি নার্সারি স্কুলে তারা পড়াশোনা করত। এখন হাইস্কুলে পড়ে। তাই মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে ভিডিওতে অভিনয় করতে পেরে ছেলেমেয়েরাও খুশি।

দেবাশিসের দাবি, শ্রমিকদের এই সমস্যা নিয়ে আগে কখনও সাদরি ভাষায় গান হয়নি। ফালাকাটার মাদারি রোডের বাসিন্দা দেবাশিস পেশায় ওষুধ ব্যবসায়ী। নেশায় লোকসংগীতশিল্পী। কয়েক বছর আগে তাঁর একটি নার্সারি স্কুলে পড়ত কাদম্বিনী চা বাগানের অবন্তিকা কুজুর, আরিয়ান মাঝিরা। স্কুলটি বন্ধ

শুটিংয়ের দৃশ্যে দেবাশিস ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। ফালাকাটার কাদম্বিনী চা বাগানে।

> শ্রমিকরা সময়মতো মজুরি, পিএফ পান না। সরকার বদলালেও ভাগ্য বদলায় না। এই গান উত্তরবঙ্গের সব চা বাগানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
>
> **- দেবাশিস পাল**

হয়ে গেলেও আদিবাসী পড়ুয়াদের সঙ্গে দেবাশিসের এখনও সম্পর্ক রয়েছে। তাই তিনি অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে ওই পড়ুয়াদের গানের ভিডিওতে শামিল করেন। কাদম্বিনী চা বাগানেই শুটিং হয়েছে। আদিবাসী গানের সঙ্গে ধামসা, মাদল লাগবেই। বাগানের ভিতর তাও জোগাড় হয়ে গিয়েছিল। বাগানেই রমেশ মুন্ডা নামে এক তরুণ ধামসা বাজিয়েছেন এবং মাদল বাজান স্বপন মুন্ডা। এভাবে গানের শুটিংয়ে ধামসা বা মাদল বাজানোর সুযোগ পেয়েও উভয়ই উচ্ছ্বসিত। রমেশের কথায়, 'এই বাদ্যযন্ত্র তো অনেক বাজাই। কিন্তু আমি কোনও শুটিংয়ে এই প্রথম বাজালাম।'

অন্যদিকে, গানের ভিডিও নিয়ে পড়ুয়া অবন্তিকা কুজুরের কথায়, 'মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আমাদের ভাষার গানে নাচ ও অভিনয় করেছি। গানটি আমাদের খুব ভালো লাগে। নাচতেও অসুবিধা হয়নি।' অবন্তিকার মতো মমতাজ মুন্ডা, প্রিয়া মুন্ডা, রিষিতা খেড়িয়া, আরিয়ান মাঝিদের মতো বাকি ছেলেমেয়েরাও এমন সুযোগ পেয়ে দারুণ খুশি। এনিয়ে অবন্তিকার বাবা দিলীপ কুজুর বলেন, 'আমরা মাস্টারমশাইকে আগে থেকে চিনি। গানের বিষয়টিও আমাদের মতো শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে। আমার মেয়ে ওই গানের সঙ্গে নাচ-অভিনয় করেছে।'

দেবাশিসের গানে চা শ্রমিকদের সারাদিনের কথা, মজুরি, বোনাস, পিএফ সংক্রান্ত বিষয় উঠে আসে। গানের লাইনগুলিতে আছে 'সুরজ উঠল কাম গেলা, সন্ধ্যা আসিল হাত খালি রে, সাহেব মোর পায়সা দেহি দে, ঘরে ছুকুরা কানিছে পেটে জ্বালা রে।' গানটি শুক্রবার বিকেলে দেবাশিসের ইউটিউব চ্যানেলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হবে। কিন্তু কেন এরকম বিষয় নিয়ে গান? দেবাশিসের কথায়, 'শ্রমিকরা কাজ করেন কিন্তু সময়মতো মজুরি, পিএফ পান না। সরকার বদলালেও শ্রমিকদের ভাগ্য বদলায় না। এই গান উত্তরবঙ্গের সব চা বাগানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।'

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T.
No. KMG/EO-ET/03/2025-26, DATED : 22/05/2025
Last date and time for bid submission- 31/05/2025 at 9.00 hours.
For more information please visit : www.wbetenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Kumargram Panchayat Samity
Kumargram :: Alipurduar

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। বহুদিনের কোনও বকেয়া ফেরত পেতে পারেন। বৃষ : প্রিয় বন্ধুর ব্যবহারে দুঃখ পেতে পারেন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের সুযোগ। মিথুন : মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। পথেঘাটে খুব সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। কর্কট : না জেনে কাউকে টাকা ধার দিলে অনুশোচনা করতে হতে পারে। বিয়ের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ে বিশেষ উন্নতি। মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। কন্যা : আপনার মধুর কথার জন্য সমাজে বিশেষ জায়গা পেতে পারেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। তুলা : কর্মক্ষেত্রে কিছু সহকর্মীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। বৃশ্চিক : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। স্বাস্থ্য নিয়ে সামান্য উদ্বেগ। ধনু : ব্যবসায় এখন বিনিয়োগ না করাই ভালো হবে। পরিবার নিয়ে দূর দেশে ভ্রমণের যোগ। মকর : শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সম্মানলাভের সুযোগ। প্রণয়মূলক বিয়ের সম্ভাবনা। কুম্ভ : সামান্য কথাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক অশান্তিতে জেরবার হতে পারেন। রক্তচাপ নিয়ে সমস্যা। মীন : ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জটিল হবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২ জ্যৈষ্ঠ, ২৩ মে, ২০২৫, ৮ জেঠ, সংবৎ ১১ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৪ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১২। শুক্রবার, একাদশীর সন্ধ্যা ৬।২৪। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ১২।২০। প্রীতিযোগ দিবা ৩।৩১। ববকরণ দিবা ৭।৩০ গতে বালবকরণ সন্ধ্যা ৬।২৪ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ১২।২০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই, সন্ধ্যা ৬।৪ গতে ত্রকপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, সন্ধ্যা ৬।২৪ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৮।১৬ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৫৩ গতে ১০।১৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ, দিবা ১২।২০ মধ্যে পুংরত্নধারণ বিক্রয়বানিজ্য, দিবা ১২।২০ গতে শঙ্খরত্নধারণ ক্রয়বাণিজ্য ভূমিক্রয়বিক্রয় কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- একাদশীর ত্রকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৪৮ গতে ৬।৪২ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১০।১৭ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ১২।৪ গতে ২।৪৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।২৭ মধ্যে ও ১২।৪০ গতে ২।৪৮ মধ্যে ও ৩।৩০ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঘূর্ণাবর্ত

রবিবার বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তার ফলে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

ধৃত ৬

মিউল অ্যাকাউন্টে কোটি টাকারও বেশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ লেনদেনের অভিযোগে সল্টলেক থেকে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে।

স্ত্রীকে খুন

বাঁকুড়ার সিমলাপালে স্ত্রীকে নর্দমায় ঢুকিয়ে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে। পারিবারিক অশান্তি থেকে খুন বলে ধারণা।

স্থগিতাদেশ

সিঙ্গুরের পহলামপুর কৃষি উন্নয়ন সমিতির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস নির্বাচনে স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এখনই এই সমবায় সমিতিতে নির্বাচন করা যাবে না বলে জানিয়েছেন বিচারপতি রাজা বসুচৌধুরী।

ওঁ স্বস্তি... কলকাতার কুমোরটুলি ঘাটে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে চাকরিহারাদের বিক্ষোভ

ধর্নায় আপত্তি কেন, প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ২২ মে : বিকাশ ভবনের সামনে চাকরিহারাদের আন্দোলনে কেন রাজ্যের আপত্তি, তা জানিয়ে আবেদন করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বৃহস্পতিবার নির্দেশ দেন, রাজ্যকে নিজেদের বক্তব্য লিখিতভাবে জানাতে হবে। এদিন হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বিধাননগর উত্তর থানায় হাজিরা দেন সুদীপ কোনার ও ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল। সম্প্রতি পুলিশের বিরুদ্ধে চাকরিহারাদের ওপর লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে। তার প্রতিবাদে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট পর্যন্ত মিছিল করে রাজ্য বিজেপির যুবমোর্চা। নিয়োগের দাবিতে শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখায় চাকরিহারাদের একাংশ।

আন্দোলনকারীদের পুলিশি নোটিশ দিয়ে ডাকার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। এই মামলায় এদিন বিচারপতি জানিয়ে দেন, প্রতিবাদে আপত্তি কেন তা রাজ্যকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। শুক্রবার মামলার পরবর্তী শুনানির দিন চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হবে। রাজ্যের দাবি সত্যি হলে অভিযুক্তদের কোনওদিন বিধাননগরে কর্মসূচি করতে দেওয়া যাবে না। প্রতিবাদের বিরুদ্ধে রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ওই দিনের বিক্ষোভে ২২ জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। ১৯ জন সরকারি কর্মী সহ সাধারণ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন গুন্ডা মিলে এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে।'

এদিন বিজেপির কর্মসূচির জেরে বিধাননগর কমিশনারেট চত্বর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মিছিলে যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, 'শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত তৃণমূলের নেতাদের দিনের পর দিন সুরক্ষা দিয়েছে এই পুলিশ।' এদিন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বাড়ির সামনে 'ইউনাইটেড টিচিং ফোরাম'-এর ব্যানারে চাকরিহারারা বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁরা স্কুলে ফিরতে পারছেন না। আদালতের নির্দেশ অনুসারে এই অযোগ্যরা নতুন করে পরীক্ষাতেও বসতে পারবেন না। অবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রীকে তাঁদের বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি করেন তাঁরা।

সম্প্রতি বিকাশ ভবন চত্বরে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করার দায়ে হাইকোর্টের নির্দেশে বিধাননগর উত্তর থানায় জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ও সুদীপ কোনার। ইন্দ্রজিৎ বলেন, 'আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা চলছে। এভাবে আন্দোলন দমানো যাবে না।' থানা থেকে বেরিয়ে তাঁরা জানান, তদন্তের স্বার্থে ভবিষ্যতেও পুলিশকে সহযোগিতা করবেন।

বিধানসভা ভোটের অঙ্কে আন্দোলনের ছক

পদ্মের নাগরিকত্ব তাসে অস্ত্র শাসকের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ মে : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পর দেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে প্রচুর হিন্দু অনুপ্রবেশকারী ভারতে এসেছেন। তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে দাবি করেছিল বিজেপি। কিন্তু প্রায় এক বছর হতে চললেও ওই অনুপ্রবেশকারীরা নাগরিকত্ব তো পাননি, বরং দেশের বিভিন্ন জেলে তাঁরা বন্দি রয়েছেন। বিজেপির এই দাবিকে সামনে রেখেই এবার পালটা আসরে নামতে চলেছে তৃণমূল। হিন্দুদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে বিজেপি যে শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতি করতে চাইছে, এই প্রচার সামনে আনতে শুরু করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এমনকি সিএএ বা এনআরসি করার নামেও বিজেপি যে ভোটের রাজনীতি করছে, তাও আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ইস্যু করতে চলেছে তৃণমূল। সংসদে সিএএ বা এনআরসি পাশ হলেও দেশের কোথাও বিজেপি তা কার্যকর করতে পারেনি। ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে অনুপ্রবেশের ঘটনা যে ইস্যু হতে চলেছে, তা একপ্রকার স্পষ্ট।

গত বছর ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর সেদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। তখন শয়ে শয়ে হিন্দু নাগরিক দেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন। শুধুমাত্র ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে ৭৫৫ জন হিন্দু বাংলাদেশি নাগরিক এই দেশে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। অসম রাইফেলসের হাতে তাঁরা গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত দিয়েও এই দেশে প্রবেশ করেছেন বহু বাংলাদেশি নাগরিক। দেশের বিভিন্ন জেলে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১,৪৫৫

> বিজেপি হিন্দুদরদি হলে এই অনুপ্রবেশকারীদের জেলমুক্তি বা তাঁদের নাগরিকত্বের চেষ্টা করত।
>
> **জয়প্রকাশ মজুমদার**

> বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার কোনওদিন ঘোষণা করেনি।
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**

জন হিন্দু বাংলাদেশি নাগরিক বন্দি রয়েছেন। গত বছর রাজ্য বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছিলেন, বাংলাদেশি হিন্দু নাগরিকদের এই দেশের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র কাছে দরবার করা হবে। প্রায় এক বছর কেটে গেলেও এই ইস্যুতে আর মুখ খোলেনি বিজেপি। পরবর্তীকালে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও এই দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জেলে বন্দি ওই হিন্দু অনুপ্রবেশকারীদের কোনও সুরাহা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে এখন থেকেই আন্দোলন শুরু করতে চাইছে তৃণমূল।

তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'বিজেপি শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলিম নিয়ে রাজনীতি করে। এই ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে। বিজেপি হিন্দুদরদি হলে এই অনুপ্রবেশকারীদের জেলমুক্তি বা তাঁদের নাগরিকত্বের চেষ্টা করত। কিন্তু তারা তা করেনি।' পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্য বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে নির্যাতিত হয়ে এদেশে আসা প্রায় প্রত্যেকেই নমশূদ্র সম্প্রদায়ের। কিন্তু তাঁদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি। তাঁদের সাহায্যের দাবিতে আমরা আন্দোলনে নামছি।' নমশূদ্র বোর্ডের দার্জিলিং জেলার চেয়ারম্যান শিব হাজরা বলেন, 'বিজেপি শুধু রাজনীতি করার জন্য হিন্দুদরদি সাজার চেষ্টা করে। কিন্তু আদতে তারা হিন্দুবিরোধী।' যদিও বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার কোনওদিন ঘোষণা করেনি। কেউ ব্যক্তিগতভাবে এই প্রচার চালালে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত।'

মুর্শিদাবাদ রিপোর্ট নিয়ে বিধানসভায় সক্রিয় হবে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ মে : মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের মদতে হিংসা ও তার প্রতিরোধে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাকে ইস্যু করে আসন্ন বিধানসভার অধিবেশনে তুলকালাম কাণ্ড করার পরিকল্পনা নিচ্ছে বিজেপি। ইতিমধ্যেই, মুর্শিদাবাদ কাণ্ডে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চেয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগের বিপরীতে পহলগামে জঙ্গি নাশকতায় গোয়েন্দা ব্যর্থতাকেই নিশানা করতে পারে তৃণমূল।

৯ জুন শুরু হবে বিধানসভার অধিবেশন। বিজেপি পরিষদীয় দল সূত্রে খবর, ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় আন্দোলনের নামে মালদা, মুর্শিদাবাদের মতো সংখ্যালঘু হিন্দুপ্রধান জেলায় হিন্দুশূন্য করার যে চক্রান্ত করেছিল, তাকে প্রত্যক্ষভাবে মদত দিয়েছেন তৃণমূলের স্থানীয় বিধায়ক ও কাউন্সিলাররা। সিটের তদন্তে তা বেরিয়ে এসেছে। বিজেপির দাবি, ঘটনার দিনে হিংসা ছড়ানোর আশঙ্কা সত্ত্বেও পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখায়, সামশেরগঞ্জ, সূতি, ধুলিয়ানের মতো একাধিক জায়গায় বেছে বেছে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হয়েছে। হিন্দু বিতাড়নের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলাকে হিন্দুশূন্য করতেই সামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে হত্যা করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেছে বিজেপি। সেই প্রতিবাদকেই এবার বিধানসভার অধিবেশনে তুলে ধুন্ধুমার করতে চাইছে বিজেপি। এক বিজেপি বিধায়কের মতে, অধিবেশনে এই ইস্যুতে বিধানসভায় আলোচনা দাবি করে মুলতুবি প্রস্তাব আনা হতে পারে। ৯ জুন অধিবেশন শুরুর আগে পরিষদীয় দলের বৈঠকে এই বিষয়ে নির্দেশ দেবেন বিজেপি পরিষদীয় দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির মুলতুবি আনা নিয়ে এদিন বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিচারাধীন বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না। তবে বিরোধীরা মুলতুবি আনতেই পারে। সেই প্রস্তাব জমা পড়লে তা খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেব।' যদিও রাজনৈতিক মহলের মতে, পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেক্ষেত্রে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ও আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে বিরোধীদের আনা মুলতুবি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা কম। সেক্ষেত্রে, মুলতুবি খারিজ হলে, প্রতিবাদে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে বয়কটের পথে হাঁটতে পারে বিজেপি।

পহলগামে জঙ্গি হামলায় রাজ্যের ৩ সহ ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। জঙ্গি সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুরকে সমর্থন ও সেনাবাহিনীর কৃতিত্বকে সম্মান জানালেও, পহলগামের ঘটনায় গোয়েন্দা ব্যর্থতার জন্য কেন্দ্রকে দুষেছে তৃণমূল সহ বিরোধীরা। নদিয়ার এক তৃণমূল বিধায়কের মতে, সেনাকে কৃতিত্ব দেওয়ার কথা বললেও, জঙ্গি সংঘর্ষে মৃত নদিয়ার সেনা জওয়ান ঝন্টু আলি শেখকে সম্মান জানানোয় বিভাজনের রাজনীতি করেছে বিজেপি। তৃণমূল পরিষদীয় দলের মতে, মুর্শিদাবাদের পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বিজেপি হাওয়া গরম করার চেষ্টা করলে, পালটা পহলগামের গোয়েন্দা ব্যর্থতা এবং জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম জাগাতে বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রার নামে দলীয় রাজনীতি করাকে নিশানা করবে তৃণমূল।

হেরিটেজ স্বীকৃতির পথে প্রথম বিধবা বিবাহের ঠিকানা

কলকাতা, ২২ মে : ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রথম ৪৮-এ কৈলাস বোস স্ট্রিটের এই বাড়ি থেকেই বিধবা বিবাহ শুরু করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। প্রথম বিধবা বিবাহের সাক্ষী এই বাড়িটিকেই এবার হেরিটেজ তকমা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। ইতিমধ্যেই পুরসভা হেরিটেজ কমিশনের কাছে এই বিষয়ে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর, ঐতিহ্যশালী

এই বাড়িতেই প্রথম বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

বাড়ির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হলে ভবিষ্যতে এই বাড়ি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সহায়তা পাওয়া যাবে।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কৈলাস বোস স্ট্রিটের এই বাড়িটি থেকে প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত করেন বিদ্যাসাগর। স্থানীয়দের দাবি, আগে এই বাড়ির ঠিকানা ছিল ১২ সুকেশ স্ট্রিট। পরবর্তীকালে ৪৮ ও ৪৮-এ কৈলাস বোস স্ট্রিট নামে নামকরণ করা হয়। প্রাচীন এই বাড়িটি বিশাল এলাকাজুড়ে রয়েছে। ভবনের অধিকাংশ অংশই পরিত্যক্ত। বর্তমানে বাড়িতে একজন পরিচারিকা, পুরোহিত, নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন দেখভালের জন্য। বাড়ির বর্তমান মালিক বাইরে রয়েছেন। বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়ার পর কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (হেরিটেজ) স্বপন সমাদ্দার এই বাড়িটিকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রস্তাব রাখেন। এদিন তিনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'বিষয়টি হেরিটেজ কমিশনের নজরে আনা হয়েছে। সেখানে অবজারভেশন কমিটি রয়েছে। তাঁরা বিষয়টি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত জানাবেন। বিষয়টি আমাদের নজরে আসতে দ্রুততার সঙ্গে আমরা উদ্যোগী হয়েছি।'

পরবর্তী ছবি 'মা'-এর প্রচারে কলকাতায় এসেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী কাজল। পুজো দেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। ছবি : আবির চৌধুরী

সীমান্তবর্তী এলাকায় কড়া নজরদারির নির্দেশ নবান্নের

কলকাতা, ২২ মে : সীমান্তবর্তী এলাকায় সংবাদমাধ্যম পরিচয় দিয়ে উসকানিমূলক প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। এমনই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই রাজ্যের সমস্ত সীমান্তবর্তী জেলার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে এই নিয়ে নজরদারি চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বুধবার উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকের পরই রাজ্য প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, গোয়েন্দা ইনপুট থেকে তিনি জানতে পেরেছেন, সংবাদমাধ্যমের কর্মী পরিচয় দিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় সমীক্ষার নামে সাম্প্রদায়িক উসকানি দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে জনপ্রতিনিধিদের তখনই নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই নিয়ে রাজ্য সরকার যে কড়া মনোভাব নিচ্ছে, তাও ওই বৈঠকে জানিয়ে দিয়েছিলেন মমতা। এরপরই মুখ্যসচিব এদিন সমস্ত জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। সরকার যে কোনওরকম উসকানিমূলক কাজে প্রশ্রয় দেবে না, তা পুলিশ সুপারদের জানিয়েছেন মুখ্যসচিব।

আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'বিষয়টি আমাদের কানেও এসেছে। শামুকতলায় একজনকে এইরকম প্রচারের অভিযোগে পুলিশ আটকও করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো এই ধরনের ঘটনা কোথাও ঘটলে আমরা পুলিশকে জানাব।'

মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা যথাযথ ছিল না বলে রাজ্যকে তুলোধোনা করেছিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ধরনের 'পরিকল্পিত চক্রান্ত' যে আগামীদিনেও ঘটতে পারে, তা নিয়েও নবান্ন থেকে সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরকন্যায় বৈঠকেও প্রসঙ্গ তোলেন মমতা। এদিন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপার ও জেলা শাসকদের একগুচ্ছ নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে, উপযুক্ত পরিচয়পত্র ছাড়া এলাকায় কেউ সমীক্ষা করতে এলে বা কোনওরকম প্ররোচনামূলক প্রচার চালালে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক কোনও প্রচার এলাকায় হলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে। এলাকায় বহিরাগতদের আনাগোনা বাড়ছে কি না, তা জানতে পুলিশকে আরও গভীর জনসংযোগ বাড়াতে হবে।

'চুরি করিনি', সুইসাইড নোটে দাবি কিশোরের

পাঁশকুড়া, ২২ মে : খাতায় লেখা, 'মা আমি চুরি করিনি'। ওপরে লেখা নাম এবং সপ্তম শ্রেণি এবং রোল নম্বর।

থেকে থেকে জ্ঞান হারাচ্ছেন মা। চুরির অপবাদ সহ্য করতে না পেরে কীটনাশক খেয়ে নিজেকে শেষ করেছে ১৩ বছরের কিশোর। পাড়ার দোকান থেকে চিপসের প্যাকেট চুরির অভিযোগ উঠেছিল তার বিরুদ্ধে। দোকানদার তাকে সবার সামনে কান ধরে ওঠবোস করায়। মা-ও বকাঝকা করে সকলের সামনে। শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হয় সপ্তম শ্রেণির ওই পড়ুয়া। তার আগে খাতায় স্বীকারোক্তিতে লিখে যায়, সে চুরি করেনি। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার গোঁসাইবেড় এলাকার ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর,

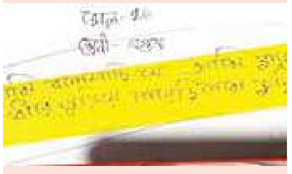

পাড়াতেই শুভঙ্কর দীক্ষিত নামে এক ব্যক্তির মিষ্টির দোকান থেকে চিপসের প্যাকেট হাওয়ায় উড়ে যায়। সেই সময় রাস্তা দিয়ে সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিল। ওই প্যাকেটগুলি কোথা এল, তা সে বুঝতে পারেনি। রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে সে কুড়িয়ে নেয়। তখনই তাকে চুরির অপবাদ দেয় দোকানদার।

এরপর চিপসের দাম মিটিয়ে দেয় কিশোর। কিন্তু তার মা ঘটনা জানতে পেরে ফের তাকে দোকানে নিয়ে গিয়ে বকাবকি করেন। তারপরই সে কীটনাশক খায়। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। তার দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। দোকানদার পলাতক।

পিতৃত্বের দাবিতে সৎবাবার আর্জি, সায় হাইকোর্টের

কলকাতা, ২২ মে : এই ঘটনা যেন সিনেমার গল্পকেও হার মানিয়ে দেবে। বর্তমানে সাধারণত যেখানে জন্মদাতা বাবাই নিজের সন্তানের ক্ষেত্রে পিতৃ পরিচয় অস্বীকার করেন, সেখানে এই ঘটনা ব্যতিক্রমী এক উদাহরণ। ১৫ বছরের কিশোরের জন্মদাতা বাবা নন তিনি। কিন্তু জন্মের পর থেকে তাকে ধীরে ধীরে প্রতিপালন করছেন তিনি। এবার কিশোরের পিতৃত্বের দাবি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সৎ বাবা। শেষ পর্যন্ত আদালত তাঁর আর্জিতে সাড়া দিয়েছে। ফলে ১৫ বছর বয়সে বদল হচ্ছে ওই কিশোরের পিতৃপরিচয়। 'সরকার' থেকে 'চট্টোপাধ্যায়' হতে চলেছে তার পদবি।

১৫ বছর বয়সি ওই কিশোরের জন্মের আগে থেকেই তার মা ও জন্মদাতা বাবার বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ২০১০ সাল থেকে আলাদা থাকছেন ওই দম্পতি। ওই বছরেই জন্ম হয় কিশোরের। দ্বিতীয়বার তার মা বিবাহ বন্ধনে জড়ান। ফলে জন্মের পর থেকে সন্তানস্নেহে প্রকৃত বাবার মতোই কিশোরকে লালনপালন করছেন তার সৎ বাবা। তাই তার পিতৃত্বের পরিচয় বদল করতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। তাঁর আবেদন, জন্মদাতা বাবার পদবি 'সরকার'ই ব্যবহার করা হচ্ছে কিশোরের ক্ষেত্রে। তিনি চান তাঁর পদবি 'চট্টোপাধ্যায়' ব্যবহার করুক সে।

বিচারপতি কৌশিক চন্দ ওই ব্যক্তির আর্জি মেনে রায় দেন, আইনি পদ্ধতি মেনে সৎ বাবা ওই কিশোরকে দত্তক নেবেন। সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে দু'সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা পুরসভায় জন্ম শংসাপত্রে প্রয়োজনীয় বদল চেয়ে আবেদন করা যাবে। তার পর দু'সপ্তাহের মধ্যে পদক্ষেপ করবে পুরসভা।

১২ বছরের উমঙ্গের কিডনি, চোখে প্রাণের আলো

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২২ মে : কতই বা বয়স, মাত্র ১২। এই সময়টুকুতেই অনেক কিছু করে ফেলতে চেয়েছিল উমঙ্গ। উমঙ্গ শব্দের অর্থ আনন্দ, উচ্ছলতা, উৎসাহ। সেসব কিছুর কোনও অভাব ছিল না তার মধ্যে। সেই সঙ্গে ছিল অসাধারণ প্রতিভা। তবু জীবনের পথে অনেক লড়াই করে ছোট অবস্থাতেই দাঁড়ি টানতে হল তাকে। কিন্তু যে ছেলের জন্য কিডনির সন্ধানে মা জ্যোতি গালাদা আকাশ-পাতাল খুঁজে বেরিয়েছেন, সেই ছেলেই মৃত্যুর পর লিভার ও চক্ষুদানের মাধ্যমে ৩ জনকে বাঁচার আলো দেখিয়ে গেল।

রাজস্থানের বাসিন্দা গালাদা পরিবার বহু বছর ধরেই কলকাতায় রয়েছেন সাউথ সিটিতে। ছেলে উমঙ্গকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল মা-বাবার চোখে। তার মিষ্টি ব্যবহারে সে যে সবাইকে মাত করে রাখত তাই নয়, তবলা বাজানো থেকে খেলাধুলো অথবা এআইএর সাহায্যে নানা মডেল বানানো সবকিছুতেই তাক লাগিয়ে দিত সে। কিন্তু হঠাৎই গালাদা পরিবারে নেমে এল ঘোর দুঃসময়। দেখা গেল ছোট্ট উমঙ্গের পায়ে ব্যথা হচ্ছে। শরীরে নানারকম র‍্যাশ বেরোচ্ছে, হুটহাট করে সর্দিকাশি হচ্ছে। ডাক্তার দেখে বললেন, ছেলে রক্তাল্পতায় ভুগছে। পরীক্ষা করাতেই চক্ষু চড়কগাছ। সাধারণভাবে মানব শরীরে ক্রিয়েটিনের স্বাভাবিক পরিমাণ ০.৬ থেকে ০.৮। উমঙ্গের রিপোর্টে লেখা রয়েছে ১১.৯। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বছরের পর বছর ধরে ডায়ালিসিস করা যায় না। মা জ্যোতিকে ডাক্তারবাবুরা বললেন, কিডনি প্রতিস্থাপনই একমাত্র পথ। সাধারণভাবে বাবা-মায়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সন্তানদের সঙ্গে খাপ খায় ভালো। কিন্তু সেখানেও সমস্যা। বাবার রক্তের গ্রুপ মিললেও তাঁর কিডনির হাল তত মজবুত নয়। মায়ের কিডনির হাল ভালো হলেও রক্তের

গ্রুপ ছেলের সঙ্গে মিলছে না। চতুর্দিকে পাগলের মতো কিডনির সন্ধান করে বাবা-মা বুঝলেন টাকা থাকলে চিকিৎসা হয়তো করানো যায়, কিন্তু অঙ্গ পাওয়া যায় না। শেষে মা জ্যোতির কিডনি কোনওমতে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা হল। কলকাতার একবালপুরের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ১৫ মে এই জটিল অস্ত্রোপচার হল। কিন্তু পরের দিন ডাক্তারি পরিভাষায় 'কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট' হয়ে 'ব্রেন ডেথ' হল ২০ মে উমঙ্গের।

উমঙ্গের মা জ্যোতির আক্ষেপ, 'আমাদের দেশে বয়স্কদের মধ্যে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার চল থাকলেও শিশুদের ক্ষেত্রে আমরা বিষয়টি অবহেলা করি। আমরা যদি আগেভাগে পরীক্ষা করাতাম তাহলে হয়তো উমঙ্গকে বাঁচাতে পারতাম। সব বাবা-মাকে আমার অনুরোধ, বাচ্চাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অভ্যাস গড়ে তুলুন।' পরিবার সূত্রে জানা গেল, গত বছরই গোটা রাজ্যে নিজের গ্রুপে তবলায় প্রথম হয়েছে উমঙ্গ। খুব ভালো অভিনয় করত। অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রিতে একশোয় একশো পেত। অসুস্থতার জন্য বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই ল্যাপটপে এআইএর মাধ্যমে অ্যাপ বানাতে শুরু করেছিল উমঙ্গ। নানা বিজ্ঞানভিত্তিক মডেল বানাতো ঘরে বসেই। ডায়ালিসিস চলাকালীন বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া বইয়ে গভীরভাবে ডুব দিত সে। জ্যোতি বললেন, 'মা বলে বলছি না, আমার ছেলে সত্যিই ভগবানদত্ত প্রতিভার অধিকারী। সেজন্য ওর অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নিই। গ্রিন করিডর করে ওর লিভার মুম্বইতে নিয়ে গিয়ে একজনের শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ওর চক্ষুদানে কলকাতার দু'জন পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছে। আমার ছেলে থামতে জানত না। তাই আমরাও ওর পথই অনুসরণ করেছি। এযেন নব্য যুগের দধীচির কাহিনী।'

টুকরো খবর

ঝড়ে নাকাল

চ্যাংরাবান্ধা, ২২ মে : বুধবার রাতের ঝড়ে চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় গাছ পড়ে তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের চেষ্টায় পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। চৌরঙ্গির বাসিন্দা ধীরেন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, ‘বুধবার রাতে সেই যে কারেন্ট গেল, বৃহস্পতিবার দুপুরে এল।’

নাট্যমেলা শুরু

কোচবিহার, ২২ মে : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে শুরু হল কোচবিহার হেরিটেজ নাট্যমেলা। আগামী ২৬ মে পর্যন্ত এই নাট্যমেলা চলবে। সেখানে কোচবিহারের বেশ কয়েকটি নাট্যদল ছাড়াও নৈহাটির দুটি নাট্যদল তাদের নাটক পরিবেশন করবে। নাট্যোৎসবকে সার্থক করতে বুধবার সাগরদিঘি সংলগ্ন এলাকা থেকে ‘নাটকের জন্য হাঁটুন’ শীর্ষক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল।

আহত ৪

গোপালপুর, ২২ মে : বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পখিহাগা হাসপাতাল হাট এলাকায় দুটি টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত চারজন। টোটোয় থাকা চারজন যাত্রী জখম হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে আসেন। আহতদের উদ্ধার করে পখিহাগা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মিলবে মেশিন

হলদিবাড়ি, ২২ মে : এলাকার দুঃস্থ রোগীদের স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে অত্যাধুনিক আল্ট্রাসনোগ্রাফি মেশিন পেতে চলেছে হলদিবাড়ি রেডক্রস সোসাইটি। সোসাইটির তরফে মুন্না লাহোটি জানিয়েছেন, মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারীর এলাকা উন্নয়ন তহবিলের প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে ওই মেশিন কেনা হবে। এরজন্য ইতিমধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে।

রবিবার মেলা

ফুলবাড়ি, ২২ মে : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গিজানি বাঁশপুজো ও মেলা কমিটির এবছরের বাঁশপুজো ও মেলা হবে আগামী রবিবার।

খালি জলের পাত্র দেখিয়ে বিক্ষোভ মহিলাদের। -সংবাদচিত্র

আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

জলসংকটে উত্তর চেংটিমারি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২২ মে : বছর তিনেক আগে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের তরফে বসানো হয়েছিল পানীয় জলের পাইপ। কিন্তু বাড়ি বাড়ি মেলেনি ট্যাপকল, দেওয়া হয়নি জলের সংযোগও। গরম পড়তেই তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর চেংটিমারি এলাকায়। কোথাও জল আনতে সকাল-বিকাল ছুটতে হচ্ছে দেড় থেকে দুই কিমি দূরে। কোথাও আবার নলকূপের আয়রনযুক্ত জল পান করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। পেটের রোগ থেকে বাঁচতে বাধ্য হয়ে জল কিনে খাচ্ছেন গ্রামীণ এলাকার মানুষজন।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, পানীয় জল চালুর দাবিতে তুফানগঞ্জ-২ বিডিওর কাছে লিখিতভাবে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্যা না মিটলে কলসি, বালতি নিয়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাসিন্দারা। তুফানগঞ্জ-২ বিডিও দালাকি লামা বলেন, ‘সমস্যার বিষয়টি আমি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরে পাঠিয়েছি। জলসমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলব।’

জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় পিএইচই’র তরফে জলের পাইপ পাতার কাজ শুরু হওয়ায় আশায় বুক বেঁধেছিলেন বাসিন্দারা। কিন্তু সেই কাজ অর্ধসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর চেংটিমারি গ্রামের বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দারা বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলে বছর তিনেক আগে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের তরফে এলাকায় পাইপলাইন বসানো হয়। কিন্তু পানীয় জল পরিষেবা আজও চালু হয়নি। নলকূপের আয়রনযুক্ত জল পান করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। সেই জল পান করে চর্মরোগ ও পেটের অসুখ দেখা দিয়েছে অধিকাংশ মানুষের। সকলের পক্ষে জল কিনে খাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কেউ কেউ দুই কিলোমিটার দূর থেকে পানীয় জল নিয়ে আসছেন।

গৃহবধূ সুগন্ধা দাস বলেন, ‘জলসমস্যার কথা বিডিওকে বহুবার জানিয়েছি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। দ্রুত সমস্যা না মিটলে কলসি, বালতি নিয়ে রাস্তায় নামব আমরা।’

যা সমস্যা

- বছর তিনেক আগে পিএইচই’র তরফে বসানো হয়েছিল পানীয় জলের পাইপ
- বাড়ি বাড়ি মেলেনি ট্যাপকল, দেওয়া হয়নি জলের সংযোগও
- নলকূপের আয়রনযুক্ত জল পান করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে
- পেটের রোগ থেকে বাঁচতে বাধ্য হয়ে জল কিনে খাচ্ছেন গ্রামীণ এলাকার মানুষজন

আরেক বাসিন্দা সুচিত্রা বিশ্বাসের কথায়, ‘গরমে পানীয় জল তো দূর অস্ত, স্নান করার জলটুকু পর্যন্ত মিলছে না। এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা এমনিতেই খারাপ। এই অবস্থায় আমাদের পক্ষে পানীয় জল কিনে খাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। একরকম বাধ্য হয়ে নলকূপের আয়রনযুক্ত জল খেতে হচ্ছে। আর ওই জল খেয়ে পেটের রোগ হচ্ছে।’ সূত্রের খবর, শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটিমাত্র রিজার্ভার থাকলেও তার জলধারণ ক্ষমতা কম। নতুন রিজার্ভার ও পাম্পহাউস তৈরির জন্য পিএইচই’র তরফে উপরমহলে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

মদের কারবার পারডুবিতে নতুন নয়। কয়েক বছর আগে স্থানীয় তরুণরা মদের ঠেকগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালান।
কয়েকমাস বন্ধ থাকলেও তারপর যে-কে-সেই! প্রশাসন সবকিছু দেখেও নীরব বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

মদের দাপটে ত্রস্ত পারডুবি

মাদকের কারবার

দেবাশিস দত্ত

> মদের অবৈধ কারবারিদের বিরুদ্ধে পুলিশ লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
> – সন্দীপ গড়াই, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

বাড়ছে উদ্বেগ

- কয়েক বছর আগে এলাকার তরুণরা পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে স্মারকলিপি দেন
- এরপর তাঁরাই এলাকার প্রায় সবক’টি মদের দোকানে অভিযান চালিয়ে ভাঙচুর চালান
- বরাইবাড়ি, এগারো মাইল, হিন্দুস্তান মোড়, দোলং মোড়ে ফের রমরমিয়ে চলছে মদের অবৈধ কারবার
- স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারাও মদের নেশায় আসক্ত হচ্ছে

পারডুবি, ২২ মে : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বরাইবাড়ি, এগারোমাইল, হিন্দুস্তান মোড়, দোলং মোড় ইত্যাদি এলাকায় ফের রমরমিয়ে চলছে মদের অবৈধ কারবার। কয়েক বছর আগে স্থানীয় তরুণরা ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা মদের ঠেকগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। কয়েকমাস সেগুলো বন্ধ ছিল। তারপর যে-কে-সেই! সম্প্রতি বরাইবাড়িতে মদের আসর বসানোর জন্য মদ্যপদের সঙ্গে স্থানীয়দের একাংশের বচসা বাধে।

পারডুবি বাজারের বটতলায় শিব মন্দির সংলগ্ন এলাকা কিংবা বরাইবাড়িতে দেখা যাবে দিনেরবেলাতেও মদের ঠেক বসেছে, কোথাও আবার দিনের আলো পড়তে। পারডুবি বাজারের পাশে রয়েছে পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়। ঢিল ছোড়া দূরত্বে পঞ্চায়েত অফিস, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। প্রশাসনের নীরব ভূমিকায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। প্রশাসনের তরফে কখনো-কখনো অভিযান চালানো হলেও তা নিয়মিত না হওয়ায় অবৈধ মদের ব্যবসায়ীদের এই দৌরাত্ম্য।

স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, পুলিশ এবং স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে এই মদের অবৈধ কারবারিদের একটা গোপন যোগসাজশ রয়েছে। তাই পুলিশ বা প্রশাসন এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না। যদিও পুলিশ এ অভিযোগ সত্য নয় বলে দাবি করছে।

মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াইয়ের কথায়, ‘মদের অবৈধ কারবারিদের বিরুদ্ধে পুলিশ লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ মাথাভাঙ্গা-২’এর বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায় নাকি বিষয়টি জানেন না। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিলেন তিনিও।

এই মদের কারবারি এবং স্থানীয় সমাজবিরোধীদের ভয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ এলাকাবাসী। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, ‘পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের এই মদের ঠেকগুলিতে রাতভর মাতালদের উপদ্রব লেগেই থাকে। রাতের দিকে মাতালদের উৎপাতে রাস্তায় বেরোনোই মুশকিল হয়ে গিয়েছে। পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে দিব্যি এই অবৈধ কারবার চলছে। আমরা প্রশাসনের কাছে দ্রুত মদের অবৈধ বন্ধের দাবি জানাচ্ছি।’ কখনও চোখের ইশারায়, কখনও এক ফোনেই অর্ডার ডেলিভারি হয়ে যাচ্ছে বলে জানালেন বাসিন্দারা। অনেকে আবার নিজের বাড়িতেই অবৈধভাবে মদের কারবার চালিয়ে যাচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকার আরেক বাসিন্দার অভিযোগ, ‘হিন্দুস্থান মোড়, এগারোমাইল,বরাইবাড়ি সহ বেশকিছু এলাকার লাইন হোটেল ও অবৈধ মদের ঠেক গভীর রাত পর্যন্ত অবৈধ মদের কারবার চলে। আর এই অবৈধ মদের রমরমায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যুবসমাজ। স্কুল কলেজ পড়ুয়ারাও অনেক সময় মাদকাসক্ত হচ্ছে। প্রশাসন কেন কোনও পদক্ষেপ করছে না বুঝতে পারছি না।’

এনিয়ে মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভপতি সাবলু বর্মনকে প্রশ্ন করা হলে তার তিনি বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট থানার ওসি, এসডিপিও ও জেলা পুলিশ সুপারকে এবিষয়ে শীঘ্রই উপযুক্ত ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন করব।’

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রংবাহারি।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষোভ

ছয় মাসে উধাও রাস্তার পিচ

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২২ মে : রাস্তা তৈরি হয়েছে মাত্র ছয় মাস আগে। এরই মধ্যে রাস্তায় এখন দেখা যাচ্ছে না পিচ। চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে রাস্তা। যার ফলে ভোগান্তিতে পড়েছেন এলাকাবাসী। এক বছরও হল না, রাস্তার এমন বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ বামনহাট-১ পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। তৈরি হওয়ার ছ’মাসের মাথায় রাস্তাটি খারাপ হয়ে যাওয়ায় রাস্তার গুণগতমান নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

স্থানীয় বাসিন্দা মুকুল বর্মনের গলায় ক্ষোভের সুর স্পষ্ট। তিনি বললেন, ‘মাত্র ছয় মাস আগে রাস্তাটি তৈরি হয়েছে। অথচ রাস্তাটা দেখে মনে হবে যেন সেই কোনকালে রাস্তাটা তৈরি হয়েছিল।’

দেড় কিলোমিটার এই রাস্তাটিতে পিচের প্রলেপ পড়েছিল এক বছর আগে। দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির তরফে ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল কাজের জন্য। কাজ শেষের পর মাত্র ছয় মাস কেটেছে। এর মধ্যেই লক্ষাধিক টাকায় তৈরি রাস্তার এমন দুর্দশায় ক্ষোভ জমেছে এলাকাবাসীর মনে।

এদিকে, বর্ষার মরশুম এখনও পুরোপুরি শুরু হয়নি। তবে গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টিপাত হয়েছে জেলার সর্বত্র। এতেই ভোগান্তি বেড়েছে। পিচ উঠে রাস্তায় খানাখন্দ তৈরি হয়েছে। সেখানে জল জমে পুকুর হয়ে থাকছে। পোয়াতুরকুঠির বাসিন্দা সাদ্দাম মিয়াঁ বললেন, ‘পোয়াতুরকুঠি থেকে পাথরসন হয়ে বামনহাট যাওয়ার এটাই একমাত্র রাস্তা। গতবছর রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় ভেবেছিলাম যাতায়াতের ভোগান্তিটা কমবে। কিন্তু রাস্তাটা তো কয়েকদিনের বৃষ্টিতেই বেহাল হয়ে পড়েছে। রাস্তার গর্তগুলোতে বৃষ্টির জল জমায় সেখান দিয়ে যাতায়াত করা মানে নরকযন্ত্রণা।’

রাস্তাটি অবিলম্বে সংস্কার না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন স্থানীয়রা। বাসিন্দাদের কথায়, দ্রুত রাস্তাটিকে সংস্কার করা হোক। এলাকাবাসী সুভাষ বর্মনের কথায়, ‘রাস্তাটার কাজ খুবই নিম্নমানের হয়েছিল। তাই তো কয়েকমাসেই এই দশা।’

> গতবছর রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় ভেবেছিলাম যাতায়াতের ভোগান্তিটা কমবে। কিন্তু রাস্তাটা তো কয়েকদিনের বৃষ্টিতেই বেহাল হয়ে পড়েছে
> **সাদ্দাম মিয়াঁ,** পোয়াতুরকুঠির বাসিন্দা

স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান নমিতা বর্মন দায় সেরে বললেন, ‘আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।’ অন্যদিকে, দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষিণী বর্মনের কথায় আশার সুর শোনা গেল। তিনি বললেন, ‘পুনরায় ওই রাস্তাকে মেরামত করা হবে পঞ্চায়েত সমিতির টাকায়। সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।’ তৃণমূলের বামনহাট-১ অঞ্চল সভাপতি তাপস বসুও একই আশ্বাস দিলেন।

এই বেহাল রাস্তাটিকে ঘিরে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। -সংবাদচিত্র

এমজেএনে ফের আইসোলেশন ওয়ার্ড

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২২ মে : করোনা অতিমারির পর এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ফের আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হচ্ছে। সংক্রমণজনিত কোনও রোগে কেউ আক্রান্ত হলে চার শয্যাবিশিষ্ট সেই ওয়ার্ডে রেখে সংশ্লিষ্ট রোগীর চিকিৎসা করা হবে। সিতাইয়ে খুব সম্প্রতি অজানা সংক্রমণে একই পরিবারের তিনজনের রহস্যমৃত্যু হয়েছে। ওই রোগ আরও ছড়িয়ে পড়লে সেই বাসিন্দাদের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা চলবে। বৃহস্পতিবার সকালে স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এমজেএন মেডিকেল পরিদর্শন করেন। সংক্রমণজনিত রোগের চিকিৎসা পরিকাঠামো তাঁরা খতিয়ে দেখেন।

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেছেন, ‘সিতাইয়ে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। ভবিষ্যতে কোনও রোগ বা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে তার চিকিৎসার জন্য আমরা যাতে প্রস্তুত থাকি সেজন্য তদারকি করা হল। আইসোলেশন ওয়ার্ড প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। সংক্রমণ সম্পর্কিত কোনও রোগী এলে সেখানে রেখে তাঁর চিকিৎসা করা হবে।’

২০২০ সালে করোনার বাড়বাড়ন্তের সময় এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছিল। যাতে সংক্রমণ ছড়িয়ে না

আইসোলেশন ওয়ার্ড ঘুরে দেখল প্রতিনিধিদল। বৃহস্পতিবার।

পড়ে সেজন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত রোগীকে পৃথকভাবে রেখে সেই ওয়ার্ডে চিকিৎসা করা হত। বর্তমানে দেশের নানা জায়গায় করোনা সংক্রামিতের হদিস মিলছে। তার উপর সিতাইয়ের ব্রহ্মোত্তরচাতরা গ্রামে অজানা রোগে একই পরিবারের তিনজন সদস্যের মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। যে কোনও ধরনের সন্দেহজনক সংক্রমণজনিত রোগী এলেই তাঁকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা করা হবে। সিতাইয়ের ঘটনা নিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরও উদ্বিগ্ন। দফায় দফায় তারা ঘটনাটির পর্যবেক্ষণ করছেন। বুধবার স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থলেও গিয়েছিল। সেই আধিকারিকরা বৃহস্পতিবার এমজেএন মেডিকেলে গিয়ে একপ্রস্থ আলোচনাও সারেন। সেখানে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ি, অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল, এমএসভিপি সৌরদীপ রায় সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, এমজেএন মেডিকেলের প্রাক্তন এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তদন্ত চলছে। সেই ঘটনার তদন্তে বৃহস্পতিবার স্টেট ভিজিলেন্স কমিশনের আধিকারিকরা হাসপাতালে আসেন। সেখানকার বিভিন্ন কাগজপত্র তাঁরা খতিয়ে দেখেছেন। যদিও এবিষয়ে কমিশনের আধিকারিকরা সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি। তবে এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেন, ‘এটি হাসপাতালের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়। কমিশনের আধিকারিকরা যেরকম কাগজপত্র চেয়েছেন, আমরা সেরকমই দিয়েছি। তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করা হচ্ছে।’

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চত্বর আগাছায় ভরে রয়েছে। ছবি : জয়দেব দাস

বেহাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চত্বর

কোচবিহার, ২২ মে : কোচবিহার শহরের একমাত্র সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিচর্যার অভাবে মাসখানেকের বেশি সময় ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কলেজের সাইকেলস্ট্যান্ড থেকে হস্টেল যাওয়ার রাস্তার দু’ধার জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনিক ভবনের দোতলায় দু’পাশের সিঁড়ির সামনে সিলিংয়ের কিছুটা অংশ ভাঙা বলেও অভিযোগ।

ক্যাম্পাসের এই পরিস্থিতিতে চিন্তায় পড়ুয়ারা। তাঁদের অভিযোগ, গরম বাড়ছে। তার ওপর মাঝে মাঝে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এলাকাজুড়ে জঙ্গল হয়ে থাকায় সাপের উপদ্রব বাড়তে পারে বলে তাঁদের আশঙ্কা। কিছুদিন আগে হস্টেল সংলগ্ন এলাকায় সাপ বেরিয়েছিল বলে জানিয়েছেন পড়ুয়াদের একাংশ। বিষয়টি জানা সত্ত্বেও কেন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে পদক্ষেপ করছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বিষয়টি নিয়ে কলেজের পড়ুয়া আরমান মিয়াঁ বলেন, ‘মাঝেমধ্যেই আমাদের মেসে ফিরতে একটু রাত হয়ে যায়। গোটা চত্বর জঙ্গলে ভরে থাকায় আমাদের আতঙ্কে চলাচল করতে হয়।’ ক্যাম্পাসের এই পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডঃ কিংশুক দান। তিনি বললেন, ‘জঙ্গল কাটার জন্য ইতিমধ্যেই আমাদের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। আশা করছি খুব শীঘ্র কাজ শুরু হবে। প্রশাসনিক ভবনের সিলিংগুলি মেরামত এবং সংস্কারের বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে জানিয়েছি।’

কলেজের পড়ুয়াদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ক্যাম্পাসের ভেতরে রাস্তার ধারে জঙ্গলগুলি বড় হওয়ায় যাতায়াতের সময় তাঁদের আতঙ্কে থাকতে হয়। সন্ধের পর পর্যাপ্ত আলোর অভাবে আতঙ্ক আরও বাড়ছে। বিষয়টি নিয়ে কোনও কারণবশত দুর্ঘটনা হলে তার দায় কে নেবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা।

আতঙ্ক

- সাইকেলস্ট্যান্ড থেকে হস্টেল যাওয়ার রাস্তার দু’ধার জঙ্গলে ভরে গিয়েছে
- সন্ধের পর পর্যাপ্ত আলোর অভাবে আতঙ্ক আরও বাড়ছে
- প্রশাসনিক ভবনের ওপরতলায় সিঁড়ির সামনের অংশ ভাঙা

বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা গেল, প্রশাসনিক ভবনের ওপরতলায় সিঁড়ির সামনের অংশের সিলিং যেভাবে ভেঙে আছে, তাতে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ আশঙ্কা কলেজের কর্মীদেরও। কর্তৃপক্ষের উচিত এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা বলেই তাঁরা দাবি করছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ধমকে টনক নড়ল পুলিশের

বক্সিরহাট, ২২ মে : মুখ্যমন্ত্রীর ধমকের পরই টনক নড়ল পুলিশের। বৃহস্পতিবার ট্রাক ও ডাম্পার মালিকদের নিয়ে বৈঠক করল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। গ্রামীণ রাস্তায় পণ্যবোঝাই লরি চালানোর ফলে রাস্তা ভাঙার ঘটনায় বুধবার পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ঠিকমতো নজরদারি চলছে না বলে পুলিশকে ধমক দেন। এরপরই বৃহস্পতিবার বক্সিরহাট থানার পুলিশ রাজ্যের পথশ্রী, প্রধানমন্ত্রী সড়ক, পূর্ত সড়কে ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ করতে লরি ও ডাম্পার চালক ও মালিকদের সতর্ক করে। তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নিধারা মনোজ কুমার বলেন, ‘গ্রামীণ রাস্তায় চলাচল না করার জন্য চালকদের সতর্ক করা হয়েছে। নির্দেশ পালন না করলে, আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।’

কিশোরীর চোখে দিল্লির সেই বাড়ি যেন জেলখানা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২২ মে : দামি মোবাইল ফোন, ভালো ভালো জামাকাপড় এবং অনেক টাকা আয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিল কাকু-কাকিমা। সেই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে ট্রেনে চেপে কাকু-কাকিমার সঙ্গেই দিল্লি রওনা দিয়েছিল ১৬ বছরের ছোট্ট মেয়েটি। দিল্লিতে পৌঁছে বড় বড় বাড়ি, ঝকঝকে জীবন দেখে খুশি হয়েছিল সে। কিন্তু তারপর যা ঘটল, তা তার স্বপ্নের সঙ্গে কিছুই মিলল না। দিল্লির একটি বাড়িতে গত ১৬ মাস রীতিমতো বন্দিদশায় কেটেছে শামুকতলার সেই কিশোরীর। পুলিশের হাত ধরে উদ্ধার পাওয়ার পর তার মনে হচ্ছে, যেন জেলখানা থেকে বের হল।

শামুকতলা থানা এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামের নবম শ্রেণির সেই ছাত্রীকে প্রলোভন দেখিয়ে দিল্লিতে পাচার করে দিয়েছিল তার নিজের কাকু-কাকিমা। শামুকতলা থানার পুলিশ অভিযোগ পেয়ে দিল্লি থেকে গত মঙ্গলবার তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। গ্রেপ্তার করেছে তার কাকু-কাকিমাকে। এতদিন পর সন্ধ্যায় মায়ের কোল পেয়ে রীতিমতো হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে মেয়েটি। মা-বাবার চোখ থেকেও টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ছিল। মেয়ের চিন্তায় গত কয়েক মাস দুঃসহ জীবন কেটেছে তাঁদের।

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতেই জানাল, গত ১৬ মাস কীভাবে জীবন কাটিয়েছে সে। তার কাকু-কাকিমা একটি প্লেসমেন্ট অফিসে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। তারপর সেখানেই রেখে দিয়ে চলে যায়। মেয়েটি বলে,

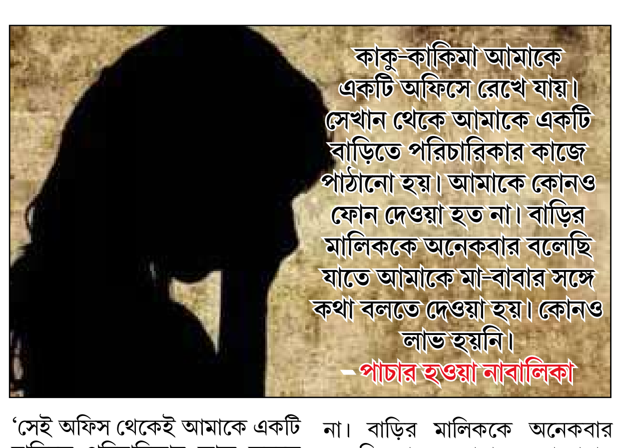

‘সেই অফিস থেকেই আমাকে একটি বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতে বলা হয়। সেখানে আমাকে দিয়ে বাড়ির সমস্ত কাজ করানো হত। আমাকে কোনও ফোন দেওয়া হত না। বাড়ির মালিককে অনেকবার বলেছি যাতে আমাকে মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়। কোনও লাভ হয়নি।’

বাইরে বের হওয়া মানা ছিল তার। বাড়ির গেট সবসময় বন্ধ করে রাখা হত। সে শুধু চোখের জল ফেলত। তার কাকু বলেছিল, যদি সে পড়াশোনা করতে চায়, তাহলে দিল্লিতে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে। ‘আমি পড়তে চাই’, বাড়ির মালিককে বলেছিল সেই কিশোরী। তার সেই অনুরোধ সাফ নাকচ করে দেওয়া হয়।

মেয়েটির বাবা বলেন, ‘আমরা মেয়েটিকে পড়াশোনা করানোর জন্য বাড়িতে রেখে বেঙ্গালুরুতে কাজ করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার নিজের ভাই এবং ভাই বৌ এমন সর্বনাশ করবে, তা আমি ভাবতেও পারিনি। ওর পড়াশোনা দু’বছর পিছিয়ে গেল। মেয়েটা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।’

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে মেয়েটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরই তাকে চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটির কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের নির্দেশেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। সমাজকর্মী অসিত শিকদার জানালেন, ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত গ্রাম এবং চা বাগানের কমবয়সি মেয়েদের নানা কায়দায় ভিনরাজ্যে পাচার করে দেওয়ার ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। এই ক্ষেত্রে শামুকতলা থানার পুলিশের তৎপরতা এবং সঠিক পদক্ষেপের ফলে মেয়েটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানান, মেয়েটির মানসিক শক্তি বাড়ানোর জন্য তার কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করানো হচ্ছে। তাঁর আশ্বাস, ‘ওই কিশোরী যাতে আগের জীবনে ফিরতে পারে, সে ব্যাপারে সবরকম চেষ্টা করা হবে।’

বর্ষায় ভেজা কাপড়

শুকোনোর লড়াই

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

কাল হিসেবে বর্ষা যতই রোমান্টিক হোক না কেন, বাস্তবটা কিন্তু ততটাই অ্যান্টি রোমান্টিক। বৃষ্টি নিয়ে গান শুনতে বা বৃষ্টিতে পাশাপাশি ভিজতে ভালো লাগলেও প্রতিদিনের ভেজা জামাকাপড়গুলো শুকোনো বড্ড দিকদারির ব্যাপার হয়ে যায়। বর্ষার দিনে খিচুড়ি অন্য একটা মাত্রা এনে দিলেও সেইসঙ্গে ভেজা জামাকাপড়গুলো দেখে কিন্তু মোটেও আর রোমান্টিকতা আসে না। তখন কী উপায়, তারই খোঁজ নিলেন তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস।

কোচবিহারের এক বাড়ির ছাদে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

কোচবিহার ২২ মে : হিসেবে আমাদের ছয়টা ঋতু থাকলেও একসময় কোচবিহারে শুধু তিনটে ঋতুরই প্রাবল্য ছিল। শীত আর বর্ষা। মাঝে অল্প সময়ের জন্য গ্রীষ্মকাল দেখা দিয়ে যেত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোচবিহারের আবহাওয়ায় এসেছে বিরাট পরিবর্তন। গ্রীষ্মের এমন দাপট আগে কখনও দেখেননি পুরোনো কোচবিহারের মানুষ। সেইসঙ্গে কমেছে শীত, আর পাল্লা দিয়ে কমেছে বর্ষাও। তবুও যেটুকু বর্ষাকাল আছে, বৃষ্টির সেই দিনগুলোতে জামাকাপড় শুকোনোটা সত্যিই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় বাড়ির মহিলাদের। আজকাল মাঠ নেই, উঠোন হাওয়া, বারান্দা হয়ে গিয়েছে ব্যালকনি। ফলে বৃষ্টির দিনগুলোতে রাশি রাশি ভারা ভারা কাটা ধানের মতন ভেজা জামাকাপড় নিয়ে অসহায় হয়ে থাকে মহিলাকুল।

গুড়িয়াহাটি রোডের কুমকুম ধর নিজের বাড়ির ছাদের ওপরে টিন দিয়ে কিছুটা জায়গা ঢেকে নিয়েছেন। বললেন, 'বর্ষার সময় জামাকাপড় তো ধুতেই হয়। তখন ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে হালকা ড্রাই করে হয় ঘরে, নয়তো ছাদের ঢাকা জায়গায় হাওয়ায় মেলে দিই। ওতেই মোটামুটি জামাকাপড়গুলো শুকিয়ে যায়।' তিনি বলেন, 'বৃষ্টি কখন নামবে সেই ভয়ে খোলা ছাদে জামাকাপড় দেওয়া খুব সমস্যার'। তবে তাঁর মতে, আজকাল সকলে আর আগের মতো বাড়িতে শাড়ি পরেন না। সেই কারণে শাড়ি শুকোনোর ব্যাপারটা কিছুটা হলেও কমেছে।

আগেকার বাড়িতে বারান্দা থাকত। সেখানে কাপড় মেললে বৃষ্টির ছাট আসত না। কিন্তু আজকাল ব্যালকনিতে কাপড় মেললে বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যায়।

- মনামী সরকার

বর্ষার সময় জামাকাপড় তো ধুতেই হয়। তখন ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে হালকা ড্রাই করে হয় ঘরে, নয়তো ছাদের ঢাকা জায়গায় হাওয়ায় মেলে দিই।

- কুমকুম ধর

বৃষ্টি হলে কাপড় মেলার খুব কষ্ট। না শুকোলে বাজে গন্ধ হয়ে যায়। তারপর সেটা আর পরা যায় না। আমাকে বাড়ি বাড়ি যেতে হয়।

- টগর সূত্রধর

ঘরের মধ্যে দড়ি টানিয়ে শুকিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। ঠিক মতো না শুকোলে বাড়তি কয়েকটা সেট বের হয়ে যায়।

- মান্তা দত্ত রায়

কালিকাদাস রোডের মনামী সরকার বললেন, 'একটা সময় টানা এক মাস বৃষ্টি থাকত কোচবিহারে, থামার কোনও লক্ষণ ছিল না। সে সময় বেশিরভাগ বাড়িতেই বারান্দা থাকত। এই ধরনের বাড়িগুলো আজকাল কোচবিহারে খুব একটা দেখা যায় না। বেশিরভাগই ফ্ল্যাট হয়ে যাওয়ায় সেই চওড়া বারান্দা হারিয়ে গিয়ে ব্যালকনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই বারান্দাগুলোতে বৃষ্টির ছাট আসত না। কিন্তু আজকাল ব্যালকনিতে জামাকাপড় মেললে বৃষ্টির ছাঁটে সেগুলো ভিজে যায়।'

মনামীর কথায়, 'অগত্যা ঘরে দড়ি টাঙিয়ে, কখনও দরজার ওপর মেলে দিয়ে জামাকাপড় শুকোতে হয়। এজন্যই আজকাল সকলে ওয়াশিং মেশিনের ওপর ভরসা করতে শুরু করেছে। কাচার পর অনেকটা শুকিয়ে বেরিয়ে আসে তাই বেশ সুবিধা। কখনও তো বাচ্চার স্কুল ড্রেসের প্যান্টের কোমর ইস্ত্রি করে শুকিয়ে নিতে হয়েছে।'

সাহেব কলোনির মান্তা দত্ত রায় এখনও জামাকাপড় নিজের বাড়ির উঠোনে শুকোতে পারেন। কিন্তু বৃষ্টির সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় ভেজা জামাকাপড় নিয়ে ভীষণ সমস্যায় পড়তে হয় তাঁকেও। অগত্যা ওই ঘরের মধ্যে দড়ি টাঙিয়ে শুকিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। এতে চলাফেরার অসুবিধে হলেও সমস্যা মেটানোর আর কোনও পথ না থাকায় বাড়ির সব সদস্যকে এটাই মেনে নিতে হয়। তবে বর্ষাকালে জামাকাপড় ঠিকমতো না শুকানোয় বাড়তি বেশ কয়েকটা সেট বের হয়ে যায়।

বর্ষাকালটা একদম পছন্দ নয় বাঁধের পাড়ের টগর সূত্রধরের। গৃহসহায়িকা টগর জানালেন, 'বৃষ্টি হলে জামাকাপড় মেলার খুব কষ্ট। আর না শুকোলে বাজে গন্ধ হয়ে যায়। তারপর সেটা আর পরা যায় না। আমাকে কাজ করতে বাড়ি বাড়ি যেতে হয়। তাই আর বাড়িতে থেকে জামাকাপড় বাইরে মেলে দিয়ে শুকাতে পারি না। ওই ঘরেই দড়ি টাঙিয়ে মেলে দিয়ে আসি।'

জামাকাপড় শুকোনো ব্যাপারটা খুব সামান্য হলেও এর ব্যাপ্তি বিরাট। এই সমস্যা সব ঘরে ঘরেই লেগে থাকে। একটা সময় লণ্ঠনের যুগে তার মাথার ওপর সেঁকে নেওয়া হত ভেজা জামাকাপড়। এই কাজ আজকাল কিছুটা হলেও ইস্ত্রি করছে। ঘরের মধ্যে দড়ি টাঙানো আজকাল খুবই বিরক্তিকর। সেই কারণে এই সমস্যার সমাধানে নানা সাইজের ফোল্ডিং ক্লথ র‍্যাক বের হয়েছে। যা এক জায়গা থেকে অন্যখানে নাড়ানো যায়। ঘরে দড়ি না টাঙিয়ে তার মধ্যে মেলে দিলে ছোটখাটো জিনিস কিছুটা হলেও শুকোনো যায়। ক্রমশ এটা জনপ্রিয়ও হচ্ছে। আর এসব নিয়েই বৃষ্টির সঙ্গে জামাকাপড় শুকোনোর অসম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন অগুনতি মহিলা।

শৌচালয় ঘিরে রহস্য

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২২ মে : মদনমোহনবাড়িতে বাঁকুড়া পুরসভার তৈরি শৌচাগার ব্লক নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এখানে যদি পুরসভার শৌচাগার ব্লক করার সুযোগ থাকে তাহলে কোচবিহার পুরসভাই তা করতে পারত। বাঁকুড়া পুরসভার কেন তা করতে হল? এর পেছনে কী কারণ রয়েছে তা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

মদনমোহনবাড়িতে দুটি শৌচাগার ব্লক রয়েছে। দেড়-দুই বছর আগে শৌচাগার ব্লক দুটি করা হয়েছে। দুটিতেই পয়সার বিনিময়ে পরিষেবা মেলে। এর মধ্যে একটি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের নিজস্ব। অপরটি বাঁকুড়া পুরসভার। কাঠামিয়া মন্দিরের পাশে দুটি শৌচাগার ব্লক পাশাপাশি রয়েছে। সামনে গিয়ে দেখা গেল, দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের শৌচাগারটির জন্য সামনে পয়সার বাক্স নিয়ে দুজন মহিলা বসে রয়েছেন। অর্থাৎ শৌচাগারটি সক্রিয় রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কেউ ব্যবহার করতে এলে পয়সা নেবার জন্য তাঁরা ওখানে বসে রয়েছেন। বাঁ পাশের শৌচাগার ব্লকটি কার্যত বন্ধ অবস্থাতেই রয়েছে। নীচের ইংরেজিতে লেখা রয়েছে 'কনস্ট্রাকটেড অ্যান্ড মেইনটেইন্ড বাই বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটি।' আর এটা নিয়েই দেখা দিয়েছে প্রশ্ন।

বিষয়টি নিয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের দুই-একজন কর্মীকে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন, 'বিষয়টি তাঁদের জানা নেই।'

বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'মদনমোহন মন্দিরে ওই শৌচাগার ব্লকটি আমরাই করেছি। ওখানে বাঁকুড়া পুরসভা লেখা থাকার কথা নয়। বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখছি।'

দাবি ও বাস্তব

- মদনমোহন মন্দিরে কাঠামিয়া মন্দিরের পাশে দুটি শৌচাগার ব্লক রয়েছে
- দেড়-দুই বছর আগে জনসাধারণের জন্য শৌচাগার ব্লক দুটি করা হয়েছে
- এর একটি পরিচালনা আর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড
- অন্যটিতে লেখা রয়েছে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে বাঁকুড়া পুরসভা
- কোচবিহার পুরসভার দাবি, ব্লকটি তাদের তৈরি, ওখানে বাঁকুড়া লেখা থাকার কথা নয়

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	- ৫
এ নেগেটিভ	- ৯
বি পজিটিভ	- ৪
বি নেগেটিভ	- ৩
এবি পজিটিভ	- ৭
এবি নেগেটিভ	- ৫
ও পজিটিভ	- ৬
ও নেগেটিভ	- ৪

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	- ১০
এ নেগেটিভ	- ২
বি পজিটিভ	- ১১
বি নেগেটিভ	- ১
এবি পজিটিভ	- ৪
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ১৩

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	- ২০
বি পজিটিভ	- ১৪
বি নেগেটিভ	- ১
এবি পজিটিভ	- ৪
ও পজিটিভ	- ০
ও নেগেটিভ	- ২

আজ শহরে

- কোচবিহার হেরিটেজ নাট্যমেলার দ্বিতীয় দিনে মঞ্চস্থ হবে অনুভব নাট্য সংস্থা প্রযোজিত 'ঝিন্টি একটা ফুলের নাম', কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত 'কৃষ্ণ গহ্বর' ও কোচবিহার ইনস্টিটিউট অফ পারফর্মিং আর্টস প্রযোজিত 'রাত্রি বেলার সূর্য'। বিকেল থেকে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে।

পদ্ম পরিকল্পনা

কোচবিহার, ২২ মে : আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভায় কোচবিহারের প্রতিটি মণ্ডল থেকেই কর্মী-সমর্থক নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিল বিজেপি। বৃহস্পতিবার বিকালে দলের বৈঠকের পর একথা জানান রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী। বৈঠকে ছিলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মন, জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন সহ বিধায়করা।

ঘর উদ্বোধন

কোচবিহার, ২২ মে : পুরসভায় পিডব্লিউডি সেকশনের নতুন কক্ষের উদ্বোধন করলেন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদ।

আশুতোষমূর্তি

কোচবিহার, ২২ মে : আগামী রবিবার বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস। সেই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দুপুরে কেশব রোড এলাকায় থাকা আশুতোষের মূর্তি পরিষ্কার করেন আস্থা ফাউন্ডেশনের সদস্যরা। মনীষীদের মূর্তি পরিষ্কার রাখতে তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরের সচেতন নাগরিকরা।

নাট্যমেলা শুরু

কোচবিহার, ২২ মে : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে শুরু হল কোচবিহার হেরিটেজ নাট্যমেলা। আগামী ২৬ মে পর্যন্ত এই নাট্যমেলা চলবে। সেখানে কোচবিহারের বেশ কয়েকটি নাট্যদল ছাড়াও নৈহাটির দুটি নাট্যদল তাদের নাটক পরিবেশন করবে। নাট্যোৎসবকে সার্থক করতে বুধবার সাগরদিঘি সংলগ্ন এলাকা থেকে 'নাটকের জন্য হাঁটুন' শীর্ষক র‍্যালি হয়। সন্ধ্যায় নাটক দেখতে নাট্যমোদী মানুষের ভিড় দেখা গিয়েছে।

বেহাল নালা, জল জমে ভোগান্তি

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২২ মে : নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল থাকায় মাথাভাঙ্গা শহরের চৌপথি, পোস্ট অফিস মোড় সহ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে থাকে। যদিও শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল দাঁড়িয়ে থাকার সমস্যাটি নতুন নয়।

তপনকুমার রায় নামে এক বাসিন্দা অভিযোগ করে বলেন, 'পুর এলাকা হওয়া সত্ত্বেও রাস্তার পাশে কোনও নিকাশিনালা না থাকায় অল্প বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে যাচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেলেও বেশ কয়েকদিন রাস্তার ওপর জল জমে থাকে। জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয়।'

তেমনই শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের অনেক জায়গায় নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির জমা জল দাঁড়িয়ে থাকে। ওই ওয়ার্ডের নবজীবন ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টির জমা জলে ভোগান্তির শেষ নেই বাসিন্দাদের।

এতে ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

এলাকার বধূ সবিতা রায় বলেন, 'রাস্তার জমা জলে একদিকে যেমন যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছে তেমনি পোকামাকড়ের আতঙ্ক ও মশাবাহিত বিভিন্ন রোগব্যাধির আশঙ্কাও বাড়ছে। বৃষ্টি বেশি হলে তো রাস্তার জমা জল ঘরে ঢুকে যায়। তাড়াতাড়ি এমন সমস্যার সমাধান করা উচিত।'

১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার উদয়শংকর চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'আগে ওই এলাকায় বেশি বাড়িঘর না থাকায় রাস্তার জল পাশের জমি দিয়ে বেরিয়ে যেত। বর্তমানে ওই এলাকায় জনবসতি বেড়েছে। ফলে বৃষ্টির জল বেরোতে না পেরে রাস্তার ওপর জমে থাকছে। তবে জল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য পুরসভার তরফে নর্দমা সহ রাস্তার টেন্ডার এবং ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গিয়েছে।

বৃষ্টি শুরু হওয়ায় কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। কাজ হয়ে গেলে সমস্যার সমাধান হবে।'

মাথাভাঙ্গা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে নিকাশিনালা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে থাকছে।

ছাতা সারিয়েই বেশ আছেন রামলালরা

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২২ মে : বর্ষাকাল আসতে এখনও প্রায় এক মাসের মতো দেরি। তবে তার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে বিক্ষিপ্ত বর্ষণ। তাই ফুটোফাটা, শিকভাঙা হরেক কিসিমের ছাতা সারাইয়ের ধুম পড়েছে তুফানগঞ্জে। আর এতে মুখের হাসি চওড়া হচ্ছে ছাতা সারাইওয়ালাদের। বছরের অন্য সময়গুলোতে খদ্দেরদের দেখা না মিললেও বৃষ্টির মরশুমে পুরোদস্তুর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন শহরের বাজার চৌপথি, রামহরি মোড়, ভাওয়াল মোড় ও নিউটাউন এলাকার ছাতা সারাইয়ের কারিগররা।

বৃহস্পতিবার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভিআইপি মোড়ের রাস্তার ধারে ছাতা মেরামতে ব্যস্ত ছিলেন রামলাল রবিদাস। প্রায় চার দশক আগে ভায়রার হাত ধরে এই পেশায় পা বাড়ান তিনি। মাথা নীচু করে ছাতার কাপড় সেলাই করতে করতে জানালেন, বৃষ্টির দিনে ছাতা মেরামতের কাজ একটু বেশিই হয়। তবে অন্য সময় তেমন একটা কাজ থাকে না। রোজগার কেমন হয় জানতে চাইলে রামলাল বলেন, 'বর্তমানে প্রতিটি সরঞ্জামের দাম বেড়ে যাওয়ায় একটি ছাতা সারাই করতে ৪০ টাকা নিচ্ছি।' দৈনিক ৪০ থেকে ৫০টি ছাতা সেলাই করছেন বলে জানিয়েছেন রামলাল। ওই এলাকার আরেক কারিগর খইরুদ্দিন ব্যাপারী। নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাড়ালজানি এলাকার বাসিন্দা। খইরুদ্দিনের বক্তব্য, 'এখন ছাতা মেরামতের মরশুম। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা মেরামতের কাজে ব্যস্ত থাকছি। আগের তুলনায় দ্বিগুণ আয়ও বেড়েছে।' দৈনিক ৬০০ থেকে ১০০০ টাকা পকেটে ঢুকছে বলে দাবি খইরুদ্দিনের।

ছাতা সারাই করতে নিয়ে এসেছিলেন চামটা মোড় এলাকার বাসিন্দা ধীরেন বর্মন। তাঁর কথায়, 'সবেমাত্র দু'মাস হল ছাতাটি কিনেছি। কিন্তু তার মধ্যেই সেটি কিছুটা খারাপ হয়েছে। তাই মেরামত করাতে আসতে হল। একটি ভালো ছাতা কিনতে ৩০০-৫০০ টাকা প্রয়োজন। এর চেয়ে ভালো পুরোনো ছাতা মেরামত করে নেওয়া।'

ভিআইপি মোড়ে ছাতা সারাই করতে ব্যস্ত রামলাল রবিদাস।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

দুর্ভিক্ষের অভিশাপ

অবরুদ্ধ গাজায় মানুষকে দীর্ঘদিন অভুক্ত রেখে তিলেতিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে যুদ্ধজয়ের কৌশল বেছে নিয়েছে ইজরায়েল। হামাসের সঙ্গে দু'মাসের যুদ্ধবিরতি শেষ হতেই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু গাজা দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। হালে ইজরায়েলের অভিযানের তীব্রতা আরও বেড়েছে। বিধ্বংসী আক্রমণে ধূলিসাৎ একের পর এক হাসপাতাল, স্কুল। গত কুড়ি মাসে গাজায় ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায় ও বোমাবর্ষণে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৩০০০।

একদিকে অভিযান চালাচ্ছে, অন্যদিকে গাজায় ত্রাণ পৌঁছানোর সবক'টি রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে ইজরায়েল। ত্রাণবাহী ট্রাক ঢুকতেই দেওয়া হচ্ছে না। ইজরায়েলি বাধায় রাষ্ট্রসংঘের ত্রাণ পড়ে থাকছে গাজার বাইরে। ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকেই গাজায় ইজরায়েল সৃষ্ট এই খাদ্যসংকট চলছে। গত জানুয়ারিতে প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল যুদ্ধবিরতি হলে অন্তত কিছুদিনের জন্য পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছিল।

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ ফুরোনো মাত্র গাজায় তাণ্ডব শুরু হয়ে গিয়েছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর। তেল আভিভের যুক্তি, হামাস আটক করা ইজরায়েলের বন্দিদের ছাড়ছে না বলেই এই সামরিক অভিযান। হামাস কিন্তু ইজরায়েলের এই দাবি অস্বীকার করেছে। দু'পক্ষের এই দাবি-পালটা দাবির মধ্যে গাজায় খাদ্যসংকট চরমে পৌঁছেছে।

রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য নিরাপত্তা মূল্যায়ন বিষয়ক সংস্থার (আইপিসি) সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, গাজার ২১ লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে পাঁচ লক্ষই অনাহারে ধুঁকছেন। বাকিরা ভুগছেন তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায়। কার্যত দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি। অকল্পনীয় শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতার দিন কাটছে। মানুষের মাথার ওপরে ছাদ নেই, খোলা আকাশের নীচে অগণিত পরিবার। ত্রাণ পৌঁছাচ্ছে না, অভুক্ত অবস্থায় রয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। বহু জায়গায় পানীয় জলটুকু পর্যন্ত নেই।

কোথাও সামান্য ত্রাণ বিলি হলে কাতারে কাতারে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন বুভুক্ষু মানুষ। সবথেকে দুরবস্থা অন্তঃসত্ত্বা এবং দুধের শিশুদের। অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে মৃত্যুর দোরগোড়ায় তাঁরা। একদিকে চরম অপুষ্টি, অন্যদিকে প্রোটিন নেই, ভিটামিন নেই। এভাবে প্রতিদিন কত শিশু, কত মহিলা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন, তার হিসেব নেই। গাজার নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আহমেদ আল-ফাররা সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, 'এতদিন পাঠ্যপুস্তকে যা পড়েছি, এখন সেসব দেখছি চোখের সামনে।'

তাঁর কথায়, 'উপযুক্ত সরঞ্জামের অভাবে অপারেশন টেবিলেই মারা যাচ্ছে রোগী। উত্তর গাজায় একটাও সরকারি হাসপাতাল আস্ত নেই। যদি কারও বুকে ব্যথা শুরু হয়, তাহলে তাঁকে বাঁচানোর উপায়ই নেই।' ইজরায়েলের হিসেব খুব পরিষ্কার, প্রতিদিন শয়ে-শয়ে শিশুনিধন হলে ভবিষ্যতে কোনও প্যালেস্তিনীয় পরিবারে কেউ জঙ্গি হবে না। হামাস বলে আর কিছু থাকবে না।

ইজরায়েলের নৃশংস, অমানবিক ভূমিকার নিন্দা করেছে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও কানাডা। এই তিন দেশ গাজায় ত্রাণ পাঠানোর কথা ভাবছে। ইজরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্য বৈঠক স্থগিত রেখেছে ব্রিটেন। কিন্তু একটা দেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, একটা জাতি নির্মূল হয়ে যাচ্ছে, তবুও যেন নীরব দর্শক বাকি বিশ্ব। যুদ্ধবিরোধী মিছিল, প্রতিবাদ সভা কোথাও যে হচ্ছে না, তা নয়। বহু দেশের বহু শহরে 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' স্লোগান দিয়ে মিটিং-মিছিল হচ্ছে। কিন্তু আমেরিকা এবং ইজরায়েলের দাদাগিরির সামনে বিশ্বের তাবড় তাবড় রাষ্ট্র যেন নেহাতই লিলিপুট।

নেতানিয়াহুর দাবি, গাজায় সামরিক অভিযান থেকে শুরু করে তাঁরা যা যা করছেন, তার সবই আমেরিকার সম্মতি নিয়ে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন, আন্তর্জাতিক আদালত, রাষ্ট্রসংঘ থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি দেশ পৃথিবীতে যা খুশি তাই করছে। প্রতিরোধ করার সত্যিই কেউ নেই। গাজার ওই চিকিৎসক বলেছেন, 'আমরা মিরাকল কিছু চাইছি না। চাইছি শুধু খাবার।' এই ভয়াবহ পরিস্থিতি চলতে থাকলে আর কিছুকালের মধ্যে দুর্ভিক্ষেই উজাড় হয়ে যাবে গাজা।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

'যুদ্ধে' ঘণ্টায় ১০০ কোটি ডলার খরচ

বিশেষজ্ঞদের মতে, মাসখানেক 'যুদ্ধ' হলে খরচ হত ৫০ হাজার কোটি ডলার। ভারতের খরচ পড়ত ৪০ হাজার কোটি ডলার।

কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধের শেষে আয়ব্যয়ের হিসাব কি হয়?

সমর বিশেষজ্ঞরা বলেন, হয়। তবে একটু অন্যভাবে। ব্যয়ের দিকটা প্রথম নজরে আসে। আয় যদি আদৌ কিছু হয় তবে তা বুঝতে সময় লাগে।

সরকারিভাবে, ভারত-পাক লড়াইকে যুদ্ধ বলা যাবে না। তবু অনেকেই তা যুদ্ধ বলে চালাচ্ছেন। যুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক ইন্দো-পাক 'যুদ্ধ'কেও আতশকাচের তলায় ফেললে মোটামুটি একই আদল মিলছে। ক্ষতি বা খরচের দিকটা প্রথমেই দৃশ্যমান।

এক তথ্য বলছে মোট ৮৭ ঘণ্টার এই যুদ্ধে প্রতি ঘণ্টায় আনুমানিক ১০০ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে দুই দেশের। প্রতিদিন গড়ে ২০ ঘণ্টা সংঘর্ষ চলার হিসাব ধরলে সংখ্যাটা দিনে ২ হাজার কোটি ডলারে দাঁড়ায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মাসখানেক যুদ্ধ চললে ব্যয় হতে পারত ৫০ হাজার কোটি ডলার, এর মধ্যে ভারতের হতে পারত ৪০ হাজার কোটি ডলার। ব্যয়ের দিকের পাল্লাটা ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন বিশেষজ্ঞরা। পাকিস্তান মূলত অপেক্ষাকৃত সুলভ (একইসঙ্গে মধ্যম বা নিম্ন কার্যকরী) তুর্কি ও চিনা ড্রোন ব্যবহার করেছে। ইসলামাবাদ যেসব চিনা ক্ষেপণাস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে তাও আন্তর্জাতিক বাজারে অপেক্ষাকৃত সুলভ। আর ভারতের সমরাস্ত্র হল উচ্চ প্রযুক্তির উচ্চ কার্যকরী। স্বভাবতই তা সুলভ নয়। এখানে এই ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে শুধু গোলাগুলি, ড্রোন মিসাইল ছোড়া ও সেনা চলাচলের ব্যাপারটাই নেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানি গোলাগুলিতে ভীত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। বারামুল্লায়। -ফাইল ছবি

যুদ্ধে ভারতের দিকটা বিশদে দেখা যাক। বিশেষজ্ঞদের মতে, অপারেশন সিঁদুর নাম দিয়ে এই যুদ্ধটা দিল্লি লড়েছে মূলত দুটো স্তরে। আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করে আর শত্রু ঘাঁটি ধ্বংস করে।

প্রথমে আকাশ প্রতিরক্ষায় আসা যাক। দিল্লি পাক ড্রোন আর ক্ষেপণাস্ত্রকে বিনষ্ট করতে যে উচ্চ প্রযুক্তির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করেছে তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এই কাজে ভারত রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি এস ৪০০-এর পাশাপাশি ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)-এর তৈরি রাজেন্দ্র রাডার, ত্রিমাত্রিক ছবি পর্যবেক্ষণ ও নজরদারিক্ষম মধ্য পাল্লার রোহিণী রাডার, নিম্ন উচ্চতার আসা ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র চিহ্নিত করে ধ্বংস করতে সক্ষম তো রয়েছেই, সঙ্গে ছিল পরিবহণযোগ্য হালকা রাডার। যা প্রয়োজন বোধে স্থানান্তর করা যায়।

এছাড়া এই আকাশ প্রতিরক্ষা ঢালকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে শত্রু ড্রোন আর ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করার জন্য ডিআরডিও-র তৈরি সমর ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাও এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে (সারফেস টু এয়ার মিসাইল ফর অ্যাশিওর্ড রিটালিয়েশন বা সংক্ষেপে সমর)। এমনকি বিমান ধ্বংসী বোফর্স কামানকেও কিছুটা রদবদল করে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যুক্ত করা হয়েছিল বলে সূত্রের খবর।

শত্রুঘাঁটি ধ্বংসের বিষয়টা আরও উচ্চ প্রযুক্তির। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিআরডিও-র জাতক ব্রহ্মস বা আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র যে শত্রুঘাঁটি ধ্বংসে কতটা ভয়ংকর এবার পাক জেনারেল আসিম মুনিরের সেনা তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। আর এই ভয়ংকরতা সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ইসরোর তৈরি কার্টোসাট, রিসাট, ইয়স-এর মতো সিরিজের উপগ্রহগুলির সহায়তায় লক্ষ্যবস্তুর ঠিক স্থান নির্ধারণ করে ন্যাভআইসি (নেভিগেশন উইথ ইন্ডিয়ান কনস্টেলেশন) ব্যবস্থার আওতায় আসায়। এতটাই এই ব্যবস্থা দক্ষ যে ১০ থেকে ২০ সেমির লক্ষ্যবস্তুও ধ্বংস করতে পারে। এর প্রমাণস্বরূপ বলা হচ্ছে যেসব জঙ্গিঘাঁটি লক্ষ্যবস্তু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল কেবলমাত্র সেই জায়গাগুলোতেই আঘাত হানা হয়েছে। আশপাশের বাড়ির বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি।

বলে নেওয়া ভালো ১৯৯৯ সালের ৩রা মে থেকে ২৬শে জুলাই পর্যন্ত কার্গিল যুদ্ধে ভারতের আনুমানিক ব্যয় ছিল ১০ হাজার কোটি টাকা। এই ছোট্ট পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় ধারে ও ভারে যুদ্ধ কতটা ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে।

এই যুদ্ধের সব দিক পর্যালোচনা করতে গেলে কয়েকটা নির্দিষ্ট দিক মাথায় রাখা জরুরি।

এই প্রথম দক্ষিণ এশিয়া ড্রোন যুদ্ধ দেখল। ডিজিটাল গেমসের মতো উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাতের আকাশে পাকিস্তানি ড্রোনকে দেখা গেল। জানা যাচ্ছে, প্রায় হাজার খানেক পাক ড্রোন হানা দিয়েছিল ভারতের আকাশে। (যেগুলোকে এস-৪০০ ট্রাম্ফ মিসাইল সিস্টেম, বারাক-৮ সিস্টেম আর আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়)।

পাক যে ড্রোনগুলি পাঠায় বিশেষজ্ঞরা সেগুলোকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করেছে। ভিডিও করতে ও হামলা চালাতে পারদর্শী তুর্কি ড্রোন আসিসগার্ড সোঙ্গার পাঠানো হয়েছিল। চিনা সিএইচ ৪ আর উইং লুং ২ ড্রোনও পাঠায় ইসলামাবাদ। এরাও ছবি তোলা আর হামলা করতে সক্ষম। এছাড়া চিন থেকে লাইসেন্স নিয়ে বানানো বুরাক আর শাপার সিরিজের ড্রোনও পাঠায় পাক সেনা। ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিভ্রান্ত করে নিজের কাজ করার জন্য অনেক সময়ই একঝাঁক সাধারণ ড্রোনের ভিড়ে হামলাকারী আর গোয়েন্দা ড্রোন পাঠায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা হামাসের কায়দায় হামলা। ২০২৩-এ ইজরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন ডোমের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যই হাজার তিনেক ড্রোন দিয়ে হামলা চালায় হামাস।

বিশ্বের ড্রোন বাজারে এইসব ড্রোন হাজার দশেক টাকায় কিনতে পাওয়া যায়। মজার ব্যাপার হল, কয়েক হাজার টাকার ড্রোন হামলা ঠেকাতে কয়েক হাজার কোটি টাকার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করতে হয়।

রাশিয়া-ইউক্রেন ড্রোন যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতও এই ড্রোন প্রযুক্তিতে জোর দেওয়া শুরু করেছে। কোথায় কোন পরিস্থিতিতে ড্রোন ব্যবহার করা যাবে তা ঠিক করার জন্য ২০২১ সালে ড্রোন নির্দেশিকা তৈরি করা হয়। দিল্লির থিংকট্যাংক অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন জানাচ্ছে, দেশে ড্রোন তৈরির কাজে সহায়তা দেওয়ার জন্য ২০২২ সালে ড্রোন শক্তি মিশন চালু করা হয়। আর বছর দুয়েকের মধ্যে তার ফলও মেলে। ২০২৪ সালে ৪২ কোটি ডলার মূল্যের আড়াই হাজার ড্রোন সেনাবাহিনীর জন্য নেওয়া হয়। এছাড়া নজরদারি চালানোর জন্য ইজরায়েলের আইএআই সার্চার আর হেরন, হামলা করার জন্য হার্পি আর হ্যারপও রয়েছে সেনার অস্ত্রাগারে। বস্তুত, এই ভারত-পাক সংঘর্ষে এই চার ধরনের ড্রোন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে সেনাবাহিনী। এছাড়াও রয়েছে আমেরিকা থেকে ৪০০ কোটি ডলারে কেনা ৩১ এমকিউ ৯বি প্রিডেটর ড্রোন।

সমর বিশেষজ্ঞদের মতে, যুদ্ধ কিন্তু বিভিন্ন মারণাস্ত্রের কার্যকারিতা দেখানোর এক উপায়ও। বস্তুত, এই ভারত-পাক এই স্বল্প সময়ের যুদ্ধও তার ব্যতিক্রম নয়। সারা দুনিয়ার অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা অত্যন্ত খুঁটিয়ে যুদ্ধের প্রতিটা পর্যায় দেখছিলেন। যেভাবে পাক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা ভারতীয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছে তাতে এই ব্যবস্থার প্রতি বিশ্ব আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে। রুস্তম, আর্চারের মতো ভারতীয় ড্রোনেরও বাজার বাড়ছে। ফলে বিশ্বের অস্ত্র বাজারে ভারত অদূরভবিষ্যতে বড় বিক্রেতা হওয়ার পথে। এসব কিন্তু যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদি লাভ।

২০২৩-'২৪ সালে ভারতের প্রতিরক্ষাখাতে রপ্তানি হয়েছে ২১ হাজার ৮৩ কোটি টাকা। গত এক দশকে এই রপ্তানি বেড়েছে ৩০ গুণ। ২০২৯-এর মধ্যে দিল্লি এই রপ্তানিকে ৫০ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যে নিয়ে যেতে চাইছে তাতে ব্রহ্মস ও আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স ইতিমধ্যেই এই দুই ক্ষেপণাস্ত্রের ক্রেতা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়া আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোও আগ্রহী হচ্ছে।

যুদ্ধ কেউই চায় না। কিন্তু চাপানো যুদ্ধ থেকে বিজয়ী হলে তার লাভের কড়ি থাকেই।

আজ

১৮৯৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিজ্ঞানী নিখিলরঞ্জন সেন।

১৯৩০

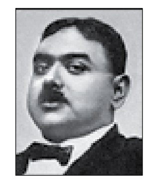

প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

পৃথিবী দেখল, সিঁদুর যখন বারুদে পরিণত হয়, তখন কী পরিণতি হয়! আমার শরীরে রক্ত নয়, গরম সিঁদুর বইছে। ২২ তারিখ যারা মা-বোনেদের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল, তাদের ২২ মিনিটে বদলা নিয়েছি। যারা সিঁদুর মুছতে এসেছিল, তাদের মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

- নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল/১

কেরলের দমকলকর্মীর বিদায় সংবর্ধনা। সহকর্মীদের সঙ্গে এক পথকুকুরও মুহূর্তটির সাক্ষী। লেজ নাড়িয়ে, কোলে উঠে হাত-পা চেটে দিচ্ছে। কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। লোকটিও সারমেয়কে স্নেহ চুম্বনে ভরিয়ে দিচ্ছেন। দুই ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর আবেগঘন মুহূর্ত ভাইরাল।

ভাইরাল/২

খালি গায়ে দাঁড়িয়ে ইরানের 'ম্যাগনেট বাবা'। এক মহিলা স্টিলের চা-চামচ তাঁর পিঠে, কাঁধে, বুকে লাগানো মাত্র চুম্বকের মতো শরীরে আটকাচ্ছে। ৯৬টি চামচ লাগিয়ে পুরোনো রেকর্ড ভেঙে আবার গিনেস বুকে নাম তুললেন।

জনমন

জনমত

রবীন্দ্রনাথকে কতটুকু জানি!

আমরা যে কতটা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া গেল পঁচিশে বৈশাখের আগে সোশ্যাল মিডিয়ার ছোট্ট একটি পোস্টে। সেখানে দুই সারিতে দু'তিনটি উদাহরণে দেখানো হয়েছে কোন গানটা রবীন্দ্রসংগীত আর কোনটা রবীন্দ্রসংগীত নয়। ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ খারাপ লাগলেও এটা সত্যি যে, আমরা সঠিকটা জানার চেষ্টা করি না। আর এই ত্রুটি একজনের নয়।

যে মহান মানুষটিকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট দিবস উদযাপন, তাঁকে আমরা কতটা জানতে পেরেছি? কতটা পড়াশোনা করেছি তাঁকে নিয়ে? বছরের বাকি দিনেই বা আমরা কতটা স্মরণ করি তাঁকে? দৈনন্দিন যাপনে বা অনুশীলনে কতটাই বা শ্রদ্ধায় থাকেন তিনি? এগুলো শুধু আমাদের প্রশ্ন নয়, বিশাল বড় বিস্ময়ের জায়গা। আমরা আয়নার সামনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন অনুভব করি না। আমাদের প্রয়োজন বোধহয় মোবাইলের স্ক্রিনটুকু।

শুধুমাত্র মঞ্চে উঠে নাচ, গান, কবিতা প্রভৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে আমরা নিজেদের সাংস্কৃতিক বলে দাবি করছি। অথচ নিজস্ব সংস্কৃতির থেকে আমাদের দূরত্ব কয়েকশো মাইল। বিশ্বায়নে গা ভাসিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। কিন্তু যে মাটিতে আমাদের জন্ম, যে মাটি আমাদের বেঁচে থাকার রসদ তাকেই যেন ব্যাকফুটে ঠেলে দিই আমরা। সেলফি-সুন্দর-পোশাক এবং স্ট্রিট স্মার্ট হাবভাবে লুকিয়ে রাখি আমাদের অন্তঃসারশূন্যতা।

বাংলা একটি আঞ্চলিক ভাষা। সেই ভাষার যে সংস্কৃতি তাকে দলনেতা হিসেবে নেতৃত্ব দেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ- একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাই বলে কি সেই দলে আর কোনও মহান পুরুষ বা মহীয়সী নারী নেই? আমরা তাঁদের ক্রমশ ভুলে যাচ্ছি না তো? এখনও সময় আছে শাখা নদী বা উপনদী ধরে না হেঁটে প্রধান নদীতে মনঃসংযোগ করার। চৌকো চর্চার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বৃত্তের পরিধি বিস্তৃতি প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখতে হবে, কৃত্রিম আলোতে নয়, সংস্কৃতি বাঁচে সাদা-পৃষ্ঠার কালো অক্ষর-চর্চা এবং অনুশীলনের আলোতে, যে আলো আমাদের একমাত্র আশ্রয়।

উদয় সাহা
কামেশ্বরী রোড, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সন্ত্রাস আবহে শান্তির নয়, যুদ্ধেরই বাজার

২০১৪ থেকে ২০১৯ সালে প্রায় ৩০,০০০ তরুণ আইএসে যোগ দিয়েছে, যাদের অধিকাংশ দারিদ্র্যপীড়িত পরিবেশ থেকে।

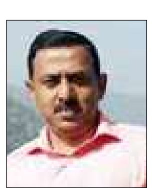

শেখর সাহা

"বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসের নেপথ্যে অস্ত্র ব্যবসার খেলা, শান্তির বাজার নেই, যুদ্ধের বহু বিক্রেতা আছে।"

আজকের বিশ্বে ধর্মীয় উগ্রতা, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং যুদ্ধ যেন পরস্পরের সহযাত্রী হয়ে উঠেছে। এগুলোর পেছনে কাজ করছে একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চক্র—যার উদ্দেশ্য ক্ষমতা, প্রভাব ও অর্থলাভ। সংঘাতকে দীর্ঘস্থায়ী করাই তাদের মূল কৌশল।

রাষ্ট্রসংঘের (২০২৩) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালে প্রায় ৩০,০০০ তরুণ আইএসে যোগ দিয়েছে, যাদের অধিকাংশই দারিদ্র্যপীড়িত ও দিশাহীন পরিবেশ থেকে। এদের ধর্মীয় উন্মাদনায় জড়িয়ে মগজধোলাই করা হয়। সত্যজিৎ রায়ের "হীরক রাজার দেশে" চলচ্চিত্রের মতোই, যেখানে চিন্তাশীল মানুষ পরিণত হন অন্ধ অনুসারীতে। এই তরুণদেরও তৈরি করা হয় 'যোদ্ধা' হিসেবে। কিন্তু এই যোদ্ধারা অস্ত্র হাতে নিলে হারিয়ে ফেলে মানবিকতা।

এই প্রক্রিয়ায় মূল লক্ষ্যবস্তু হয় সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির তরুণরা-যাদের ধর্মের নামে, পরিচয়ের নামে বিভ্রান্ত করে কাজে লাগানো হয় রাজনৈতিক খেলার অংশ হিসেবে। অথচ যারা এই সন্ত্রাসী কাঠামো সৃষ্টি করে, অর্থায়ন করে ও পরিচালনা করে, তারা থাকে নিরাপদ আশ্রয়ে।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বৈশ্বিক অস্ত্রবাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৬০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চিন, ফ্রান্স ও জার্মানি মিলে ৭৫%-এরও বেশি অস্ত্র রপ্তানি করে। যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হয়, অস্ত্রের চাহিদা তত বাড়ে এবং বাড়ে মুনাফা।

এটা একটা অমোঘ বাস্তবতা : যত বেশি সংঘাত, তত বেশি লাভ এই মুষ্টিমেয় উৎপাদকের। তারা চায় সংঘাত চলুক, যুদ্ধ থামবে না-এই নীতিতেই টিকে থাকে অস্ত্র বাজার।

ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ রেডক্রস-এর তথ্য অনুসারে, আধুনিক যুদ্ধ ও সন্ত্রাসে নিহতদের ৯০ শতাংশই সাধারণ নিরীহ নাগরিক। পালটা হামলায় প্রাণ হারান বহু সেনাসদস্য, যাঁরা মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। অথচ যারা সংঘাতের সিদ্ধান্ত নেয়—তারা কখনোই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকে না।

ভারতের ইতিহাসেও সন্ত্রাসবাদের নির্মম প্রভাব স্পষ্ট। ইন্দিরা ও রাজীব হত্যা তার প্রমাণ।

সন্ত্রাসের পেছনে প্রকৃত ধর্ম নয়, বরং ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপব্যবহারই মূল চালিকাশক্তি। কিছু সাম্প্রতিক উদাহরণ : ১) মধ্যপ্রাচ্যে, তালিবান নারীদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে ধর্মের নামে। ২) মায়ানমারে, রোহিঙ্গাদের নিধনে ধর্মীয় উসকানিকে হাতিয়ার করা হয়েছে। ৩) ভারতে, সম্প্রতি ধর্মীয় বিভাজনের ফলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বেড়েছে।

এই উত্তেজনা সৃষ্টি করে সমাজে ঘৃণা, অনিশ্চয়তা ও বিভাজনের বাতাবরণ। এই বৈশ্বিক সংঘাত ও সন্ত্রাসচক্র থেকে উপকৃত মূল তিনটি পক্ষ । ১) অস্ত্র প্রস্তুতকারী কর্পোরেশনগুলো। যুদ্ধ চলাকালীন বিপুল পরিমাণে অস্ত্র বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে। ২) উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠী ও নেতা- সহজলভ্য জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে। ৩) রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীরা। ভোটের আগে 'সন্ত্রাস' ও 'জাতীয় নিরাপত্তা'কে ইস্যু করে জনমত প্রভাবিত করে।

এই দুষ্টচক্র থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন বহুমাত্রিক উদ্যোগ। ১) মানবিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা বিস্তার, যাতে যুক্তিবোধ ও সহনশীলতা গড়ে ওঠে। ২) তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, যাতে তারা বিভ্রান্তির শিকার না হয়। ৩) মগজধোলাই রোধে সচেতনতা কর্মসূচি ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক প্রচারমাধ্যমের প্রসার।

বিশ্ব যদি সত্যিই শান্তি চায়, তবে অস্ত্র নয়, বিনিয়োগ করতে হবে মানুষের উন্নয়নে। শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন যুদ্ধ আর পণ্য হয়ে উঠবে না।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৭

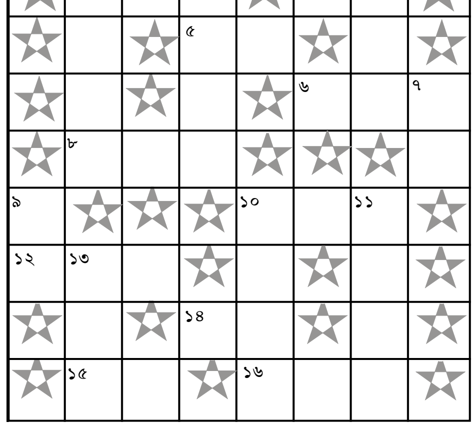

পাশাপাশি : ১। কবিতায় অনাবশ্যক ভূমিকা ৩। বিনাশ, ধ্বংস ৫। অত্যল্প পরিমাণ, সামান্য অংশ বা কণা ৬। বিয়ের জন্য উপযুক্ত ঘর ৮। হোঁচট, ঠোকর, ধাক্কা, প্রতিযোগিতা ১০। সংকোচ, লজ্জা ১২। পাকা হাতের টানা লেখা ১৪। দীপ্তি, আভা, শকুন, প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারবিশেষ ১৫। সোনা রুপোর ওজনের মাপবিশেষ ১৬। পুত্র।

উপর-নীচ : ১। জটিল ঝঞ্ঝাটপূর্ণ ২। মান্যগণ্য, ধনী, ওস্তাদ, লায়েক ৪। প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ, অর্গল বা হুড়কো ৭। আওয়াজ, ধ্বনি, গুজব ৯। দড়ি, জমি জরিপের শিকল বা চেন ১০। ধনুক ১১। মাঠ, অবারিত স্থান, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ক্ষেত্র ১৩। হাতির বাচ্চা।

সমাধান ■ ৪১৪৬

পাশাপাশি : ১। গরজ ৩। শতপদী ৪। গতিক ৫। টায়টায় ৭। সিজ ১০। কাতি ১২। জনশ্রুতি ১৪। গণ্ডক ১৫। ইতিউতি ১৬। মদত।

উপর-নীচ : ১। গড়িমসি ২। জগৎ ৩। শকটারি ৬। টাটকা ৮। জমিন ৯। মতিগতি ১১। তিরপিত ১৩। রকম।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মোদির সিঁদুর প্রচারে ভোটের অঙ্ক

অপারেশন সিঁদুরে মোদিকে জড়িয়ে প্রচারের পোস্টার।

নয়াদিল্লি, ২২ মে : প্রথমে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। তারপর বালাকোটে এয়ারস্ট্রাইক। ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুটি অভিযান নিয়েই অতীতে নির্বাচনি প্রচারের সুর বেঁধেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুটি অভিযানের প্রমাণ চাওয়ায় বিরোধীদের বিশেষ করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে অপমান করার অভিযোগও তুলেছিলেন তিনি এবং বিজেপি নেতৃত্ব। অপারেশন সিঁদুরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

পাকিস্তানকে জানিয়ে সেনাবাহিনী হামলা চালিয়েছিল বলে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের মন্তব্য ঘিরে শাসক-বিরোধী তর্জা চলছিলই। কিন্তু এবার অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ভরা জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর ধারালো ভাষণ থেকে আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল, তাঁর আমলের নতুন ভারতের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর পরাক্রমও ভোট বৈতরণী পেরোনোর নয়া হাতিয়ার। বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বিকানেরের পালানার একটি সমাবেশে মোদি যেভাবে ফিল্মি কায়দায় 'আমার শিরায় রক্ত নয়, গরম সিঁদুর বইছে' বা 'সিঁদুর এখন বারুদে পরিণত হয়েছে' বলে গা-গরম বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে তাঁর ও বিজেপি নেতৃত্বের প্রচারকৌশল স্পষ্ট।

অপারেশন সিঁদুর ও তার জেরে ভারত-পাক সংঘর্ষের পর এটাই ছিল প্রধানমন্ত্রীর প্রথম জনসমাবেশ। ইতিমধ্যে ট্রেনের টিকিটে অপারেশন সিঁদুর এবং প্রধানমন্ত্রীর স্যালুটরত ছবি ছাপা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। মোদির ছবি সহ কাটআউটও রাখা হয়েছে রাস্তার ধারে। সেনাবাহিনীকে রাজনীতি করা উচিত নয় বলে বিরোধীদের প্রায়ই নীতিবাক্য শোনান বিজেপি নেতানেত্রীরা। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যকে সামনে রেখে বিজেপি ইতিমধ্যে দেশজুড়ে তিরঙ্গা যাত্রা বের করেছে। তাতে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি মোদির বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা প্রচার করা হচ্ছে। বস্তুত, এমনটাই সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল। করোনা টিকাকরণের সার্টিফিকেটেও মোদির ছবি দিয়ে প্রচারের আলো কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। প্রধানমন্ত্রী এদিন যেভাবে মরুরাজ্য থেকে 'সিঁদুরে প্রচার'-এ শান দিয়েছেন, তাতে ভোট রাজনীতির অঙ্ক স্পষ্ট।

ঘটনা হল, পহলগাম হামলার পর সন্ত্রাসবাদীদের কল্পনাতীত প্রত্যাঘাতের বার্তাটাও বিহারের মাটি থেকেই দিয়েছিলেন মোদি। সেখানে চলতি বছর অক্টোবর, নভেম্বরে বিধানসভা ভোট। বছর ঘুরলে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, অসমের মতো রাজ্যগুলিতে বিধানসভা ভোট। রাজনৈতিক মহলের একাংশের বক্তব্য, হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদ সবসময়ই বিজেপির কোর অ্যাজেন্ডা। দুটিকে সামনে রেখে বারবার ভোটারদের মন পাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে তারা। সাফল্যও জুটেছে চোখে পড়ার মতো। পহলগাম ও অপারেশন সিঁদুরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম করতে নারাজ গেরুয়া শিবির।

বিজেপির এহেন কৌশলে প্রশ্ন উঠেছে পর্যবেক্ষকদের একাংশের মধ্যে। তাঁদের বক্তব্য, বিরোধী দল বা সাধারণ মানুষ যুদ্ধ কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নিয়ে প্রশ্ন করলেই তাঁদের দেশদ্রোহী এমনকি পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছেন বলে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। বারবার বলা হচ্ছে, সেনাবাহিনীকে নিয়ে বা যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে কোনও রাজনীতি বরদাস্ত করা হবে না। অথচ বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী অপারেশন সিঁদুর নিয়ে দেদার প্রচার করছেন, পোস্টার, ব্যানার তৈরি করছেন। কংগ্রেসের প্রচারবিভাগের নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'আজ বিকানেরে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আরও একবার ফিল্মের অন্তঃসারশূন্য সংলাপের আশ্রয় নিয়েছেন তার থেকে আরও জরুরি হল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দেওয়া। দেশ জানতে চাইছে, পহলগাম হামলার নিষ্ঠুর হত্যাকারীরা এখনও কেন ঘুরে বেড়াচ্ছে? আপনি এখনও পর্যন্ত একটি সর্বদলীয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করেননি কেন? কেনই বা সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকলেন না? আমেরিকা ভূমিকা নিয়ে কেন চুপ করে আছেন?' অপরদিকে কংগ্রেস সাংসদ প্রণীতি শিন্ডে এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রণীতি শিন্ডে বলেন, 'অপারেশন সিঁদুরের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জবাবদিহি নয়, শুধুমাত্র প্রচার এবং আত্মপ্রশংসার দিকে নজর দিয়েছেন। লোকদেখানো প্রচার নয়, দেশের মানুষ জবাব চাইছেন।'

কাশ্মীরের পুঞ্চে পাক গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। ডানদিকে, টোকিওয় গান্ধিমূর্তিতে শ্রদ্ধা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বৃহস্পতিবার।

ডেরেকদের কাছে বাংকারের আর্জি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২২ মে : কাশ্মীর উপত্যকার গভীরে যেখানে ভয় আর ভরসা প্রতিনিয়ত হাত বদল করে, সেখানে পৌঁছেছে তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল। শ্রীনগর থেকে সাড়ে চার ঘণ্টার দীর্ঘ সড়কযাত্রা শেষে বৃহস্পতিবার সকালে তারা পৌঁছায় জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চে। একের পর এক ক্ষতবিক্ষত পরিবার, বিধ্বস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর আতঙ্কে থাকা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। তৃণমূলের দাবি, অসহায় পরিবারগুলির আবেদন,'আমাদের জন্য বাংকার তৈরি করুন।'

প্রতিনিধি দলে ছিলেন মানস ভুঁইয়া, ডেরেক ও' ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ, মমতাবালা ঠাকুর ও নাদিমুল হক। তাঁরা পৌঁছোন প্রাক্তন সেনাকর্মী অমরজিৎ সিংয়ের বাড়িতে। যিনি সম্প্রতি জঙ্গি হামলায় শহিদ হন। তাঁর পরিবার তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে জানায়, আহত অবস্থায় তাঁকে যে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, সেখানে আইসিইউ ও ভেন্টিলেটরের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। পুঞ্চের মতো ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় এই অব্যবস্থা নিয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল নেতারা।

এরপর জিয়াউল উল্লাহ মাদ্রাসায় যান তাঁরা। এই মাদ্রাসার শিক্ষক কারি মহম্মদ ইকবাল নিহত হয়েছেন সাম্প্রতিক হামলায়। খ্রিস্টান স্কুলেও পৌঁছোন প্রতিনিধিরা। যেখানে দুই শিশু-শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে জঙ্গি হামলায়। তাদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন তৃণমূল নেতারা।

স্থানীয় ঠাকুর পরিবারের বাড়ির ছাদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বিস্ফোরণে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে আসে নিরাপত্তার ঘাটতির কথা।

পুঞ্চ সফরের আগের দিন তৃণমূল প্রতিনিধিরা শ্রীনগরে বৈঠকে বসেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে। প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে চলে বৈঠক। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে প্রতিনিধি দল পাঠানোয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ওমর। দুই রাজ্যের মধ্যে উন্নয়ন ও সহযোগিতার নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার ইঙ্গিত দেন দু'পক্ষ।

এদিন ডেরেক ও' ব্রায়েন জানান, ''কাশ্মীরবাসীর যে ভালোবাসা পেয়েছি, তাতে আমরা অভিভূত। আমরা দ্রুত একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পেশ করব। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতের রোডম্যাপ তৈরি হবে, যেখানে দুই রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নই থাকবে অগ্রাধিকারে।' বৃহস্পতিবার রাতে তৃণমূল প্রতিনিধি দল পৌঁছে গিয়েছে রাজৌরিতে। শুক্রবার সকালে সেখানে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে তাদের।

ভারতের দৌত্যে সাড়া জাপানের

টোকিও ও দুবাই, ২২ মে : পাকিস্তানকে কূটনৈতিক পথে প্রত্যাঘাত করা শুরু করল ভারত। জাপান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে কেন্দ্রের তরফে পাঠানো দুটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলই দুই দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইতিবাচক বার্তা পেয়েছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রতিনিধি দলটি টোকিও পৌঁছেই প্রথমে গান্ধিমূর্তিতে শ্রদ্ধা জানায়। সেখান থেকে জাপানে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সিবি জর্জের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সাংসদ প্রতিনিধিরা। রাষ্ট্রদূত তাঁদের বলেন, 'যে সমস্ত দেশ পহলগাম হামলার পর শোকপ্রকাশ করেছিল, জাপান তাদের অন্যতম। আগামী দিনেও আমরা সন্ত্রাসবাদের রমরমা রুখতে জাপানের সাহায্য প্রত্যাশা করছি।'

সেখান থেকে বেরিয়ে প্রতিনিধিরা জাপানের বিদেশমন্ত্রী তাকেশি ইয়াওয়ার সঙ্গে দেখা করেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নয়াদিল্লির লড়াই এবং অবস্থানের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। যারা দোষী তাদের কঠোর সাজা দেওয়ার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। পরে জাপানের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস কমিটির চেয়ারম্যান তাকাশি এন্ডোর সঙ্গেও প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করেন। সমস্ত বৈঠকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের দৃঢ় ও সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরেন তাঁরা। পরে রাইসিনা টোকিও ২০২৫ উদ্বোধনী অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন সাংসদরা। সেখানে জাপান সহ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জাপানের সমর্থনের প্রশংসা করেন তাঁরা। জাপানের পর সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়াতেও যাবে এই প্রতিনিধি দলটি। অন্যদিকে শিবসেনা সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডের নেতৃত্বাধীন দলটির দৌত্যে সাড়া দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। সমস্ত রকমের সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেছে আমিরশাহি। এই দলটি এরপর কঙ্গো, লাইবেরিয়া এবং সিয়েরা লিওন যাবে।

তুরস্ক, চিনের সমালোচনা কেন্দ্রের : অপারেশন সিঁদুরের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানকে ঘিরে তুরস্ক ও চিনের অবস্থানকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করল ভারত। বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানঘনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণের জন্য নয়, বরং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একযোগে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ভারত প্রতিবেশীদের সহযোগিতা চায় । তিনি বলেন, 'আমরা আশা করি, তুরস্ক যেন পাকিস্তানকে কঠোরভাবে সীমান্তপারের সন্ত্রাসে মদত দেওয়া বন্ধ করতে এবং দীর্ঘদিন ধরে লালিত সন্ত্রাসের পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য ও যাচাইযোগ্য পদক্ষেপ করতে অনুরোধ করে। সম্পর্ক গড়ে ওঠে একে অপরের উদ্বেগকে সম্মান করার ভিত্তিতে।' বেজিংয়ের অবস্থান প্রসঙ্গে তিনি জানান, ভারত-চিন সম্পর্কের ভিত্তি হল পারস্পরিক আস্থা, সম্মান এবং সংবেদনশীলতা।

নৃশংসতার বলি বাঘ

গুয়াহাটি, ২২ মে : অসমে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে একটি পূর্ণবয়স্ক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে। বৃহস্পতিবার সকালে গোলাঘাট জেলার ডুমুখিয়া গ্রামের কাছে বাঘটির ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। বাঘপ্রেমী বন্যপ্রাণ সংস্থা 'শের' মৃত বাঘটির পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে নখ, দাঁত, চামড়া উপড়ে ফেলা হয়েছে।

বন আধিকারিক জানিয়েছেন, সকাল খবর আসে, গ্রামবাসীরা একটি বাঘকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই লাঠি দিয়ে পিটিয়ে সেটিকে মেরে ফেলা হয়। বনকর্মীদের আসতে দেখে দ্রুত পালিয়ে যান গ্রামবাসীরা। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও বন আধিকারিকদের অনুমান, বাঘটিকে মানুষখেকো ভেবেই গণপিটুনিতে হত্যা করেছেন গ্রামবাসীরা। যদিও প্রশ্ন উঠছে চোরাশিকারিদের ভূমিকা নিয়ে। বাঘ-বিশেষজ্ঞ জয়দীপ কুণ্ডু বলেন, 'সাধারণ মানুষ বাঘটিকে হত্যা করলে নখ, দাঁত, চামড়া কাটবে কেন? এর অর্থ চোরাশিকারিদের কাজকে গণপিটুনির তকমা দেওয়া হচ্ছে অথবা গণপিটুনিতে বাঘটির মৃত্যুর পর কেউ বা কারা ঠান্ডা মাথায় কাজটি করেছে।'

গুলি বিনিময়ে শহিদ সেনা, হত ২ জঙ্গিও

শ্রীনগর, ২২ মে : বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তওয়ার জেলার সিংপোরা ছত্রু এলাকায় নতুন করে অভিযান শুরু করেছে ভারতের যৌথ বাহিনী। এদিন সেনা-জঙ্গি গুলি বিনিময়ের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে দুই জঙ্গির। এই নিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় গত দু'সপ্তাহে হত্যা করা হল আট জঙ্গিকে। এই যৌথ অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন ত্রাশি'।

বৃহস্পতিবার জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হয়েছেন ভারতীয় সেনার এক জওয়ান। হোয়াইট নাইট কোরের বিবৃতি অনুযায়ী, জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন এক জওয়ান গুরুতর জখম হন এবং পরে তাঁর মৃত্যু হয়। শহিদ জওয়ানের নাম সিপাহি সন্দীপ পান্ডুরঙ্গ গায়কর। তিনি মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলার আকোলে তালুকের করান্ডি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, 'অভিযানে জঙ্গিদের সঙ্গে প্রচণ্ড গুলি বিনিময়ের সময় আমাদের এক সাহসী যোদ্ধা শহিদ হয়েছেন। সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি।'

সেনাবাহিনীর ১১ রাজপুতানা রেজিমেন্ট, ২ প্যারা স্পেশাল ফোর্স, ৭ অসম রাইফেলস ও কিস্তওয়ারের এসওজি-র যৌথ দল এই অভিযান চালাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, সইফুল্লাহ সহ ৩ থেকে ৪ জন জঙ্গি এখনও ওই জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে।

অন্যদিকে বিএসএফের ডিআইজি এসএস মাঁদের দাবি, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পরই জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা সেক্টর দিয়ে অন্তত ৫০ জন জঙ্গিকে ভারতে ঢোকানোর চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। যদিও সেই চেষ্টা ভেস্তে দেয় বিএসএফ।

আমেরিকায় খুন ২ ইজরায়েলি দূতাবাসকর্মী

ওয়াশিংটন, ২২ মে : ইহুদি বিদ্বেষের এক ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী থাকল ওয়াশিংটন ডিসি। বুধবার আততায়ীর গুলিতে খুন হলেন এখানকার ইজরায়েলি দূতাবাসের দুই কর্মী। ইহুদি জাদুঘরের বাইরে গতকালের গুলিবৃষ্টিতে জখম হয়েছেন আরও কয়েকজন।

খাস মার্কিন রাজধানীতে বিদেশি দূতাবাসের বাইরে গুলিচালনার ঘটনায় মুখ পুড়ল ট্রাম্প সরকারের। তিনি এই হত্যাকাণ্ডের কড়া নিন্দা করে ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে বলেছেন, 'এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড স্পষ্টতই ইহুদি বিদ্বেষের ওপর ভিত্তি করে। এখনই তা বন্ধ করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘৃণা ও মৌলবাদের কোনও জায়গা নেই।'

ইজরায়েলি দূতাবাসের নিহত দুই কর্মী কিছুদিনের মধ্যে দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করতেন। আগামী সপ্তাহে জেরুজালেমে তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। দূতাবাসের তরুণ কর্মী একটি আংটি কিনেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত ইয়েচিয়েল লেইটার বলেছেন, 'ওঁরা চমৎকার দম্পতি হতেন। সেদিন একটি সুন্দর সন্ধ্যা ওঁরা উপভোগ করছিলেন।' অভিযুক্ত একজন প্যালিস্থানীয়। নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে আটক করলে সে 'প্যালেস্তাইন মুক্ত' বলে চিৎকার করতে থাকে। ধৃতের নাম ইলিয়াস রডরিগেজ।

'আপনারা সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন'

নয়াদিল্লি, ২২ মে : সবকিছুরই একটা সীমা থাকে। কিন্তু এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অতিসক্রিয়তার যেন কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে বেপরোয়াভাবে কাজ করার জন্য ফের সুপ্রিম কোর্টের কড়া ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল ইডিকে।

তামিলনাড়ুর একটি সরকারি সংস্থার সদর দপ্তরে ইডির হানা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ বৃহস্পতিবার বলেছে, 'ইডি সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একটি সরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা মানে তো সংবিধান এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর তোয়াক্কা না করা।' ইডির সমালোচনা করার পাশাপাশি ওই সংস্থার বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত তদন্তেও স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

'তামিলনাড়ু স্টেট মার্কেটিং কর্পোরেশন' (তাসম্যাক)-এর বিরুদ্ধে ওঠা প্রায় একহাজার কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তভার সম্প্রতি ইডির হাতে তুলে দেয় মাদ্রাজ হাইকোর্ট। এরপরই সংস্থার দপ্তরে হানা দেয় ইডি। এর বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল তামিলনাড়ু সরকার। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি গাভাই

ইডি-কে ফের সুপ্রিম ভর্ৎসনা

> একটা সংস্থার বিরুদ্ধে কী করে মামলা দায়ের হতে পারে, তাও আবার ফৌজদারি মামলা? কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়া উচিত ছিল। আপনাদের ইডি সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।
>
> **বিআর গাভাই**
> *প্রধান বিচারপতি*

এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের ডিভিশন বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি হয়।

শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি বলেন, 'একটা সংস্থার বিরুদ্ধে কী করে মামলা দায়ের হতে পারে, তাও আবার ফৌজদারি মামলা? কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়া উচিত ছিল। আপনাদের ইডি সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

শীর্ষ আদালতে তামিলনাড়ু সরকারের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিবাল। তিনি জানান, ২০১৪ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে রাজ্য সরকার তাসম্যাকের বেশ কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে ৪১টি এফআইআর দায়ের করেছে। এদিকে ইডি সদ্যই তদন্তভার হাতে পেয়ে দপ্তরে হানা দিয়েছে। সকলের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে। সিবালের মন্তব্য, 'এটা ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়।' একই কথা বলেন তাসম্যাকের আইনজীবী মুকুল রোহতগিও।

এরপরই ওই সংস্থার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে, তার কী কী প্রমাণ ইডির হাতে এসেছে, সেই বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থাকে হলফনামা জমা দিতে বলে বেঞ্চ। ইডির হয়ে আদালতে সওয়াল করেন কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু। তিনি জানান, এই বিষয়ে তাঁরা হলফনামা জমা দেবেন।

রাজ্যের ডিএমকে সরকারের অভিযোগ, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে ইডিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে তামিলনাড়ুর ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই এই অভিযান চলছে।

ভাইজানের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে ধৃত ২

মুম্বই, ২২ মে : নিরাপত্তার চক্রব্যূহে থেকেও মোটে শান্তি নেই 'ভাইজান' সলমন খানের। একে তো নায়কের পিছনে খলনায়কের মতো সেঁটে রয়েছে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের বন্দুকবাজরা। তার ওপর নাছোড় অনুরাগীদের দৌরাত্ম্য। গত দু'দিনে দু'বার নায়কের বান্দ্রার বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে। ঘটনায় গ্রেপ্তার

করা হয়েছে অভিযুক্ত দু'জনকেই। প্রথম ঘটনাটি ২০ মে-র সকালে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেন ছত্তিশগড়ের জিতেন্দ্র কুমার সিং নামে এক তরুণ। বাধা পেলে উত্তেজিত হয়ে নিজের ফোন ভেঙে ফেলেন। পরে সন্ধ্যায় ফের ঢোকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পুলিশ কনস্টেবল বান্দ্রা থানার হাতে তুলে দেন। জেরায় তরুণ বলেন, 'আমি সলমনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। পুলিশ বাধা দিচ্ছিল, তাই লুকিয়ে ঢোকার চেষ্টা করেছি।' এরপর ২১ মে ৩৬ বছর বয়সি এক মহিলা ইশা ছাবড়া নয়ককে দেখতে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে ধরা পড়ে যান।

দিশেহারা পর্যটন, সংকটে ভূস্বর্গের অর্থনীতি

পহলগাম হামলার এক মাস

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি,২২ মে : এক মাস পেরিয়ে গেল ২২ এপ্রিলের সেই ভয়াবহ দিনের। জম্মু-কাশ্মীরের পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান ২৬ জন নিরীহ পর্যটক, যাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট বিনয় নারওয়াল এবং স্থানীয় ঘোড়সওয়ার সৈয়দ আদিল হুসেন। আততায়ীরা আজও অধরা, তদন্ত এগোলেও শেষ সাফল্যের মুখ দেখা যায়নি। তবে এরইমধ্যে পালটে গিয়েছে কাশ্মীরের চেহারা, একসময়ের পর্যটনস্বর্গ আজ পর্যটকশূন্য এক আতঙ্কের ছায়াপথ।

হামলার পর কয়েকদিনের মধ্যেই জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের হাত থেকে তদন্তভার নিয়ে নেয় এনআইএ। ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট, প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান সব দিকেই চলছে তল্লাশি। প্রায় ১৫০ জন স্থানীয়, বিশেষ করে ঘোড়সওয়ার, দোকানদার, ফোটোগ্রাফার এবং অ্যাডভেঞ্চার গাইডদের জেরা করা হয়েছে। সন্দেহের তালিকায় এক ব্যক্তি, যিনি হামলার কিছুদিন আগে দোকান খোলেন এবং ঠিক হামলার দিন তা বন্ধ রাখেন। কিন্তু এখনও অধরা আততায়ীরা।

জানা গিয়েছে, হামলায় অংশ নেয় চার জঙ্গি। তিনজন পাকিস্তানি এবং একজন স্থানীয়, আদিল হুসেন ঠোকার, যে একসময় স্কুলশিক্ষক ছিল। পরে পাকিস্তানে গিয়ে লস্কর-ই-তৈবার ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ নেয়। স্কেচ প্রকাশ হয়েছে 'হাশিম মুসা' ও 'আদিলভাই' নামে দুই জঙ্গির। প্রত্যেকের মাথায় ২০ লক্ষ টাকার পুরস্কার।

এই হামলার ঠিক পরেই ভারত চালায় 'অপারেশন সিঁদুর'। ৭ মে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতীয় বিমানবাহিনী গুঁড়িয়ে দেয় ৯টি জঙ্গিঘাঁটি। পালটা জবাবে পাকিস্তান চালায় গোলাবর্ষণ ও ড্রোন হামলা। প্রাণ হারান ১৯ জন নিরীহ নাগরিক, যাঁদের মধ্যে ছিল শিশুরাও।

যদিও তার পরেই ডাল লেকের নীরবতা যেন আজও সেই বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি হয়ে বেঁচে আছে। হামলার আগের ছবিটা ছিল একেবারে আলাদা। রোজ গড়ে ১০-১৫ হাজার পর্যটকে মুখরিত হত কাশ্মীর। এখন সেই সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ২ হাজারে। বুকিং বাতিল, হোটেল বন্ধ, কর্মী ছাঁটাই, সর্বত্র চলছে হাহাকার।

এলাকার শিকারা চালক ফৈয়াজ আহমদ জানান, 'আগে ডাল লেকে লাইন পড়ে যেত শিকারা রাইডের জন্য। এখন শুধু নীরবতা।' শ্রীনগরের হোটেল মালিক জহুর আহমদ জানান,'মে-জুন তো আমাদের পিক সিজন। এখন একটা বুকিংও নেই।'

জম্মু-কাশ্মীর সরকারের পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যের জিডিপি-তে পর্যটনের অবদান প্রায় ১৬-১৮ হাজার কোটি টাকা। কেবল হোটেল ইন্ডাস্ট্রির পরিমাণই ৬,৯০০-৯,২০০ কোটি। ২০১৯ সালের পর থেকে কাশ্মীরে ঘুরেছেন ৯২ লক্ষেরও বেশি পর্যটক। ২০২৪ সালেই এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ, যা ছিল বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা জানিয়েছেন, 'আমরা পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই, যেন মানুষ ফের বিশ্বাস নিয়ে কাশ্মীরে আসেন।'

ট্র্যাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া শুরু করেছে 'চলো কাশ্মীর' অভিযান। দেশের ২,৪০০-এর বেশি ট্র্যাভেল সংস্থাকে যুক্ত করে তারা পর্যটকদের মনোবল ফেরাতে চাইছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আশ্বাসও এসেছে। ২০ মে-র উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

তবে এত কিছুর পরেও পহলগাম হামলা শুধু ২৬টি প্রাণই কেড়ে নেয়নি, ভেঙে দিয়েছে হাজার হাজার মানুষের রুটিরুজির স্বপ্ন। শান্তির পথে ফেরার এই লড়াইয়ে কাশ্মীর আজ দেশের মানুষের সমর্থন আর সরকারের সংহতির অপেক্ষায়। পাহাড়-ঝরনার সৌন্দর্য নয়, জীবিকার আশ্রয় হিসেবেই আজ কাশ্মীর নিজেকে প্রমাণ করতে চায়।

ট্রাম্প-দাবি না জয়শংকরের

কোপেনহেগেন, ২২ মে : ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতিতে মার্কিন হস্তক্ষেপের দাবি খারিজ করে দিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তাঁর সাফ কথা, নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের মধ্যে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে সংঘর্ষ বিরতি হয়েছে। এখানে অন্য কোনও দেশের কোনও ভূমিকাই নেই।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবশ্য সংঘর্ষ বিরতির কৃতিত্ব নিয়েছেন। বুধবারও ওভাল অফিসে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসাকে পাশে বসিয়ে ট্রাম্প ফের দাবি করেন, বাণিজ্যের মাধ্যমে তিনি ভারত-পাকিস্তানের সংঘাত বন্ধ করিয়েছেন। বৃহস্পতিবার নেদারল্যান্ডসে এক সাক্ষাৎকারে জয়শংকর বলেন, 'আমেরিকা তো আমেরিকাতেই ছিল। ভারত এবং পাকিস্তান নিজেদের মধ্যে সরাসরি দর কষাকষির মাধ্যমে সংঘর্ষ বিরতি করেছে। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ সমস্ত দেশকে বলেছি, পাকিস্তান যদি কোনও বোঝাপড়া চায়, তাহলে তাদের উচিত সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা বলা।' বিদেশমন্ত্রীর সাফ কথা, 'যে সমস্ত দেশ আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিল, তাদের সবাইকে আমরা একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছিলাম।

ভারত-পাক কথাতেই সংঘর্ষ বিরতি

শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, সমস্ত দেশকে। সেটা হল, পাকিস্তানিরা যদি লড়াই থামাতে চায়, তাহলে তাদের উচিত সেটা আমাদের বলা। আমরা এটা ওদের থেকে শুনতে চাই। ওদের জেনারেলকে আমাদের জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

জয়শংকর জানিয়েছেন, সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব প্রথমে পাকিস্তানের তরফেই এসেছিল। ভারত শুধু সেই প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছে। তবে ভারত-পাক উত্তেজনা কমাতে মার্কিন প্রশাসন যে চেষ্টা চালিয়েছিল, সেই কথা স্বীকার করেছেন বিদেশমন্ত্রী। জয়শংকর বলেন, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স এবং বিদেশসচিব মার্কো রুবিও কথা বলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদের উদ্বেগের বিষয়টি জানিয়েছিলেন।

পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার নেপথ্যে যে অধুনা পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের ধর্মীয় চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিই দায়ী, সেই কথা জোর গলায় জানিয়ে দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পহলগামে যে সন্ত্রাসবাদীরা ২৬ জন নাগরিককে তাঁদের ধর্মীয় পরিচয় জেনে খুন করেছিল, তারা প্রত্যেকেই আসিম মুনিরের চরম ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত ছিল।'

গোপালপুরে পাকা রাস্তার কাজে বাঁশের পাইলিং দেওয়া নিয়ে ক্ষোভ।

বাঁশ ও মাটির বাঁধে না গ্রামবাসীর

রাজেশ দাস

গোপালপুর, ২২ মে : দীর্ঘদিনের দাবি মেনে পাকা রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল। তবে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব গোপালপুর এলাকায় সেই পাকা রাস্তা তৈরি নিয়েও গোলযোগ বাধল। ওই রাস্তাটির পাশে বেশ কয়েকটি পুকুর ও জলাশয় রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, জলাশয়ের পাড়গুলিতে পাথরের বাঁধ দেওয়ার কথা থাকলেও বর্তমানে কেবল বাঁশ ও মাটি দিয়ে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। ফলে স্থানীয়রা এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

এমনকি পাথরের বাঁধ দিয়ে তারপর পাকা রাস্তার কাজ শুরু করা না হলে গ্রামবাসীরা রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। জেলা পরিষদের উদ্যোগে তিন মাস আগে প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ কিলোমিটার ২০০ মিটার দূরত্বের ওই রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হয়। সেইমতো রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু তারপরেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার জলাশয়ের পাড়বাঁধের কাজ নিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি, বাঁশ ও মাটি দিয়ে জলাশয়ে বাঁধ দিলে পাকা রাস্তা টেকসই হবে না। এবিষয়ে জেলা পরিষদ সদস্যা সুজাতা বর্মন বলেন, 'এনিয়ে আমি এখনও কোনও অভিযোগ পাইনি। তবে ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলব। কাজ যেন সঠিকভাবে করা হয়, সেবিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

গ্রামবাসীদের ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রথমে বলা হয়েছিল রাস্তার পাশের পুকুর ও জলাশয়গুলিতে পাথরের বাঁধ দেওয়া হবে। তাই রাস্তার ধারে গাছও কেটে ফেলা হয়। তবে এখন বাঁশ ও মাটি দিয়ে পাড়বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। তাই স্থানীয়রা বেশ কয়েক জায়গায় বাঁশের বাঁধ দেওয়ার কাজও বন্ধ করেছেন। যদিও ঠিকাদারি সংস্থার পক্ষ থেকে মিরাজ আহম্মেদ বলেন, 'পুকুর ও ছোট জলাশয়ে বাঁশের পাইলিং করা হচ্ছে। তবে রাস্তার পাশে উপনি নদী রয়েছে। নদীর পাড়ে পাথরের বাঁধ দেওয়া হবে। এছাড়া কোথাও ভাঙনের আশঙ্কা থাকলে সেখানেও পাথরের বাঁধের কাজ হবে।'

তবে বৃষ্টির জন্য কাজে কিছুটা দেরি হচ্ছে বলেও তিনি জানান। এক গ্রামবাসী শরৎ বর্মন বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে পাকা রাস্তার দাবি

> বাঁশের বাঁধ দিয়ে রাস্তা পাকা করা হলে এক বছরও রাস্তা টিকবে না। বর্ষায় বাঁশের বাঁধ ভেঙে যাবে। ফলে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
>
> রতনকুমার চক্রবর্তী, গ্রামবাসী

করেছিলাম। তিন মাস আগে রাস্তার কাজের শিলান্যাস হলেও সেভাবে কাজ শুরু হয়নি। এছাড়া পুকুর ও জলাশয়ের ধারে পাথরের বাঁধ দেওয়ার কথা হয়েছিল। এখন বাঁশের বাঁধ দেওয়া হয়েছে। আমরা তাই প্রতিবাদ জানিয়েছি। কিন্তু ঠিকাদারি সংস্থা কোনও কথাই শুনছে না।'

আরেক গ্রামবাসী রতনকুমার চক্রবর্তী বলেন, 'বাঁশের বাঁধ দিয়ে রাস্তা পাকা করা হলে এক বছরও রাস্তা টিকবে না। বর্ষায় বাঁশের বাঁধ ভেঙে যাবে। ফলে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' আলমগির হোসেন নামে এক বাসিন্দার সাফ কথা, 'যদি পাথরের বাঁধ দিয়ে কাজ করা না হয়, তাহলে আমরা রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেব।'

স্থায়ী বেঞ্চই চাই, সার্কিট নয়

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২২ মে : মামলা হস্তান্তর, এসটিএফ মামলা শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়ার ইস্যুকে পিছনে ফেলে জলপাইগুড়ির স্থায়ী পরিকাঠামোয় কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চের দাবিতে এককাট্টা হলেন জলপাইগুড়ির আইনজীবীরা। বৃহস্পতিবার জনশুনানিতে আমজনতার মতামত নেওয়ার পর দলমতনির্বিশেষে জলপাইগুড়ির বারের সদস্যরা জানিয়ে দেন, কোনও সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন নয়, স্থায়ী পরিকাঠামোয় কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চই চালু করতে হবে।

তারজন্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর কাছেও যেতে হলে জলপাইগুড়ির আইনজীবীরা যাবেন। আইনজীবীদের বক্তব্য, তাড়াহুড়ো করে স্থায়ী পরিকাঠামোয় সার্কিট বেঞ্চ চালু করার কোনও প্রয়োজন নেই।

কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালু করার দাবিতে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করতে শুক্রবার জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভাগীয় শহর জলপাইগুড়িতে জিএসটি ট্রাইবিউনাল স্থাপনের দাবিও তুলেছেন আইনজীবীরা। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে শহরের বিভিন্ন মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সাম্প্রতিক আন্দোলনের স্টিয়ারিং কমিটি।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অধীন জলপাইগুড়ি জেলার অংশের মামলা জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়িতে স্থানান্তরের প্রস্তাবের বিরোধিতা, এসটিএফ মামলা শুধুমাত্র শিলিগুড়িতে না করে সংশ্লিষ্ট জেলা আদালতে করা এবং জলপাইগুড়ির মহিলা থানার যেসব মামলা শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকা থেকে আসে, সেগুলি শিলিগুড়িতে সরানোর বিরোধিতা নিয়ে এদিন সন্ধ্যায় বার অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে স্টিয়ারিং কমিটি জরুরি বৈঠক ডেকেছিল। কিন্তু সেইসব ইস্যুকে ছাপিয়ে যায় জলপাইগুড়িতে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চের ইস্যু। বার কাউন্সিলের সদস্য তথা তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি গৌতম দাস বলেন, 'রাজ্য সরকার কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালুর জন্য স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি করে দিয়েছে ৫০১ কোটি টাকা দিয়ে। তাহলে আমরা কেন হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ মেনে নেব? মাদুরাইয়ের সঙ্গেই আমাদের সার্কিট বেঞ্চ চালু হয়েছিল। কিন্তু এখন স্থায়ী পরিকাঠামোয় আমরা সার্কিট বেঞ্চ মানব না।'

জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অভিজিৎ সরকার বলেন, 'দেরি হোক উদ্বোধন করতে। তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু স্থায়ী পরিকাঠামোয় কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চাই।' বৈঠকে আসা প্রবীণ নাগরিক বাপ্পাদিত্য হোড় প্রশ্ন তোলেন, 'হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চের পরিবর্তে সার্কিট বেঞ্চ চালু করার জন্য এত তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে কেন?'

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম চলতি মাসেই পাহাড়পুরে হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি বেঞ্চের পরিকাঠামো সরেজমিনে দেখে গিয়েছেন। খুব শীঘ্রই উদ্বোধন হবে বলে তিনি ইঙ্গিতও দিয়ে যান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক সভা থেকে জানিয়ে যান, সম্ভবত জুলাইয়ে জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ উদ্বোধন করার কথা ভাবছে হাইকোর্ট।

জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে বৈঠক।

জনশুনানি

- শিলিগুড়িতে মামলা হস্তান্তর নয়
- এসটিএফ মামলা নিয়ে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বার অ্যাসোসিয়েশনকে নিয়ে আন্দোলন
- জলপাইগুড়ি মহিলা থানার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অধীন কোনও মামলাই শিলিগুড়িতে স্থানান্তর নয়
- জিএসটি ট্রাইবিউনাল জলপাইগুড়িতে করার দাবি

সরব শুভেন্দু

প্রথম পাতার পর

অনুযায়ী বরাদ্দ দেওয়া হয় না বলেও অভিযোগ তোলেন বিরোধী দলনেতা। পালটা আক্রমণ করেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তাঁর বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমেই রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার উন্নয়ন করছে। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই খোলা হাতে বরাদ্দ দিয়েছেন। আমার কাছে সব প্রমাণ রয়েছে। শুভেন্দু তারকাটা, কখন কী বলেন জানেন না।'

শিলিগুড়ির কর্মসূচিতে উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার অভিযোগকেই হাতিয়ার করলেন শুভেন্দু। তৃণমূলের জমানায় কীভাবে উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত, তা তুলে ধরতে গিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট ও বরাদ্দ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, '২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে ৭৮২ কোটি টাকা বাজেটে ধরা হলেও বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৩০৮ কোটি টাকা। ২০২৩-'২৪-এ বাজেট ছিল ৮৬০ কোটি টাকা। কিন্তু রিলিজ করা হয়েছে ৪৬০ কোটি টাকা।' পাশাপাশি, এর আগে ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষে বাজেটের ৬৭.৭০ শতাংশ, ২০২০-'২১ অর্থবর্ষে বাজেটের ৩৪.৭০ শতাংশ এবং ২০২১-'২২ অর্থবর্ষে বাজেটের ২২.৪০ শতাংশ বরাদ্দ হয়েছে বলে দাবি শুভেন্দুর। চলতি অর্থবর্ষে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের জন্য বাজেট ধরা হয়েছে ৪৪৫ কোটি টাকা। এই খরচ হওয়া নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন তিনি। এমন তথ্য পেশ করে শুভেন্দু বোঝাতে চেয়েছেন, উত্তরবঙ্গের জন্যে বাজেটে যা ধরা হয়, তার সব টাকা মেলে না। যদিও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, মোট ৩,৭০০টি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ৬০০টির কাজ শুধু চলছে। বাকি সব কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গে এইমসের ধাঁচে হাসপাতাল তৈরিকে ইস্যু করে ফেলেছে বিজেপি। ওই সূত্রেই শুভেন্দুর অভিযোগ, 'এইমস তৈরির জন্য অন্তত ২০ বার রাজ্যকে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু রাজ্য জমি দিতে তৈরি না হওয়ায় উত্তরবঙ্গে এইমস তৈরি করা যাচ্ছে না।' নাম না করে এদিন জলপাইগুড়ির এক তৃণমূল নেত্রীকে আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেন, 'ওই জেলার পদস্থ এক নেত্রী এবং তাঁর ভাই মিলে ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদী থেকে বালি-পাথর তুলে পাচার করে দিচ্ছেন।' পাচারের ভাগের টাকা সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ শুভেন্দুর। ক'দিন আগেই উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা নিয়ে সরব হয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক ও বিধানসভায় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ। উঠেছিল বাংলাভাগের প্রসঙ্গ। দলীয় লাইনে তিনি অখণ্ড বাংলার পক্ষে দাবি করলেও, 'উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য দেখতে চায় এখানকার মানুষ', মন্তব্য করেছিলেন শংকর। ওই সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে শুভেন্দু বলেন, 'অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দেব না।'

ফুটছে ঘাসফুল

প্রথম পাতার পর

নিশীথ বাড়িতে কখন থাকেন, কখন চলে যান, জানেন না দলের নেতা-কর্মীরাও। এমনকি দলীয় কর্মসূচিতেও তাঁর দেখা মেলে না সেভাবে।

বিজেপির আমল হোক বা তৃণমূলের জমানা, ভেটাগুড়ি চৌপথিতে উত্তমের দোকানে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে রাজনীতি নিয়ে আড্ডার চেনা ছবির বদল হয়নি আজও। বৃহস্পতিবার ভেটাগুড়ির রাজনৈতিক পালাবদলের গল্পই করছিলেন যতীন্দ্রনাথ বর্মন, ভূপেন সিংহরা। যতীনের কথায়, 'ভেটাগুড়ি বরাবরই বিজেপির শক্ত ঘাঁটি ছিল। এখনও অনেকে মনেপ্রাণে বিজেপি। তবে বর্তমানে এখানে তৃণমূলের পাল্লাই ভারী। ভেটাগুড়ি রাস্তা দিয়ে হাঁটলেই তা বোঝা যাবে।'

বাস্তবে নিশীথ ম্যাজিক উধাও হতেই সাংগঠনিক স্তরে সক্রিয় হয়েছে তৃণমূল শিবির। মন্ত্রী উদয়ন গুহ ভেটাগুড়ি চৌপথিতে সভা করছেন। বুথে বুথে গিয়ে জনসংযোগ কর্মসূচিও চলছে। আর তাতেই ঘাসফুল ফুটতে শুরু করেছে এলাকায়। তৃণমূলের ভেটাগুড়ি-১ এর অঞ্চল সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ বর্মনের কথায়, 'বর্তমানে ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের দখলে। বুথ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বুথ স্তরে থাকা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজ চলছে। আগামী বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে দল যেভাবে নির্দেশ দিচ্ছে আমরা সব কর্মসূচিই পালন করছি। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের কথাও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বাসিন্দাদের জানানো হচ্ছে।'

দলবেঁধে ঘরে ফেরা

সূর্য অস্তাচলে।। বৃহস্পতিবার তপসিতলায় জলঢাকা নদীতে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

ওয়াকফ নিয়ে রায় সংরক্ষিত

নয়াদিল্লি, ২২ মে : ওয়াকফ কি নিছক সেবা, না ধর্মাচরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তা নিয়ে বৃহস্পতিবারও বিতর্কের সাক্ষী থাকল দেশের শীর্ষ আদালত। টানা তিনদিন ওয়াকফ শুনানিতে দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য রায় সংরক্ষিত রেখেছে।

ইসলামে ওয়াকফ ধর্মীয় দানের অংশ না দাতব্য বিষয়- এই প্রশ্ন ঘিরে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে শেষ হয়েছে এই মামলার শুনানি।

মামলাকারীদের যুক্তি, ওয়াকফ সংশোধনী আইন মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন। বুধবার সরকারের তরফে বলা হয়েছিল, ওয়াকফ ইসলামি ধারণা হলেও ধর্মের আবশ্যিক অংশ নয়। জবাবে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল এদিন বলেন, 'ওয়াকফ মানে পরলোকে সুখে থাকার জন্য ঈশ্বরকে উৎসর্গ করা দান। এই দান ঈশ্বরের জন্য, মানুষের জন্য নয়।'

কিন্তু প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বক্তব্য, 'দানধ্যান শুধু ইসলামে হয় না। হিন্দুধর্মেও 'মোক্ষে'র ধারণা আছে।' বেঞ্চের আরেক বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ খ্রিস্টধর্মের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'সব ধর্মেই স্বর্গে যাওয়ার চেষ্টা থাকে।'

নতুন ওয়াকফ আইন স্থগিত রাখার আবেদনের ভিত্তিতে এই মামলা।

কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য, ধর্মীয় অধিকার হিসাবে না ধরলে ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনায় স্বচ্ছতা আনা যাবে। কারণ, ওয়াকফের আওতায় কেবল মসজিদ বা গোরস্থান নয়, মাদ্রাসা ও অনাথ আশ্রমের মতো ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানও পড়ে।

বৃহস্পতিবার আগের মন্তব্য থেকে পিছু হটেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। বুধবার তিনি দাবি করেছিলেন, হিন্দু দেবোত্তর বোর্ড শুধু ধর্মীয় কাজের সঙ্গে যুক্ত।

অন্যদিকে, ওয়াকফ বোর্ড বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ কাজ করে। হিন্দু দেবোত্তর বোর্ড নিয়ে তাঁর মন্তব্য ভুল ছিল বলে মেনে নেন তিনি।

মোদির সভা সফল করতে ১৫টি কমিটি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ মে : মোদির জনসভায় লোক নিয়ে আসার জন্য কোথায় কত গাড়ি পাঠানো হবে সেটা দেখার জন্য আলাদা কমিটি করা হয়েছে। তেমনই আবার জনসভাকে কেন্দ্র করে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাপনা দেখার জন্য কমিটি। রয়েছে অর্থ, প্রচার, ব্যানার, জল, প্রশাসন ইত্যাদি সংক্রান্ত কমিটিও। এরকম প্রায় ১৫টি কমিটি বানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর জনসভা বলে কথা। আর সেই সভা সফল করতে আদাজল খেয়ে যে বিজেপি নামবে না, তা কি কখনও হয়? বর্তমানে আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসভা নিয়ে তাই চূড়ান্ত ব্যস্ততা বিজেপির নেতাদের মধ্যে। মঙ্গলবার থেকে বিজেপির নেতারা পড়ে থাকছেন প্যারেড গ্রাউন্ডেই।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর অফিস (পিএমও) থেকে পাঁচজন কর্মী এসে প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শন করেন। কোন এলাকায় মঞ্চ হবে, কোন এলাকায় হেলিপ্যাড হবে সেইসব তাঁরা খতিয়ে দেখেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির নেতা ও জনপ্রতিনিধিরাও। প্রধানমন্ত্রীর অফিসের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করার পর আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'জনসভার সঙ্গে একটি প্রশাসনিক সভাও হবে প্যারেড গ্রাউন্ডে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কর্মীরা সবটাই নিজেদের মতো করে দেখে গেলেন। তাঁদের যেগুলো করণীয় তাঁরা সেটা করবেন।'

সভার জন্য প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শন। বৃহস্পতিবার।

অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর সভা সফল করার জন্য বিজেপির নেতাদের আলাদা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দু'দিন ধরে জেলা বিজেপির নেতাদের নিয়ে বৈঠক করে চলেছেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার শহরের একটি হোটেলে বিজেপির জেলা কমিটির নেতা এবং সব মণ্ডল সভাপতিকে নিয়ে বৈঠক করেন অমিতাভ। সেখানে ওই বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা হয়। বৈঠকের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'পুরোটাই সাংগঠনিক বিষয়। প্রধানমন্ত্রীর জনসভা সফল করাই এখন আমাদের মূল লক্ষ্য।' অমিতাভ ছাড়াও এদিন ওই বৈঠকে ছিলেন মনোজ টিগ্গা, আরেক রাজ্য সম্পাদক দীপক বর্মন, জেলা বিজেপির সভাপতি মিঠু দাস, প্রাক্তন সভাপতি ভূষণ মোদক, বিধায়ক বিশাল লামা প্রমুখ। দীপককে প্রধানমন্ত্রীর এই কর্মসূচির আহ্বায়ক করা হয়েছে। এদিনের বিজেপির ওই সভায় মণ্ডল সভাপতিদের জানানো হয়, ২৯ মে'র জনসভা নিয়ে সব এলাকায় জোরদার প্রচার করতে হবে। টার্গেট ৭৫ হাজার থেকে ১ লক্ষ লোকসমাগম। কোন এলাকায় কত গাড়ি পাঠানো হবে সেটারও তালিকা তৈরি করা শুরু হয়েছে।

যে ১৫টি কমিটি বানানো হয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে ৪-৭ জন করে নেতাকে রাখা হয়েছে। শুক্রবার থেকে জেলাজুড়ে জোরদার প্রচার করতে বলা হয়েছে।

তিনদিন নির্জলা

প্রথম পাতার পর

আবার দীর্ঘদিন ধরে এক জায়গা থেকে জল তোলার কারণে কোনও কোনও জায়গা থেকে ঠিকমতো জল উঠছে না। আর এসব কারণে প্রায়ই পানীয় জল সরবরাহে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বাসিন্দাদের। প্রশ্ন উঠছে, পানীয় জলের জন্য রাজ্য থেকে যখন পুরসভাকে কোটি কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে তখন জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে কেন অত্যাধুনিক করে তোলা হচ্ছে না। ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শেফালি অধিকারী বলেন, 'তোর্ষার পানীয় জল বাড়িতে অনেকদিন ধরেই আসে না। পাম্প লাইনের জল যেটা আসে। সেটাও খুব অল্প অল্প পড়ে।' ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পম্পা ভট্টাচার্যর কথায়, 'তোর্ষার পানীয় জল কয়েকদিন ধরে আসছে না। ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ভালভ খারাপ হয়ে গিয়েছে। মাটির গভীর থেকে তোলা যে জল সরবরাহ করা হয় সেটা খাওয়ার উপযুক্ত নয়। বাসিন্দারা পানীয় জল নিয়ে যথেষ্ট সমস্যায় রয়েছেন। বিষয়টি পুরসভাকে জানিয়েছি।'

তড়িঘড়ি খালি

প্রথম পাতার পর

তাঁদের সঙ্গে একজন ডিআইবি অফিসারও ছিলেন। এরপর তাঁরা চারজন মিলে কিছুক্ষণ কথা বলে একসঙ্গে গাড়িতে করে চলে যান। এরপরই ডিএম অফিসের সমস্ত কর্মী, আধিকারিকরা নীচে নেমে এসে যে যার মতো চলে যান।'

এদিন বিকেল চারটে নাগাদ জেলা শাসকের দপ্তর লাগোয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দপ্তরও কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অঙ্গীরা দত্ত বলেন, 'আমার অফিসের কর্মীরা জেলা শাসকের অফিসে গিয়েছিলেন একটি কাজের জন্য। ওঁরা এসে বলেন, অফিস পুরো ফাঁকা, কেউ নেই। বিকাল চারটে নাগাদ আমি আমার অফিসের কর্মীদেরও অফিসের বাইরে চলে যেতে বলি।'

পুলিশের এক অফিসার জানিয়েছেন, একটা মেল আসার পরই আতঙ্ক ছড়ায়। জেলা শাসকের অফিস সূত্রেও জানা গিয়েছে, দুপুর দুটো নাগাদ কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল ও ডিআইবি অফিসার হিমাংশু বিশ্বাস জেলা শাসকের দপ্তরে যান। তাঁরা আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই অফিসের কর্মী-আধিকারিকরা তড়িঘড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে যান।' জেলা শাসকের দপ্তরের আরেক কর্মী জানান, ২টো ২০ মিনিট নাগাদ আমাদের সকলকে অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়। আজ অফিসে আর আসার দরকার নেই বলেও জানানো হয়। আমরা তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ি। জেলা শাসকের দপ্তরের নীচে থাকা এক পুলিশকর্মী জানান, দুপুর ২টো-আড়াইটে নাগাদ সকলকে অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি। কিন্তু কী কারণে তা জানি না।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেও জেলা শাসকের অফিস একইভাবে শুনসান ছিল। মক ড্রিল না বোমাতঙ্কের কারণেই অফিসের এমন হাল, তা নিয়ে দিনভর জল্পনা চলতে থাকে। সকলেরই প্রশ্ন, যদি মক ড্রিল হয় তাহলে তো সাইরেন বাজার কথা। দ্বিতীয় প্রশ্ন, যদি বোমাতঙ্কের কারণে অফিস ফাঁকা করা হয় তাহলে তো অফিসের চারদিকের রাস্তায় পুলিশ পাহারা রাখা উচিত ছিল। কিন্তু সেরকমও কিছু দেখা যায়নি। বিশিষ্ট আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'আমরা বোমাতঙ্কের ঘটনা শুনেছি। তবে এটা সত্যি না গুজব তা জানি না। তবে যাই হোক, ঘটনার যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত। যদি গুজব হয় তাহলে এই গুজব কারা ছড়াল, কী উদ্দেশ্যে ছড়াল সেটাও দেখা উচিত।'

সিঁদুরই বারুদ

প্রথম পাতার পর

দেশজুড়ে যুদ্ধের সাফল্য প্রচারে বিজেপি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তিনিও নিয়েছেন বোঝা গেল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যারা এতদিন ভাবত, ভারত চুপ করে থাকবে, তারাই আজ ঘরে ঢুকে গিয়েছে। আমাদের সরকার তিন বাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল। তারা একসঙ্গে এমন একটি ফাঁদ তৈরি করেছিল যে, পাকিস্তান হাঁটু মুড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে।'

তাঁর কথায়, 'পরমাণু হামলার হুমকি দিয়ে ভারতকে আর ভয় দেখানো যাবে না। এবার থেকে দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলা হলে উচিত জবাব দেওয়া হবে। সেই প্রত্যাঘাতের পন্থা এবং সময় আমাদের বাহিনী ঠিক করবে।' সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতায় ভারতের অবস্থান তুলে ধরতে ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল।

কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে, এক মাস কেটে গেলেও এখনও কেন পহলগাম হামলার সন্ত্রাসবাদীদের হদিস পাওয়া গেল না কেন? পাকিস্তানকে না হয় সবক শেখানো গিয়েছে। কিন্তু দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া গেল না কেন? এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছে কংগ্রেস। বারবার দাবি তোলা সত্ত্বেও এখনও সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকেনি কেন্দ্র সরকার।

এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। বিকানেরে মোদির বৃহস্পতিবারের ভাষণকে তিনি সিনেমার মতো অন্তঃসারশূন্য সংলাপ বলে কটাক্ষ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য এসব সমালোচনায় কর্ণপাত করেননি। বরং অপারেশন সিঁদুরকে সামনে রেখে তিনি যে প্রচারের সুর সপ্তমে নিয়ে যাবেন, তার আভাস দিয়েছেন। বিকানেরের সমাবেশে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান বিকানেরে আমাদের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের রহিম ইয়ার খান বায়ুসেনা ঘাঁটি আবার কবে খুলবে, কেউ জানেন না। সেটা এখন আইসিইউয়ে আছে।' তারপরই মোদির স্পষ্ট আস্ফালন, 'পাকিস্তান কখনও ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জিততে পারবে না। যতবার তারা আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে নামবে, ততবারই হারবে।'

মোহনবাগান নির্বাচনেও পিসি-ভাইপো

প্রথম পাতার পর

আগে যা ছিল কার্যত নিয়ম। আজ আসবেন কেন? তাঁরা জানেন, মোহনবাগান চলে মোমিনপুরে ডায়মন্ড হারবার রোডে গোয়েঙ্কাবাবুর অফিস থেকে। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সঙ্গে মোহনবাগান কর্তাদের যোগাযোগের মাধ্যম বিনয় চোপড়া। দেবাশিসরা কেউ নন।

এত কথা লিখতে হচ্ছে মোহনবাগানের হাস্যকর নির্বাচনি নাটক দেখে। জলসাঘরের ছবি বিশ্বাস হয়ে বেঁচে কর্তারা। তবু এঁদের যে কাজের জন্য কালিদাস অপেরার যাত্রাপালা বলা হত, সেই পালাগানে অভিনয়ের ক্ষমতা এঁরা হারাননি।

এই মোহনবাগান নির্বাচনের সামগ্রিক গুরুত্ব কী আছে? কিছু নেই। শুধু জনাচারেক মানুষের ব্যক্তিগত প্রচার ও ব্যবসায় কাজে লাগানো। যে মোহনবাগানের প্রেসিডেন্ট-সচিব ছিলেন ধীরেন দে, টুটু বসু এবং অঞ্জন মিত্র, তা এখন কালের গর্ভে।

গুরুত্ব অন্য জায়গায়। মোহনবাগানের দুই গোষ্ঠীর কর্তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তৃণমূলের দুই প্রধান নেতাকে কাজে লাগানোর। এক পক্ষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিচ্ছেন। অন্য পক্ষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মমতা-অভিষেকের নাম করে, তাঁদের ব্যক্তিগত ঝামেলার কথা খোলা হাটে বুঝিয়ে রাজ্যের বহু জায়গায় তাঁদের নামে টাকা তোলেন এক শ্রেণির তৃণমূল নেতা। দুর্নীতিতে টলমল রাজ্য। অথচ হয়তো মমতা বা অভিষেক জানতেই পারেননি।

আজকের শূন্যগর্ভ ফুটবলহীন মোহনবাগানের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটতে পারে। আবার নাও খাটতে পারে। হয়তো মমতা, অভিষেক দুজনেই জানেন কর্তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা। বন্ধু সেজে আখের গুছিয়ে পরে ছুরি মারামারির কথা। তবু এই কর্তাদের তোল্লাই দিয়ে যাচ্ছেন। কালীঘাটের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ফাটল, বালিগঞ্জের বসু পরিবারের ফাটল কাজে লাগিয়ে চলেছেন তাঁদেরই তথাকথিত সুহৃদরা। ফাটল আরও উসকে দিয়ে। যত ফাটল থাকে, তাতে এই ময়দানি কর্তাদের লাভ।

এই ধরনের কাজ অতীতে দেখেছি ময়দানের বিখ্যাত দত্ত, ডালমিয়া, গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারে। ফারাক একটাই। এই কালিদাস নেতারা কখনও কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যবহার করার সাহস দেখাতে পারেননি। সাহস পাননি অভিষেকের নাম ব্যবহার করতে। এখন পারছেন।

এই যে ইস্টবেঙ্গলের দেবব্রত আগে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট মহাকরণের অন্দরে ঘুরে বেড়াতেন। এই যে দেবাশিস একটা সময় উপরে ওঠার মই হিসেবে ব্যবহার করেছেন অঞ্জন মিত্রকে। টুটু-অঞ্জনের ঝামেলা মেটানোর বদলে সৃঞ্জয়কে ধরেছেন মই করবেন বলে। এখন মই আবার অন্য। দেবব্রত-দেবাশিস--দুই দেব এখন ক্ষমতা ধরে রাখতে মমতাকে ধরেছেন।

মমতার বহু ভালো দিক আড়ালে চলে যায় এমন ক্ষমতালোভীদের আশকারা দেওয়ায়। তাঁকে বোঝানো হয়, আমাদের লোকেরা আপনারই ভোটার হবে। এই করে করে টালিগঞ্জে স্বরূপ বিশ্বাস হিটলারি কাজে ইন্ডাস্ট্রি শেষ করছেন। মমতা নির্বাক। মোহন-ইস্টেও তাই।

নবান্নকে বোঝানো হয়, প্রচুর পরিবার নাকি এদের সঙ্গে জড়িত। ভোট আসবে প্রচুর। কত ভোট? এদের একনায়কতন্ত্রে বরং প্রবল ক্ষোভে বহু সমর্থক ভোটই দেন না শাসককে। মিথ্যে বোঝালে হবে? স্বরূপের আবার সবই চাই। সিনেমা, ফুটবল, রাজ্য গেমস। সব জায়গায় ডোবানোয় তিনি ইদানীং নাম কিনেছেন।

অতীতে সব পার্টির নেতারাই মোহন-ইস্ট মাঠে আসতেন। সেখানে রাজনৈতিক পরিচয় বিসর্জন দিয়ে। স্বপ্নের মোহনবাগানে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়-সুব্রত মুখোপাধ্যায়-যতীন চক্রবর্তীরা একসঙ্গে বসে আড্ডা দিতেন। এখন সেসব কয়েক আলোকবর্ষ দূরের ব্যাপার।

আজকের মোহনবাগান আবার তৃণমূলের সম্পত্তি হয়ে উঠেছে যেন। একে তো মমতা-অভিষেককে কাজে লাগানো হচ্ছে। নেমে পড়েছেন অনেক নেতা, মন্ত্রী, মেয়র, ডেপুটি মেয়র। কেউ জানেন না, এই নির্বাচনের কোনও গুরুত্ব নেই ফুটবলের প্রেক্ষাপটে। এত বোকা হন নেতারা? বাংলার এজন্যই দুরবস্থা। সৃঞ্জয় মমতার আশীর্বাদ পাচ্ছেন শুনে দেবাশিস ধরেছেন অভিষেক-ঘনিষ্ঠদের। সিপিএমের কিছু কচি নেতাকেও দেখা যাচ্ছে প্রচারে। মোহনবাগান বিক্রি হয়ে যাওয়ার সময়, নাম বদলের সময় এঁদের কাউকেই প্রতিবাদ করতে দেখিনি। মমতার দাদা ও ভাই পর্যন্ত মাথা ঘামানো অভ্যাস করে ফেলেছেন ময়দানে। যেখানে তাঁদের হাত, সেখানেই ব্যর্থতা। তাঁরাও প্রতিবাদে যাননি।

কতজন তৃণমূল নেতা এখন ক্লাবের পদে, ভাবুন! তাঁদের দু-একজনের নজর, এককালের হরিহর আত্মা সৃঞ্জয়-দেবাশিস কুৎসিত ঝামেলা কাজে লাগিয়ে ক্লাব প্রেসিডেন্ট হয়ে যাওয়া। দু'পক্ষের ঝামেলা বরং বাড়িয়ে দিচ্ছেন তাঁরা। তারপর হঠাৎ সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন। অম্লান যুক্তি দেবেন, সব পক্ষই তো আমাকে চাইছে ভাই, কী করব...। ডায়ালগ এখন থেকেই তৈরি।

প্রশ্ন হল, ফুটবলহীন মোহনবাগানে কে ক্ষমতায় এল, কে এল না, তাতে সমর্থকদের কি আদৌ কিছু এসে যায়? শুধু হাতেগোনা কিছু স্বার্থান্বেষীর লাভ। যাঁরা শেষ জীবনে অঞ্জনকে চরম হেনস্তা করে চোখের জল ফেলার জন্য দেবাশিসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেন, তাঁরা এখন আবার দেবাশিসের সঙ্গে। অঞ্জন-কন্যা সোহিনী পর্যন্ত। একটা সময় সোহিনী ও তাঁর স্বামী কল্যাণ চৌবেকে তাড়ানোর চেষ্টা হত কল্যাণ বিজেপি নেতা বলে। আজ তাঁরা সবাই মিলেমিশে একাকার। স্বর্গে বসে অঞ্জন নিশ্চয়ই বুঝে পাচ্ছেন না, কাঁদবেন না হাসবেন। বাম আমলে তিনি একাই যুবভারতীর এলাকায় পাঁচতারা হোটেল তৈরির বিরোধিতায় নেমেছিলেন। সমর্থন পাননি কারও।

মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের সদস্যদের অধিকার নেই। তাহলে এই ভোটের লাভটা কি? ভোটে নাকি ফুটবল সচিবের পদ থাকবে। কীসের ফুটবল সচিব? ফুটবল তো চালান গোয়েঙ্কার লোকজন।

আন্তর্জাতিক খেলার নিয়মনীতি তুড়ি মেরে উড়িয়ে টাকার পাহাড়ের শৃঙ্গে থাকা সিএবিতে মমতা বসিয়ে দিয়েছিলেন সৌরভ ও অভিষেককে। পরে স্নেহাশিসকে। সব নবান্নতে বসে সিদ্ধান্ত। জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এ খেলা খেলেছেন শচীন সেন বা প্রসূন মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে। মোদি-শা এ খেলা চালিয়েছেন জয় শা বা রোহন জেটলিকে কুর্সিতে বসিয়ে। এখন মমতা বনাম অভিষেক হাওয়া ওঠে। নেতারা ফায়দা তুলতে যান। তারপর হঠাৎ দেখেন, পিসি-ভাইপো এক। মোহনবাগানেও হয়তো এমন হবে। বিশ্বাসঘাতকরা গড়াগড়ি খাবে চোখের জলে।

এবং... এবং তৃতীয় পক্ষের কোনও সমীকরণ প্রিয় বলিয়ে কইয়ে মুখ দুই দলের সমঝোতায় নেমে, নিজেই টুক করে সিংহাসনে বসবেন নবান্নের অলিন্দে।

অনুশীলন শুরুর আগে বিরাট কোহলির সঙ্গে হর্ষল প্যাটেল। বৃহস্পতিবার।

বুমরাহর হাত পরিষ্কার করালেন নীতা

সেরার পুরস্কার স্ত্রীকে উৎসর্গ সূর্যকুমারের

মুম্বই, ২২ মে : দিল্লি ক্যাপিটালসকে বল হাতে ধুয়ে দিয়েছেন।

দলকে প্লে-অফে তোলার পর নিজের সেই হাত পরিষ্কার করেও নিলেন। তাও আবার স্যানিটাইজার দিয়ে! ম্যাচের পর মালকিন নীতা আম্বানির সঙ্গে করমর্দনের পালা। দলের তারকা পেসারের সঙ্গে হাত মেলানোর আগে জসপ্রীত বুমরাহর হাতে স্যানিটাইজার ঢালেন দলের মালকিন। তারপর হাতে হাত মিলিয়ে শুভেচ্ছা! সৌজন্যে ফের করোনার রক্তচক্ষু।

শুধু বুমরাহ নয়, বাকিদের হাত স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করে তারপর করমর্দন। দুরন্ত জয়, প্লে-অফের টিকিট পাওয়ার আবেগের মাঝে এই দৃশ্য বেমানান হলেও করোনা নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিল নীতা আম্বানির যে পদক্ষেপ।

স্লো স্টার্টার এবং শেষ পর্বে ভয়ংকর মুম্বই। শুরুতে টানা হারের পরও একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির রয়েছে আম্বানি ব্রিগেডের। এবারও তেমন কিছু ঘটতে চলেছে, মনে করছে ক্রিকেটমহল। গুজরাট টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, পাঞ্জাব কিংসের পর চতুর্থ দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত (এগারো বার)। শেষ ম্যাচ (২৬ মে, পাঞ্জাব কিংস) জিতলে লিগ টেবিলে প্রথম দুইয়ে থাকার হাতছানিও রয়েছে।

প্লে-অফ নিশ্চিত করার পর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ঘুরে দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

> যে কোনও সময় বুমরাহ ও স্যান্টনারের হাতে বল তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারি। ওদের দক্ষতা ও নিখুঁত বোলিং আমার কাজ সহজ করে দিয়েছে। ব্যাটিংয়ে সূর্য ও নমন দারুণ ফিনিশ করল।
>
> -হার্দিক পান্ডিয়া

জয়ের পর হার্দিক পান্ডিয়া, বুমরাহদের নিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাসে যেন সেই লক্ষ্যের প্রতিফলন। কাপ জিতে তবেই পুরোদস্তুর সেলিব্রেশনের ভাবনা। মাঠ ছাড়ার আগে দলের পতাকা হাতে ওয়াংখেড়েতে হার্দিকদের ভিকট্রি ল্যাপ রং ছড়াল। সমর্থকরাও চেটেপুটে যার স্বাদ নিলেন। ডাগআউটে নীতা আম্বানি পুত্র সহ স্বাগত জানালেন তাঁর সেনাদের।

প্রথমে ব্যাটিং করে দ্রুত রোহিত শর্মা (৫), রায়ান রিকেলটন (২৫), উইল জ্যাকসদের (২১) উইকেট হারায় মুম্বই। দিল্লির স্পিন জুটি কুলদীপ যাদব, বিপরাজ নিগমের সঙ্গে মুস্তাফিজুর রহমানের নিয়ন্ত্রিত পেস বোলিং রানের গতি আটকে দেয়। একসময় দেড়শো স্কোরও দূর অস্ত মনে হচ্ছিল। সেখান থেকে সূর্যকুমার যাদব (৪৩ বলে অপরাজিত ৭৩), নমন ধীরের (৮ বলে অপরাজিত ২৪) দাপটে ১৮০/৫ স্কোরে পৌঁছে যাওয়া।

মুম্বইয়ে বাড়ছে করোনা। তাই হাত মেলানোর আগে সূর্যকুমার যাদবকে স্যানিটাইজার দিচ্ছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালকিন নীতা আম্বানি।

যে পুঁজি নিয়ে বাকি কাজটা সারেন বুমরাহ (১২/৩) ও মিচেল স্যান্টনার (১১/৩)। শেষপর্যন্ত ১২১ রানেই দৌড় শেষ ফাফ ডুপ্লেসির দলের (নিয়মিত অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল খেলেননি)। প্লে-অফের টিকিট পকেটে পুরে হার্দিক বলছিলেন, 'যে কোনও সময় বুমরাহ ও স্যান্টনারের হাতে বল তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারি। ওদের দক্ষতা ও নিখুঁত বোলিং আমার কাজ সহজ করে দিয়েছে। ব্যাটিংয়ে সূর্য ও নমন দারুণ ফিনিশ করল।'

ম্যাচের সেরা সূর্য মজার সুরে বলেছেন, 'স্ত্রী বলত, সবকিছু পাচ্ছ, কিন্তু ম্যাচের সেরা পুরস্কার কোথায়? ১৩ ম্যাচ পর পেলাম। তাই একটু বেশি স্পেশাল এই পুরস্কার। এটা স্ত্রীর জন্য থাকল। দলগত সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলতে পারায় খুশিটা দ্বিগুণ। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছি। নমন শেষদিকে বিক্রম দেখাল। তখনই বুঝে গিয়েছিলাম, প্রয়োজনীয় স্কোরের থেকে ১৫-২০ রান বেশি পেয়ে গিয়েছি।'

লাল রঙা পিচে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের 'রক্তাক্ত' করার উচ্ছ্বাস ধরা পড়ল স্যান্টনারের গলাতেও। সাফল্যের রহস্য ফাঁস করে নিউজিল্যান্ডের তারকা স্পিনার জানান, কিছুটা মন্থর উইকেট ছিল। চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব উইকেটের সোজা বল রাখতে। তাতেই সাফল্য।

পালটা দিতে প্রস্তুত অভিষেকরা

বিরাট শোয়ের অপেক্ষায় নবাবের শহর

লখনউ, ২২ মে : ম্যাচটা ঘরের মাঠে খেলার কথা ছিল।

যদিও আবহাওয়ার চোখ রাঙানিতে বিধি বাম। ঝুঁকি এড়াতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ বেঙ্গালুরু থেকে সরানো হয়েছে লখনউয়ে। বদলে যাওয়া সূচিতে শুক্রবার যে ম্যাচে নবাবের শহরে মুখোমুখি দুই দল। হায়দরাবাদ (১২ ম্যাচে ৯) ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছে। আরসিবি (১২ ম্যাচে ১৭) সেখানে প্লে-অফে নিশ্চিত।

বিরাট কোহলিদের লক্ষ্য এবার প্রথম দুইয়ে থাকা। লিগ টেবিলে গুজরাট টাইটান্সের ঠিক পিছনেই আরসিবি। তবে পিছু ধাওয়া করছে প্লে-অফে থাকা পাঞ্জাব কিংস (১২ ম্যাচে ১৭) ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও (১৩ ম্যাচে ১৬)। ব্যবধান বাড়িয়ে নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করতে জয় ছাড়া কিছু ভাবছে না আরসিবি।

আইপিএলে আজ
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : বেঙ্গালুরু
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

হায়দরাবাদের কিছু হারানোর নেই। বিদায়ের ক্ষতে প্রলেপ দিতে বাকি দুই ম্যাচ জিতে সমর্থকদের মুখে কিছুটা হাসি ফোটানো গুরুত্ব পাচ্ছে। গত ম্যাচে যে ভাবনার সামনে ভেঙে চুরমার লখনউয়ের প্লে-অফের স্বপ্ন। অভিষেক শর্মা, প্যাট কামিন্সরা চাইবেন আগামীকাল বিরাটদের পার্টি মুড়ে জল ঢালতে।

যদিও নবাবের শহরে বিরাটদের বিন্দাস মেজাজকে বিগড়ে দেওয়া সহজ হবে না। বিশেষত যেখানে প্রথম আইপিএল ট্রফির লক্ষ্যে বিরাট (৫০৫ রান) 'রোলস রয়েসের' গতিতে ছুটছেন। ফিল সল্ট, রজত পাতিদাররা মোটামুটি ছন্দে। টিম ডেভিডের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে ট্রফির স্বপ্নপূরণ করতে হলে নিজেদের সেরাটা বের করে আনতে হবে সল্ট, পাতিদারদের।

হেডকোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার আশ্বস্ত করলেন, অসুস্থতা এবং চোট কাটিয়ে সল্ট (জ্বর), পাতিদার (আঙুলের চোট) দুইজনেই প্রস্তুত। হোম ম্যাচ লখনউয়ে খেলতে হওয়ায় সমর্থকদের জন্য খারাপ লাগলেও, অ্যাওয়ে ম্যাচে সাফল্যের গ্রাফের কথাও মনে করিয়ে দিলেন বিরাটদের কোচ।

দেবদত্ত পাডিক্কালের অনুপস্থিতিতে ব্যাটিংকে ধারালো করতে নিউজিল্যান্ডের টিম সেইফার্টকে (জেকব বেথেলের পরিবর্তে দলে অন্তর্ভুক্তি) নিয়েছে আরসিবি। সেইফার্টের বিগহিট নেওয়ার ক্ষমতা টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দেবে। অবশ্য ২৪ মে-র আগে সেইফার্টকে খেলাতে পারবে না আরসিবি। ফলে যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়ে কাজ চালানোর চ্যালেঞ্জ।

বাকিরা অবশ্য ফুরফুরে মেজাজে। প্লে-অফের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার পর অনেকটাই চাপমুক্ত। হায়দরাবাদ ছিটকে গেলেও গতবারের ফাইনালিস্ট। দলে একঝাঁক ম্যাচ উইনার। তবে চলতি লিগে যার সুফল মেলেনি। যে কোনও পরিস্থিতিতে ব্যাটিং বিস্ফোরণ ঘটাতে গিয়ে নিজেরাই সবকিছু ঘেঁটে দিয়েছে। তবে অভিষেক, ঈশানদের ব্যাটিং মানসিকতায় পরিবর্তনের আশা করা বৃথা। ফলে আগামীকালও সেই 'বল দেখো আর ব্যাট ঘুমাও' স্ট্র্যাটেজি।

আরসিবি বোলিং কীভাবে সেই চ্যালেঞ্জ সামলায় চোখ থাকবে। জোশ হ্যাজেলউডের পরিবর্ত লুঙ্গি এনগিডি ভরসা জোগাচ্ছেন। আছেন অভিজ্ঞ ভুবনেশ্বর কুমারও। একানা স্টেডিয়ামের স্পিন ফ্রেন্ডলি পিচে ক্রুণাল পান্ডিয়া ঘাতক হতে পারেন। সবমিলিয়ে এগিয়ে আরসিবি। তবে অতীত পরিসংখ্যানে পাল্লা ভারী হায়দরাবাদের (১৩-১১)।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের প্রস্তুতিতে অভিষেক শর্মা।

জয়ে ফিরতে আশাবাদী সন্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মে : ফুটবল কখনও আনন্দ দেয় আবার কখনও যন্ত্রণা। লম্বা সময় খেলার পর এটাই উপলব্ধি সন্দেশ ঝিংগানের।

দিন কয়েক হল ভারতীয় দলের শিবির শুরু হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এখন বারবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ভারত কেন জয়ে ফিরতে পারছে না এবং কবে জয়ে ফিরবে। এদিন দলের অন্যতম সিনিয়ার ফুটবলার সন্দেশ প্রশ্ন উঠতেই বলেছেন, 'সবথেকে সহজ উত্তর হল ফুটবল এরকমই তবে এটুকু বলি নিজেদের দায় এড়ানো যায় না। হ্যাঁ, আমরা হয়তো ভালো খেলতে পারছি না। ২০২৩ সালের পর কতগুলো ম্যাচ খেলেছি সেটা মনে করতে পারছি না। তবে আমাদের ফর্ম যে খারাপ গেছে সেটা মানছি। আমরা পরপর দুইটি এশিয়ান কাপে খেলেছি যা অবশ্যই বড় ব্যাপার ছিল। অথচ একটা সময় ছিল যখন আমরা ১৭৩ নম্বরে ছিলাম। সেসময় এটা কেউ কল্পনাও করেনি। তবে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে জয় পাওয়াটা জরুরি। আশা করছি, এই খারাপ সময়টা কেটে যাবে।' হংকং ম্যাচের আগে ব্যাংককে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। এই দুই ম্যাচ কে কীভাবে দেখছেন জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছেন, 'আমাদের কাছে এই দুই ম্যাচেরই গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা এর আগে এক প্রীতি ম্যাচে মালদ্বীপকে ৩-০ হারাই। তারপরে বাংলাদেশ ম্যাচটা জিততে পারিনি। কিছু ভুলত্রুটি হয়েছে। সেগুলো শুধরে নেওয়ার জন্য থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে নিজেদের দেখে নেওয়াটা খুব জরুরি ছিল। সেই ব্যবস্থাই করেছেন কোচ। আশা করছি হংকংয়ের বিরুদ্ধে আমরা ভালো খেলে জয়ে ফিরতে পারব।'

বাংলাদেশের বিপক্ষে ডিফেন্ডাররা নিজেদের কাজ ঠিকঠাক করে ক্লিনশিট রাখলেও স্ট্রাইকাররা গোল পাচ্ছেন না। এটাই কি ভোগাচ্ছে দলকে? সন্দেশের উত্তর, 'আসলে এভাবে তো হয় না। আমরা যখন গোল আটকাই তখন তাতে নম্বর এইট এবং নম্বর সিক্স আগে ট্যাকলে যায় বলেই আমরা গোল আটকাতে পারি। তেমনি একইভাবে আমাদের থেকে খেলাটা শুরু হচ্ছে না বলেই হয়তো স্ট্রাইকাররা গোল করতে পারছে না।' এই মুহূর্তে দলে চোট-আঘাত সমস্যা নেই। কোনও অঘটন না ঘটলে অনেকদিন পর সন্দেশ-আনোয়ার আলি জুটিকে একসঙ্গে মাঠে নামতে দেখা যেতে পারে। সন্দেশ বলেছেন, 'কোচই ঠিক করবেন কাকে কীভাবে ব্যবহার করবেন। তবে আনোয়ার সত্যি অসাধারণ ফুটবলার। ওর পাশে খেলতে ভালো লাগে। ডিফেন্সে শুভাশিস বসুও গোল পাচ্ছে। সবমিলিয়ে আমরা আত্মবিশ্বাসী।' এই আত্মবিশ্বাস কাজে লাগিয়ে তাঁরা যদি হংকংয়ের বিপক্ষে জিতে ফিরতে পারেন তাহলেই হয়তো কিছুটা হলেও তাজা বাতাস ফিরবে ভারতীয় ফুটবলে।

অনুশীলনেও বরিস সিংকে বল কাড়তে দিতে রাজি নন সন্দেশ ঝিংগান।

রিয়াল ছাড়ছেন মডরিচ

মাদ্রিদ, ২২ মে : চলতি মরশুম শেষে রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ছেন লুকা মডরিচ। ক্লাব বিশ্বকাপের পর তাঁকে আর লস ব্লাঙ্কোসের হয়ে দেখা যাবে না। শনিবার স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে শেষবার মাঠে নামবেন মডরিচ। বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে রিয়াল ছাড়ার ঘোষণা করে মডরিচ বলেছেন, 'রিয়ালে আমার যাত্রা শেষ হচ্ছে। এই দিনটা আসুক আমি কোনওদিন চাইনি। কিন্তু এটাই ফুটবল। ক্লাব বিশ্বকাপের পর আমাকে রিয়ালের জার্সিতে দেখা যাবে না।'

শেষ আটে শ্রীকান্ত, হার প্রণয়ের

কুয়ালালামপুর, ২২ মে : মালয়েশিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। বৃহস্পতিবার পুরুষদের সিঙ্গলসে শ্রীকান্ত ২৩-২১, ২১-১৭ পয়েন্টে হারিয়েছেন নাহাট নাগুয়েনকে। কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি মুখোমুখি হবেন ফ্রান্সের টোমা জুনিয়ার পোপোভের বিরুদ্ধে। শ্রীকান্ত জিতলেও বিদায় নিয়েছেন এইচএস প্রণয়। তিনি জাপানের উসি তানাকার কাছে ৯-২১, ১৮-২১ পয়েন্টে হেরেছেন। মিক্সড ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টো। তাঁরা ফ্রান্সের লিয়া পালেরমো-জুলিয়ান মাইয়োকে ২১-১৭, ১৮-২১, ২১-১৫ পয়েন্টে হারিয়েছেন।

ফিট ওকস

লন্ডন, ২২ মে : ঘরের মাঠে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজের আগে চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন জোফ্রা আর্চার। তাঁর ছিটকে যাওয়ার পরদিনই ইংল্যান্ড দলের জন্য এসেছে সুখবর। ইসিবি-র তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্রিস ওকস ফিট। তিনি ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজে খেলবেন। সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনও শুরু করেছেন ওকস। পাশাপাশি আজ ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে সিরিজের জন্য ইংল্যান্ড লায়ন্স দল ঘোষণা হয়েছে। ১৫ সদস্যের ইংল্যান্ড লায়ন্স দলের অধিনায়ক জেমস রিউ।

যুব দলের ইংল্যান্ড সফরে আয়ুষ, বৈভব

নয়াদিল্লি, ২২ মে : ঘরোয়া ক্রিকেট এবং আইপিএলে সাফল্যের পুরস্কার। জুন মাসে ইংল্যান্ড সফরে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন আয়ুষ মাত্রে। ২৪ জুন থেকে ২৩ জুলাই, মাসখানেকের লম্বা সফরে পাঁচটি ওডিআই এবং চারদিনের দুইটি ম্যাচে ইংল্যান্ড যুব দলের মুখোমুখি হবে ভারত। এদিন যে দল ঘোষণা করা হয়। নেতৃত্বে সুপার কিংসের হয়ে মেগা লিগে খেলা আয়ুষ।

১৬ জনের ঘোষিত দলে রয়েছেন বাংলার উদীয়মান পেসার ডেল স্টেইনের ভক্ত যুধাজিৎ গুহ। গত বাংলাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়া সিরিজেও যুব দলে ছিলেন যুধাজিৎ। ধারাবাহিকভাবে সাফল্যও পেয়েছেন। যার পুরস্কারস্বরূপ ইংল্যান্ডগামী দলে নিজের জায়গা ধরে রাখা। প্রত্যাশামাফিক যুব দলে আছেন ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময়বালক বৈভব সূর্যবংশীও। দলের সহ অধিনায়ক মুম্বই অনূর্ধ্ব-১৯ দলে খেলা অভিজ্ঞান কুণ্ডু।

দলে বাংলার যুধাজিৎ

চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে সাফল্যের সুবাদে আয়ুষ এই মুহূর্তে ক্রিকেটপ্রেমীদের ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়েছেন। মুম্বই রনজি ট্রফি দলের হয়ে দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। যার সুবাদে আইপিএলের মাঝপর্বে চেন্নাই দলে ডাক। সুযোগের সদ্ব্যবহারে ভুলচুক করেননি। মহেন্দ্র সিং ধোনির ছত্রছায়ায় বেশ কিছু ইনিংসে প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটেছে আয়ুষের। এবার আয়ুষের কাঁধেই নেতৃত্বের ভার।

স্মরণীয় শেষ চান নাইটরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মে : সময় থেমে নেই। তাই বাস্তবকে মেনে নিয়েই সামনে তাকাতে হবে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। রবিবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ কেকেআরের। আপাতদৃষ্টিতে ম্যাচটি নিয়মরক্ষার। আর নিয়মরক্ষার সেই ম্যাচকে স্মরণীয় করে রাখতে চাইছেন আজিঙ্কা রাহানেরা।

প্যাট কামিন্স, অভিষেক শর্মাদের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচের লক্ষ্যে আজ সন্ধ্যায় অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে তিন ঘণ্টা অনুশীলন করলেন রাহানেরা। পুরো দলই হাজির ছিল অনুশীলনে। সম্প্রতি স্কোয়াডে যুক্ত হওয়া মধ্যপ্রদেশের লেগস্পিনার শিবম শুক্লাও আজ প্রথমবার নাইটদের অনুশীলনে হাজির হয়েছিলেন। কেকেআরের একটি সূত্রের দাবি, গতবারের চ্যাম্পিয়ানরা প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলেও শেষটা স্মরণীয় করে রাখতে চাইছেন। তাই সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ নিয়মরক্ষার হলেও একেবারেই হালকাভাবে নিচ্ছেন না ভেঙ্কটেশ আইয়াররা। কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত ও মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোও সেভাবেই দলকে চাঙ্গা রাখতে চাইছেন।

বাগানে টুটুকে পূর্ণ মেয়াদে সচিব চাইছেন দেবাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মে : টুটু বসুর বিরুদ্ধে একটিও কথা না বলে বরং তাঁর সঙ্গে কাজ করতে চেয়ে প্রতিপক্ষ শিবিরকে পালটা চাপে রাখলেন মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত।

বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে টুটু বসুর ভূয়সী প্রশংসা করেন দেবাশিস দত্ত। এমনকি টুটুবাবু নির্বাচনে লড়লে তিনি দাঁড়াবেন না, এই কথাও বলেন বর্তমান বাগান সচিব। দেবাশিস বলেছেন, 'আমি টুটুদার হাত ধরে ক্লাবে এসেছি। উনি যদি নির্বাচনে দাঁড়ান এবং কথা দেন পূর্ণ মেয়াদে সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন, তাহলে আমি নির্বাচনে দাঁড়াব না। ওঁকে আমি সম্মান করি। ওঁর বিরুদ্ধে লড়তে চাই না। নির্বাচনে আমাদের প্যানেল জিতলে ওঁর নাম সভাপতি পদে প্রস্তাব করব।' তিনি যে টুটু বসুর লোক, সেটাই আগাগোড়া বোঝাতে চেয়েছেন দেবাশিস।

> আমি টুটুদার হাত ধরে ক্লাবে এসেছি। উনি যদি নির্বাচনে দাঁড়ান এবং কথা দেন পূর্ণ মেয়াদে সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন, তাহলে আমি নির্বাচনে দাঁড়াব না। ওঁকে আমি সম্মান করি। ওঁর বিরুদ্ধে লড়তে চাই না। নির্বাচনে আমাদের প্যানেল জিতলে ওঁর নাম সভাপতি পদে প্রস্তাব করব।
>
> **দেবাশিস দত্ত**, মোহনবাগান সচিব

কয়েকদিন আগেই নিজের বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে বাগান সচিবের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন টুটু বসু। এদিন সেই প্রসঙ্গে দেবাশিস বলেন, 'টুটুদা কারও চাপে পড়ে এমন কথা বলেছেন। ওঁর পরিবার যখন বিপদে ছিল তখন আমি পাশে ছিলাম। আমি বিশ্বাস করি, উনি আমাকে মন থেকে আক্রমণ করেননি।' ময়দানে জল্পনা ছিল, দেবাশিস দত্ত নির্বাচনে নাও দাঁড়াতে পারেন। এদিন সব জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে নির্বাচনে লড়ার কথা জানিয়েছেন তিনি।

কয়েকদিন আগে প্রতিপক্ষ শিবিরের হয়ে প্রচারে দেখা গিয়েছিল প্রাক্তন ফুটবলার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বৃহস্পতিবার মোহনবাগানের শাসকগোষ্ঠীর হয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে দেখা গেল তাঁকে। এদিন শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিগত তিন বছরে কাজের খতিয়ান প্রকাশ করা হয়। সেইসঙ্গে নির্বাচনে জিতলে কী কাজ করা হবে, তারও তালিকা দেওয়া হয়। এরমধ্যে ক্লাব মিউজিয়াম, নিজস্ব মাঠ, মহিলা ফুটবল দল সহ একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে।

১৭ বছরের শাপমুক্তি টটেনহামের

বিলবাও, ২২ মে : শাপমুক্তির মরশুম।

বড় মঞ্চে ক্রিস্টাল প্যালেসের প্রথম খেতাব থেকে হ্যারি কেনের প্রথম ট্রফি। বুধবার রাতে সেই তালিকায় জুড়ল টটেনহাম হটস্পারের নামটাও। ৪১ বছরের খরা কাটিয়ে মহাদেশীয় মঞ্চে খেতাব জয় স্পার্সের। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে ০-১ গোলে হারিয়ে ইউরোপা লিগ জিতল টটেনহাম।

আরও আঁধার ইউনাইটেডে

অন্যদিকে শূন্য হাতে মরশুম শেষ করল লাল ম্যাঞ্চেস্টার।

ঘরোয়া ফুটবলে সব হারিয়েও আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার আশা বাঁচিয়ে রেখেছিল ইউনাইটেড। বুধবার ইউরোপা ফাইনালের ৪২ মিনিটে টটেনহামের হয়ে ব্রেনান জনসনের গোলেই সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে বদলে গেল। শেষপর্যন্ত লড়াই করেও আর ম্যাচের অভিমুখ বদলাতে পারলেন না ক্যাসেমিরো, ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা। ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন কোচ রুবেন অ্যামোরিম। সমর্থকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'বিপক্ষের চেয়ে ভালো খেলেও জিততে পারিনি আমরা। এটাই বাস্তব। যদি ক্লাব কর্তারা মনে করেন আমি যোগ্য নই, বিদায় নেব। নইলে লড়াই চালিয়ে যাব।'

প্রথমবার ইউরোপা লিগ জয়ের পর উচ্ছ্বাস টটেনহাম হটস্পারের। বিলবাওয়ে বুধবার রাতে। ছবি : এএফপি

এদিকে, টটেনহাম ইউরোপের মঞ্চে শেষবার সাফল্যের মুখ দেখেছিল ১৯৮৪ সালে। আর ২০০৮ সালে লিগ কাপই শেষ বড় খেতাব। সেই খরা কাটিয়ে উচ্ছ্বসিত টটেনহাম ফুটবলাররা। দীর্ঘ দশ বছর হটস্পারে রয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার সন হিউং-মিন। ট্রফি জয়ের পর তিনি বলেছেন, 'এই ক্লাবের জার্সিতে বিশেষ কিছু করতে চেয়েছিলাম। তা পেরেছি। এই মুহূর্তটা ভোলার নয়।' কোচ অ্যাঞ্জে পোস্তেকোগ্লু বলেছেন, 'আমি সবসময়ই দ্বিতীয় মরশুমে চ্যাম্পিয়ন হই। এবারও তাই হল। আমি বিজয়ী।'

নীরব সিএবি, সরব ক্রীড়ামন্ত্রী

ইডেন থেকে আইপিএল ফাইনাল সরার পিছনে রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মে : বঞ্চিত বাংলা। বঞ্চিত বাংলার লাখো ক্রীড়াপ্রেমী।

আইপিএল ফাইনাল ও কোয়ালিফায়ার টু দুইদিন আগেই সরে গিয়েছে ইডেন গার্ডেন্স থেকে। ফাইনাল হবে আহমেদাবাদে। তারপর থেকেই কুড়ির ক্রিকেট প্রতিযোগিতার মধ্যে মিশে গিয়েছে রাজনীতির রং।

গতকাল রাতের দিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সমাজমাধ্যমে অভিযোগ করেছিলেন, ইডেন থেকে আইপিএল ফাইনাল সরে যাওয়ার নেপথ্যে রয়েছে রাজ্যের বেহাল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাবেই ফাইনাল সরেছে আহমেদাবাদে। আজ বিকেলে নব মহাকরণে কলকাতার নগরপাল মনোজ ভর্মাকে সঙ্গে নিয়ে এব্যাপারে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি বলেছেন, ‘বাংলা সর্বক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার। একশো দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস যোজনা সহ নানা ক্ষেত্রে এক লক্ষ সাতাশি হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের থেকে এখনও পায় বাংলা। এবার আইপিএল ফাইনাল কলকাতার বদলে আহমেদাবাদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনেও এমনই কিছু রয়েছে। বাকিটা আপনারা বুঝে নিন।’

আইপিএল ফাইনাল কলকাতা আয়োজনের ব্যাপারে প্রবলভাবে চেষ্টা করেছিল সিএবি। আসরে নেমেছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। কিন্তু বাস্তবে লাভ হয়নি। দুইদিন আগে ফাইনাল ইডেন থেকে সরে যাওয়ার সরকারি ঘোষণার পর বাংলা ক্রিকেট সংস্থা অদ্ভুতভাবে নীরব। সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় এব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

আইপিএল ফাইনাল সরে যাওয়া নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে অরূপ বিশ্বাস, পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা ও ক্রীড়া দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ সিনহা।

> জুন মাসের শুরুতে কলকাতায় বৃষ্টি হতে পারে, আবহাওয়া খারাপ থাকবে। এমন অদ্ভুত যুক্তির কথা আমরা শুনেছি। আজ আপনাদের সামনে আবহাওয়া দপ্তরের বার্তা তুলে ধরছি। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এত আগে পূর্বাভাস হয় না। আমার প্রশ্ন হল, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও গভর্নিং কাউন্সিলে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা কি আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ?
>
> **অরূপ বিশ্বাস**

প্রতিবাদও করেননি। আজ সেই প্রতিবাদের পথে হাঁটলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘জুন মাসের শুরুতে কলকাতায় বৃষ্টি হতে পারে, আবহাওয়া খারাপ থাকবে। এমন অদ্ভুত যুক্তির কথা আমরা শুনেছি। আজ আপনাদের সামনে আবহাওয়া দপ্তরের বার্তা তুলে ধরছি। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এত আগে পূর্বাভাস হয় না। আমার প্রশ্ন হল, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও গভর্নিং কাউন্সিলে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা কি আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ? যদি এত আগে থেকেই সব জানা যায়. তাহলে বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদে খেলা কেন বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল।’ ইডেনের জলনিকাশি ব্যবস্থা দেশের মধ্যে সেরা বলে জানিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী আরও বলেছেন, ‘দুই ঘণ্টা বৃষ্টি হলেও ইডেনে খেলা শুরু করতে বেশি সময় লাগে না। ইডেনের নিকাশি ব্যবস্থা দেশের সেরা। তাই ইডেনের মতো মাঠ থেকে এভাবে আইপিএল ফাইনাল সরিয়ে নেওয়ার ঘটনা কখনোই কাম্য নয়।’ নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা নিয়ে ওঠা অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছেন কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মা। তিনি বলেছেন, ‘ইডেনে এবার আইপিএলের মোট নয়টি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। সাতটি হয়েছে সফলভাবে। কোথাও কোনও অভিযোগ নেই।’

মার্শের তাণ্ডবে স্বস্তিতে লখনউ

লখনউ সুপার জায়েন্টস-২৩৫/২
গুজরাট টাইটান্স- ৪৬/১
(৫ ওভার পর্যন্ত)

আহমেদাবাদ, ২২ মে : লক্ষ্য প্রথম দুইয়ে থাকা নিশ্চিত করা। যাতে ফাইনালে ওঠার একটি বেশি সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু বৃহস্পতিবার লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে দায়সারাভাব দেখা গেল গুজরাট টাইটান্সের খেলায়। যার সুযোগ নিয়ে তাণ্ডব চালালেন মিচেল মার্শ, নিকোলাস পুরান।

এদিন টাইটান্সের ফিল্ডাররা হয়তো হাতে মাখন লাগিয়ে এসেছিলেন। কারণ পাওয়ার প্লে-র মধ্যে অন্তত গোটা চারেক ক্যাচ পড়ল তাঁদের থেকে। টাইটান্সের গা-ছাড়া মনোভাবের ফায়দা নিলেন মার্শ (৬৪ বলে ১১৭)। দোসর পুরান (২৭ বলে অপরাজিত ৫৬)।

শতরানের পর মিচেল মার্শ।

চলতি আইপিএলে লখনউয়ের মিডল অর্ডার ক্লিক করেনি। কিন্তু তাদের টপ থ্রি ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে গিয়েছে। এদিনও আইডেন মার্করামকে (৩৬) নিয়ে প্রথম উইকেটে ৯.৫ ওভারে ৯১ রান তুলে মার্শ দলের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেন। মার্করাম ফেরার পর তিনি পাশে পেয়ে যান পুরানকে। ৫৬ বলে সেঞ্চুরিতে পৌঁছে যান মার্শ। ১২ নম্বর ওভারে রশিদ খানের থেকে নিলেন ২৫ রান। মার্শ-পুরানের ১২১ রানের পার্টনারশিপ এলএসজি-কে দুইশো পার করিয়ে দেয়। এদিকে, এক মরশুমে সর্বাধিক পাঁচবার ২৫ বলে অর্ধশতরান করলেন পুরান। ১০ বল বাকি থাকতে চারে নেমে জোড়া ছক্কা মারেন ঋষভ পন্থ (৫ বলে অপরাজিত ১৬)। লখনউ পৌঁছে যায় ২৩৫/২ স্কোরে।

জবাবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গুজরাট ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৪৬ রান তুলেছে। ক্রিজে শুভমান গিল (২৩) ও জস বাটলার (০)। বি সাই সুদর্শন ২১ রানে আউট হন।

জয়ী ঘুঘুডাঙ্গা

হলদিবাড়ি, ২২ মে : দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্পের মোস্তাফা সরকার ট্রফি মহিলা ফুটবলে বৃহস্পতিবার ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব টাইব্রেকারে ২-১ গোলে পুরুলিয়ার কেএমএফসি-কে হারিয়েছে। দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের মাঠে নির্ধারিত সময় ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা ঘুঘুডাঙ্গার গোলকিপার পুষ্পা রায়। শুক্রবার খেলবে গোমটু ভুটান এফসি ও উত্তর দিনাজপুরের নন্দঝাড় ছাত্র সমাজ।

জিতল নন্দঝাড়

মেখলিগঞ্জ, ২২ মে : নবাগত স্পোর্টিং ক্লাবের কুচলিবাড়ি মহিলা ফুটবলে বৃহস্পতিবার নন্দঝাড় ছাত্র সমাজ টাইব্রেকারে ৫-২ গোলে আলিপুরদুয়ার মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

বিরাট শোয়ের অপেক্ষায় নবাবের শহর
-খবর এগারোর পাতায়

প্রয়াত প্রাক্তন জাতীয় কোচ ও টিটি খেলোয়াড় সৌভিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ মে : ডিসেম্বর মাস থেকে ক্যানসারে ভুগছিলেন। শেষ কয়েকদিন কলকাতার নার্সিংহোমে কেটেছে ভেন্টিলেশনে। বুধবার রাতে কলকাতাতেই শিলিগুড়ির প্রাক্তন জাতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ও কোচ সৌভিক দে-র লড়াই শেষ হয়ে গেল। একটা সময়ে তাঁকে সঙ্গী করে ডাবলসে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সুব্রত রায়। প্রাক্তন সঙ্গীর প্রয়াণে শোকাহত সুব্রত বলেছেন, ‘যেমন ভালো খেলোয়াড় ছিল তেমনি ভালো কোচ। দুই বছর সিনিয়ার পর্যায়ে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছে। বিভিন্ন প্রো টুরে জাতীয় দলের কোচ ছিল। উত্তরবঙ্গ টেবিল টেনিস সংস্থা থাকার সময় বিভিন্ন টুর্নামেন্টে কোচিংয়ের দায়িত্ব নিয়ে দলকে সাফল্য এনে দিয়েছে। গ্রীষ্মকালীন শিবিরেও আমরা কোচ হিসেবে পেয়েছি ওকে। বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার বর্তমান কমিটিতে সহ সচিব ছিল। এমন একজনকে হারানো টেবিল টেনিসের জন্য বড় ক্ষতি।’ কোচ হিসেবে অসিতাভ দত্ত সাক্ষী থেকেছেন সৌভিকের বেড়ে ওঠার। ছাত্রকে হারানোর যন্ত্রণা নিয়ে তাঁর মন্তব্য, ‘খেলোয়াড় সৌভিকের দক্ষতা নিয়ে কোনও দিন প্রশ্ন ওঠেনি। ব্যাংক দলের হয়ে খেলেছে কমলেশ মেহতার সঙ্গে। এমন একজন মাত্র ৫০ বছরেই চলে গেল। বাড়িতে ওর মা, স্ত্রী ও দুই ছেলে রয়েছেন। তাঁদের সমবেদনা জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।’ শোকপ্রকাশ করেছেন মান্তু ঘোষ, বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার যুগ্ম সচিব রজত দাস, বৃহত্তর জেলা শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস সংস্থার সচিব অনুপ বসু, সৌভিকের খেলার সময় বেঙ্গল টেবিল টেনিস সংস্থার সচিব কুন্তল গোস্বামী প্রমুখ।

ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস কুশমন্ডি ফুটবল ক্লাবের। ছবি : জয়ন্ত সরকার

চ্যাম্পিয়ন কুশমন্ডি এফসি

গঙ্গারামপুর, ২২ মে : ৪ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কুশমন্ডি ফুটবল ক্লাব। ডিওয়াইএফআইয়ের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির এই প্রতিযোগিতায় ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। বোরডাঙ্গি ফুটবল মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা কুশমন্ডির আলোক কিসকু। সেরা গোলকিপারের পুরস্কারও আলোক পেয়েছেন।

জিতল ফ্রেন্ডস

জলপাইগুড়ি, ২২ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ৩-০ গোলে হারিয়েছে জেওয়াইসিসি-কে। সুশান্ত রায় ও পিন্টু দাসের পাশাপাশি গোল করেন রাহুল রায়। তাঁকেই ম্যাচের সেরার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।